সপার্ষদ শ্রীনিবাস আচার্য্যের

পদাবলী

(শ্রীরাধামোহন ঠাকুর ও বৈষ্ণবদাসের পদাবলী সমন্বিত)

দশম খণ্ড



শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী

বৈষ্ণব রিসার্চ ইনষ্টীটিউট

(বৈষ্ণব শাস্ত্র সংগ্রহ, সংরক্ষণ, গবেষণা ও প্রচার কার্য্যালয়)



বৈষ্ণব শাস্ত্র গবেষণায় বৈষ্ণব রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে আসুন। প্রায় দুই,হাজার প্রাচীন ও আধুনিক গ্রন্থাবলী সংরক্ষণে রহিয়াছে। আপনার সমীপে প্রাচীন পুঁথী ও দুষ্প্রাপ্য বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী থাকিলে উই, পোকায় অযত্নে নষ্ট না করে এই সংগ্রহ শালায় দান করুন। এতে বৈষ্ণব সাহিত্য গবেষণার সহায়ক হবে।

॥ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরণম্ ॥

সপার্ষদ শ্রীনিবাস আচার্য্যের পদাবলী

(শ্রীরাধামোহন ঠাকুর ও বৈষ্ণবদাসের পদাবলী সমন্বিত)

দশম খণ্ড

বৈষ্ণব রিসার্চ ইনষ্টিটিউট হইতে

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী

কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ গুরুধাম

জগদ্গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট

শ্রীচৈতন্য ডোবা, পোঃ-হালিসহর, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ।

ফোন ঃ ২৫৮৫০৭৭৫, মোঃ-৯৬৮১৭০৪৮০১

প্রকাশক :

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী

জগদ্‌গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট

শ্রীচৈতন্যডোবা, হালিসহর, উত্তর চব্বিশ পরগণা।

ফোন : ২৫৮৫-০৭৭৫

প্রথম সংস্করণ

ঝুলনযাত্রা, ১৪২০ বঙ্গাব্দ।

: প্রাপ্তিস্থান :

১। শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী,
শ্রীচৈতন্যডোবা পোঃ হালিসহর, উত্তর ২৪ পরগণা।
ফোন—২৫৮৫-০৭৭৫
মোবাইল : ৯৬৮১৭০৪৮০১,

২। শ্রীশ্যামসুন্দরানন্দ দেব গোস্বামী
শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দির নরঘোতা পোঃ তমলুক,
পিন—৭২১৬৩৬ পূর্ব মেদিনীপুর।

৩। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার,
৩৮, বিধান সরণী, কলিকাতা—৭০০০০৬।
ফোন—২২৪১-১২০৮

ভিক্ষা : এক শত টাকা মাত্র

মুদ্রাকর : শ্রীশ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভক্তিপ্রেস ॥ শ্রীচৈতন্য ডোবা ॥ হালিসহর

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শরণম্

সম্পাদকীয়

পরম করুণাময় শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গদেবের অহৈতুকী করুণা বলে "বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য সংগ্রহ কোষ" গ্রন্থের দশম খণ্ড প্রকাশিত হইল। এই খণ্ডে "সপার্ষদ শ্রীনিবাস আচার্য্যর পদাবলী প্রসঙ্গে শ্রীরাধামোহন ঠাকুর ও বৈষ্ণব দাসের পদাবলী প্রকাশিত হইল।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকাশমূর্ত্তি শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু। এতদ্বিষয়ে শ্রীপ্রেম বিলাস গ্রন্থের ২০ বিলাসের বর্ণন—

শ্রীনিবাস-নরোত্তম-শ্যামানন্দ আর।
চৈতন্য নিত্যানন্দাদ্বৈতের আবেশ-অবতার॥
শ্রীচৈতন্যের অংশকলা শ্রীনিবাস হয়।

শ্রীরাধামোহন ঠাকুর শ্রীনিবাস আচার্য্যের বংশধর। এতদ্বিষয়ে পদামৃত সমুদ্র গ্রন্থের মঙ্গলাচরণের বর্ণন—

বন্দেহং জগদানন্দং গুরু চৈতন্য দায়কং।
গীত বেদার্থ বিস্তারে প্রবৃত্তোযঁ- কৃপাশয়া॥
গুরো প্রকাশকং শ্রীল কৃষ্ণখ্যং সর্ব্বসিদ্ধিদং।
প্রসাদ পদ সংযুক্তং বন্দেহহং করুণার্নব॥
আচার্য্য প্রভু বংশাংশ্চ বন্দতে তং কুলোদ্ভবঃ।
কোহপি তুষ্টঃ পরিবারাঃস্তাদেক গতমানসান॥

শ্রীনিবাস আচার্য্যের পুত্র গতিগোবিন্দ। তৎপুত্র কৃষ্ণপ্রসাদ তৎপুত্র জগদানন্দ। জগদানন্দের পুত্র ও শিষ্য শ্রীরাধামোহন ঠাকুর।

শ্রীবৈষ্ণব দাসের পঁদ সঙ্কলন বিষয়ে স্ব গ্রন্থের বর্ণন—

আচার্য্য প্রভুর বংশ শ্রীরাধামোহন।
কে কহিতে পারে তাঁর গুণের বর্ণন॥
গ্রন্থ কৈল পদামৃত সমুদ্র আখ্যান।
জন্মিল আমার লোভ তাহা করি গান॥

নানা পর্য্যটনে পদ সংগ্রহ করিয়া।
তাঁহার যতেক পদ তাহা সব লৈয়া॥
সেই মূলগ্রন্থ অনুসারে ইহা হৈল।
প্রাচীন প্রাচীন পদ যতেক পাইল।
এই গীতকল্পতরু নাম হৈল সার।
পূর্ব রাগাদি ক্রমে চার শাখা যার॥

বৈষ্ণব দাসের আদি নাম গোকুলানন্দ সেন। টেঞা বৈদ্যপুরে বৈদ্যকুলে আবির্ভাব তাঁর পুত্র রামগোবিন্দ সেন। রামগোবিন্দের দুই কন্যা।

এইভাবে বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য সংগ্রহ কোষ গ্রন্থের দশম খণ্ড প্রকাশিত হইল। ইতিপূর্ব্বে প্রথম খণ্ডে শ্রীনরহরি সরকার ২৩ খণ্ডে, শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ৪ খণ্ডে, ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তী ৫ম খণ্ডে, মুরারী গুপ্ত, গোবিন্দ ঘোষ ও বাসুদেব ঘোষ, ৬ খণ্ডে বলরাম দাস, ৭ খণ্ডে গোবিন্দ দাস, ৯ খণ্ডে জ্ঞানদাসের পদাবলী প্রকাশিত হইয়াছে। অধুনা দশম খণ্ডের প্রকাশ ঘটিল।

এখন পদাবলীর রসপিপাসু পাঠকবৃন্দ আমার সর্ব্বানুরূপ ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া শ্রীগৌরগোবিন্দের লীলারস আস্বাদনে তৃপ্ত হউন।

পদাবলী গ্রন্থ প্রকাশনার প্রারম্ভে পদাবলী সংগ্রহ কোষ পত্রিকার মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। গ্রাহকবৃন্দ বার্ষিক চাঁদা ৩০ টাকা বা আজীবন সদস্য চাঁদা ৩০০ টাকা পাঠিয়ে নিয়মিত গ্রাহক হউন আর পূর্ব্ব প্রকাশিত পদাবলী গ্রন্থগুলি সংগ্রহ করে অপ্রাশিত পদাবলী সাহিত্য প্রচারে সহায়তা করুন।

শ্রীশ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভক্তি মন্দির,
জগদ্‌গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট
শ্রীচৈতন্য ডোবা, হালিসহর,
উত্তর চব্বিশ পরগণা,
পশ্চিমবঙ্গ, ১৪২০ বঙ্গাব্দ

নিবেদক—
শ্রীগুরু বৈষ্ণব কৃপাভিলাষী
দীন
কিশোরী দাস

॥ সূচীপত্র ॥

শ্রীরাধামোহন ঠাকুরের পদাবলী

—•—

সপার্ষদ শ্রীনিবাস আচার্য্যের পদাবলী

গ্রন্থারম্ভ

শ্রীরাধামোহন ঠাকুর

শ্রীরাধামোহন ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকাশ মূর্ত্তি শ্রীনিবাস আচার্য্যের বংশধর। "পদামৃত সমুদ্র" নামক বৈষ্ণব পদাবলী সংকলন গ্রন্থ প্রবর্ত্তন তাঁহার অমর কীর্ত্তি। তাঁহার বংশ পরিচয় বিষয়ে 'পদামৃত সমুদ্র' গ্রন্থের মঙ্গলাচরণের বর্ণন। যথা—

বন্দেতং জগদানন্দং গুরু চৈতন্য দায়কং।
গীত বেদার্থ বিস্তারে প্রবৃত্তো যৎ কৃপাশয়া॥
গুরোঃ প্রকাশকং শ্রীল কৃষ্ণাখ্য সর্বসিদ্ধিদং।
প্রসাদপদ সংযুক্তং বন্দেহহং করুণার্ণবং॥
আচার্য্য প্রভু বংশাংশ্চ বন্দতে তৎ কুলোদ্ভবঃ।
কোহপি তুষ্টঃ পরিবারাংস্তদেক গতমানসান॥

শ্রীনিবাস আচার্য্য পুত্র গীতগোবিন্দ পুত্র শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ পুত্র জগদানন্দ। জগদানন্দের পুত্র ও শিষ্য শ্রীরাধামোহন ঠাকুর। শ্রীরাধা মোহন ঠাকুর বর্দ্ধমান জেলার মালিহাটি গ্রামে ১১০৪ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। মহারাজা নন্দকুমার তাঁহার শিষ্য ছিলেন। পুটিয়ার রাজা রবীন্দ্র নায়ায়ণ পূর্ব্বে শাক্ত ছিলেন। রাধামোহন ঠাকুর তাঁহার সভাপণ্ডিতকে বিচারে পরাস্ত করিয়া রাজাকে বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত করেন। বৈদ্যপুর নিবাসী নয়নানন্দ তর্কালঙ্কার, টিয়া নিবাসী কৃষ্ণ প্রসাদ ঠাকুর—এই দুইজন ইঁহার কৃতবিদ্য ছাত্র। রাধামোহন ঠাকুর 'পদামৃত সমুদ্র' নামক গ্রন্থে ৩০১টি পদের সমবায়ে পদগ্রন্থ ও তাঁহার মহাভাবানুসারিণী টীকা করেন। পদকল্পতরুতে ১৮২টি পদ সমাহৃত হইয়াছে। ১১২৫ সালে মুর্শিদকুলী খাঁর দরবারে স্বকীয়া ও পরকীয়া ভাব লইয়া যে বিচার হয়, এই সভায় রাধামোহন ঠাকুর উপস্থিত ছিলেন। ১১৮৫ সালের চৈত্রী শুক্লা নবমীতে ইনি স্নানান্তে তিলক

মালাদি ধারণপূর্ব্বক তুলসী কাননে হরিনাম সংকীর্ত্তনের মধ্যে অপ্রকট হন। কথিত আছে যে, তাঁহার প্রিয়শিষ্যদ্বয় কালিন্দী দাস ও পরাণ সে সময় শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীঈশ্বরীজীর জীর্ণ কুঞ্জের সংস্কার করিয়া মালিহাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে রাধামোহন ঠাকুর তাঁহাদিগকে দর্শন দিয়া বৈশাখের কৃষ্ণ চতুর্থীতে মহোৎসব করিতে আদেশ দিয়া অন্তর্হিত হন। রাধামোহন ঠাকুর নিঃসন্তান ছিলেন এবং তাঁহার অপ্রকটের সাতদিন পরে তদীয় পত্নী দেহত্যাগ করেন।

(গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান)

শ্রীশ্রীরাধামোহন ঠাকুরের পদাবলী

শ্রীগৌরাঙ্গলীলা বিষয়ক

পদ সমুদ্র—১২ পদ – বিভাস

বন্দে বিশ্বম্ভর পদ কমলম্।
খণ্ডিত কলিযুগ জন মলম মলম্॥
সৌরভ কর্ষিত নিজজন মধুপং।
করুণাখণ্ডিত বিরহ বিতাপম্।
নাশিত হৃদগত—মায়াতি মিরং।
বর নিজ কান্ত্যাজগতাম চিরং।
সতত বিরাজিত নিরূপম শোভং।
রাধামোহন—কলিত বিলোভং॥

—০—

ঐ—১৩ পদ—রাগ

জয় জয় গৌরচন্দ্র দয়া কর মোরে।
তোমার নিগূঢ় লীলা স্ফুরুক আমারে॥
অলৌকিক লীলা লাগি তোমা অবতার।
অনন্ত না পান অন্ত জীব কোন ছার॥

ঐছে দয়া না করিলা কোন অবতারে।
জড় অন্ধ মহাপাপী তরাইলা সংসারে॥
এই ভরসায় প্রভুর চরণে ধরি কয়।
রাধামোহন দাসের ঐছে সব জ্ঞান হয়॥

—০—

ঐ—১৪ পদ—বরাড়ী

জয় নিত্যানন্দাদ্বৈত গৌরভক্তবৃন্দ।
কৃপা করি মোর শিরে ধর পদদ্বন্দ্ব॥
পাতকী উদ্ধার হেতু এই অবতার।
মো সম পতিত সংসারে নাই আর॥
নিরঙ্কুশ দয়াসিন্ধু এই ত নিশ্চয়।
ইহাতে সংশয় যার সেই যায় ক্ষয়॥
সর্ব্বার্থ সাধক সর্ব্ববল কৃপাসার।
যাচে রাধামোহন তরাহ সংসার॥

—০—

ঐ—১৫ পদ—তোড়ী

শ্রীগুরু বৈষ্ণব অবতার সার।
নাম প্রেম দিয়া সব তরাইল সংসার॥
অধম দুর্গতজনের করিলা উদ্ধার।
এই তো ভরসা চিত্তে মুঞি হমু পার॥
এই বড় ওর হয় আমার অন্তরে।
মো সম পাতকী নাহি ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে॥
নিরপরাধ পাপী যত তারা হইল পার।
সাপরাধ মহাপাপী মুঞি জীব ছার॥
সকল খণ্ডিতে পারে করুণা তোমার।
লোকশাস্ত্রে শুনি অতি ভরসা আমার॥

এ জন উদ্ধার করি দেখাও নিজ বল।
রাধামোহন যশঃ গায় আর ভুবন সকল ॥

—০—

ঐ—১৬ পদ—মঙ্গল

মধুকর রঞ্জিত মালতী মণ্ডিত,
জিতঘন কুঞ্চিত কেশং।
তিলক বিনিন্দিত, শশধর রূপক,
যুবতি মনোহর বেশম ॥
সখি! কলয় গৌরমুদারং।
নিন্দিত হাটক, কান্তি কলেবর,
গর্বিত মার কুমারং। ধ্রু ॥

মধুর মধুর স্মিত, লেনিভত তনুভৃত,
মনুপম ভাব বিলাসম্।
নিজ নবরাগ, বিমোহিত মানস,
বিকশিত গদ্‌গদ ভাষম্ ॥
পরমাকিঞ্চন, কিঙ্কন নরগণ,
করুণা বিতরণ শীলম্।
হেন ভিত ত্বর্ম্মতি, রাধামোহন,
নামক নিরুপম লীলং।

—০—

ঐ—২৩ পদ—কলড়

পুনঃ পুনঃ গতাগতি করু ঘর পন্থ।
খেনে খেনে ফুলবনে চলই একান্ত ॥
আজু হাম কি পেখলু নবদ্বীপ চন্দ্র।
করতলে করই বয়ন অবলম্ব ॥ ধ্রু ॥

ছল ছল নয়ন কমল সুবিলাস।
নব নব ভাব করত পরকাশ॥
পুলক মুকুলবর ভরু সব দেহ।
রাধামোহন কুছ না পাওল হোহ॥ ৬॥

—০—

ঐ—৪২ পদ—শ্রীরাগ

কাঞ্চন কমল, নিন্দিমুখ সুন্দর,
কাহে পুন ঝামর ভেলি।
করতল সতত, করই অবলম্বন,
ছোড়ত কৌতুক কেলি॥
হরি হরি! না বুঝিয়ে গৌরাঙ্গ বিলাস।
অভিনব ভাব, বেকত কিয়ে করতহি,
কিএ ইহ সহজ প্রকাশ। ধ্রু॥
কহতহি গদগদ, কৈছনে বিছুরব,
ভেল মুঝে শ্যামর ছায়।
ইহ দুখ হাম, কহই না পারিয়ে,
হৃদি সঞে কৈছে বাহিরায়।
খেনে খেদে করু খেদ, খেনে খেনে নিরবেদ,
অসূয়াদি কতহু সঞ্চারি।
রাধামোহন পাপী, কিছুই না বুঝল,
ও রূপ জগমনোহারী। ৭॥

—০—

ঐ—৪৩ পদ—

লাখবান হেমজিতি, অপরূপ গোরাজ্যোতি,
দীশই পাণ্ডুর কাঁতি।

অভিনব প্রেম, তপনে-তপত তনু,
নব অনুরাগিণী ভাঁতি ॥
ইহ দুঃখ বড়ই হামারি।
ও সুখময় তনু, মদন মথন জনু,
তাহে এত কো সহঁ পারি। ধ্রু ॥
কোইজন মুখ ভরি, যব কহ হরি হরি,
তব বহু শ্বাস তরঙ্গ।
সজল কহল দল, পরশেভ সমতুল,
দেখি মঝু কাঁপই অঙ্গ।
ঐছন ভাঁতি, ভকতগণ তুহু গুণ,
অহর্নিশি করত আলাপ।
রাধামোহন পুনঃ, ও রস না বুঝিয়ে,
মনহি করত অনুতাপ ॥ ৮ ॥

—০—

ঐ—১১২ পদ—পাহিড়া

কি মধুর মধুর, বয়স নব কিশোর,
মূরতি জগমনোহারি।
কি দিয়া কেমন বিধি, নিরমিল গোরাতনু,
আকুল কুলবতী নারী ॥ ধ্রু ॥
বিফল উদয় করে, গগনে সে শশধরে,
গোরারূপে আলা তিনলোকে।
তাহে এক অপরূপ, যেবা দেখে চান্দমুখ,
মনের আন্ধার নাহি থাকে।
ঢলমল হেমমণি, কিয়ে থির দামিনী,
ঐছন বরণক আভা।

তাহে নাগরালি বেশ, ভুলাইল সব দেশ,
মদন মনোহর শোভা ॥
যতি সতী মতি হত, গেল মনে কুলব্রত,
আইল জগত চিতচোর ।
রাধামোহনে কয়, গোরা না ভজিলে নয়,
এ ঘর করণে দেহ ডোর ॥ ৯ ॥

—০—

ঐ—১১৩ পদ—ধানসী

নব কাম সুললিত দেহ অনুপম ।
ভকতের বশ নিজজন মনোরম ॥
শচীর দুলাল গোরা অলপ বয়স ।
অতি অপরূপ সখি মনোহর বেশ ॥ ধ্রু ॥
তাতে অতি সুমধুর বচন চাতুরী ।
অমিঞার সার জিনি তাহার মাধুরী ॥
বুঝল না যায় নব ভাবের বিলাস ।
পদ ধরি কহে রাধামোহন দাস । ১০ ॥

—০—

ঐ—১৪২ পদ—কামোদ

ব্রজ অভিসারিণী, ভাব বিভাবিত,
নবদ্বীপ চান্দ বিভোর ।
অভিনব তৈছন, করত পুলকি তনু,
নয়নহি আনন্দ লোর ।
দেখ দেখ ! প্রেমসিন্ধু অবতার ।
তঁহি পুন নিমগন, নাহি জানে কতি দিন,
বুঝি সো মহাভাব সার ॥ ধ্রু ॥
নিশবদ মণ্ডন, আপহি পহিরণ,
গতি অতি ললিত সুধীর ।

বৃন্দাবন ভানে, চকিত বিলোকনে:
পাওল সুরধুনী তীরে ॥
কেবল কৃষ্ণ: নামগুণ কীর্ত্তন:
করতঁহি পরমানন্দে ।
রাধামোহন দাস: আশা রাখত জানি:
সো প্রভু চরণারবিন্দ ॥ ১১ ॥

—•—

ঐ—১৮৫ পদ—কেদার

দেখ দেখ ! গৌরচন্দ্র অবতার ।
যো গুণ কীরিতনে: তাপদগধ জীব:
দুখসাগর ভেল পার ॥ ধ্রু ॥
সো অব ভাব: বিভাবিত অন্তর:
কান্দই সুরধুনী তীর ।
যা কর নয়ন শর: গোপী মরম জর:
তঁহি বহু দুখময় নীর ।
খেনে খেনে কহই: কানু মোহে না মিলল:
কি ফল পাপ শরীর ।
ইহ যৌবন ধন: মগরহি ভূষণ
কি ফল বাস কুটীর ॥
এত কহি ধরণী তানহি পুনঃ মূরছই
ধকাধকি ক্ষীণহি শ্বাস ।
কো পুন ভাব দুতর রজনী মাহা
ভন রাধামোহন দাস ॥ ১২ ॥

—০—

ঐ—২৪৯ পদ—দেশাগ

কাঞ্চন কমল জিনিয়া মুখ সুন্দর
আজু কাহে আর কত ভান ।

তহি অতি অরুণ, নয়নযুগ ছল ছল,
শ্বাসহি অধর মৈলান ॥
হেরি দেখ নবদ্বীপ চন্দ ।
কো ইহ ভাব, কতিহুঁ না হেরিয়ে,
অদভুত হৃদয়ক দ্বন্দ্ব ॥ ধ্রু ॥
কম্পহি কণ্ঠ, শবদ ভেল গদগদ,
আধ আধ না বুঝিয়ে বাণী ।
ঘামহি ভিগল, সকল কলেবর,
ঘন ঘন চালই পাণি ॥
পুন ভেল রোদন, সো ভাব ক্ষীণ হেন,
হেরিয়ে বদনক ছান্দে ।
রাধামোহন পহুঁ, নিতি কত ভাবহি,
ঐছন কতবিধ কান্দে । ১৩ ।

—০—

ঐ—২৬৮ পদ—কেদার

দেখ দেখ গৌরবর রসরাজ ।
শারদ পূর্ণিমা, রজনী উজোর,
নটস কিরিতন মাঝ ॥ ধ্রু ।
রাসরস ভাব, বিভাবিত অন্তর,
ললিত মন্থর পাদ ।
বরজ সুন্দরী, চরণ চারণ,
ভঙ্গি করু অনুবাদ ॥
গান সুমধুর, তাল ধ্রুব আদি,
বাদন তৈছন ভান ।
নবীন কামক, বচন কৌশল,
ভকতগণ মন মান ।

এ রাধামোহন, চিতহি শোভন,
ও পদ নিতি নিতি জাগউ।
কলিকাল কাসর, মরণ ফাঁফর,
শমন ভয় পুনঃ ভাগউ। ১৪ ॥

---০---

ঐ—২৮১ পদ—কামোদ

নাচত গৌর, রাসরস অন্তর,
গতি অতি ললিত ত্রিভঙ্গী।
বরজ সমাঝ, রমণীক ঐছন,
তৈছন অভিনয় রঙ্গী॥
দেখ দেখ নবদ্বীপ মাঝ।
বাওত গাওত, মধুর ভকত শত,
মাঝহি বরদ্বিজ রাজ॥ ধ্রু॥
তা তা ত্রিমি ত্রিমি, মাদল সুবাজত,
রুনু ঝুনু নূপুর রসাল।
রবাব বীণা, অরু সব মণ্ডল,
সুমিলিত কর কর তাল।
এ হেন আনন্দ, নাহি হেরি ত্রিভুবন,
নিরূপম প্রেম বিলাস।
এ সুখসিন্ধু, পরশ কিয়ে পাওব,
কহ রাধামোহন দাস। ১৫ ॥

---০---

ঐ—৩০৯ পদ—বরাড়ী

জয় জয় শচীসুত গৌরাঙ্গ সুন্দর।
জয় জয় অনুরাগ ভাব কলেবর॥ ধ্রু॥

কহইতে গদগদ আধ আধ বোল।
প্রেমে গরগর মন আনন্দ হিলোল॥
হরি ভজন পঞ্চ করল নির্দ্ধারে।
অতত্র সে মহামন্ত্র যাচিল সবারে॥
সে আজ্ঞা নিজ নিজ ভজন অনুসারে।
কত কত পাতকী পাইল ভবপারে॥
মুঞি ত পাপিষ্ঠ অতি তাহা না মানিয়া।
সংসার সাগরে ঘোরে রহলু পড়িয়া॥
এ রাধামোহন কয় দন্তে তৃণ ধরি।
আমা উদ্ধার কর প্রভু দয়াল গৌরহরি॥ ১৬॥

—০—

ঐ—৬২৭ পদ—মল্লার

হের দেখ নব নব, গৌরাঙ্গ মাধুরী,
রূপে জিতল কোটি কাম।
অঙ্গহি অঙ্গ, ঘাম কুল সঞ্চরু,
যৈছন মোতিম দাম॥
নয়নহি নীর, কম্পহি থির নহ,
হাসি কহত মৃদু বাত।
কো জানে কি খেনে, ঘর সঞে আয়লু
ঠেকিলু শ্যামর হাত॥
বেশক উচিত দান, কভু না শুনিয়ে,
কাঁহা শিখলি অবিচার।
বুঝি দেখি নিরজনে, গোবর্দ্ধন বন
লুঠবি তুহুঁ বাট পার॥
কেন ইহ ভাব, ভরহি ভরমাইত
কিঞ্চিত পাটল আঁখি।

রাধামোহন কিয়ে, আনন্দে ডুবব
ও রস মাধুরী পেখি ॥ ১৭ ॥

—০—

ঐ --৩৬৫ পদ - গৌরী

বেলি অবসান হেরি শচীনন্দন
ভাবহি গদগদ বোল।
কানুক গমন সময় অব হোয়ল
শুনিয়ে বেণুক রোল ॥
সজনি! না বুঝিয়ে গৌরাঙ্গ বিলাস।
প্রেমহি নিমগন রহতঁহি অনুক্ষণ
কহিতুঁ নাহি অবকাশ ॥ ধ্রু ॥
খেনে পুন কহই নিকটহি শুনিয়ে
ঘন হাম্বারব রাব।
হেরইতে শ্যাম চন্দ্র অনুমানিয়ে
গোকুল জন যত ধাব ॥
ঐছন ভাঁতি করত কত অনুভব
যো বাস কৃত অবতার।
রাধামোহন পহুঁ সোবর শেখর
তৈছন সতত বিহার ॥ ১৮

—০—

ঐ —৩৬৮ পদ কামোদ

সাঁজহি শচীসুত হেরিয়ে আনমত
কি কহত কছু নাহি জানি।
নগর ভ্রমণ লাগি বোলত রাজদূত
বড় ইহ দারুণ বাণী ॥

কান্দি কহত পুন রোই।
লাখ লাখ বিঘিণী, মরুপর বেড়ই
জানি পাছে বিচ্ছেদ হোই॥
কাঁহে মঝু দক্ষিণ, নয়ন ইহ ফুরই
কাঁহে মঝু হৃদয় কাঁপ।
কাঁহে মঝু চিত, করত উচাটন
এত কহি করত বিলাপ॥
ঐছন হেরি, পরাণ মঝু ঝুরয়ে
কি করয়ে নাহিক থেহ।
রাধামোহন কহ, ইহ আন মত নহ
কাঠ কঠিন মঝু দেহ॥ ১৯॥

—০—

ঐ—৩৬৯ পদ

হের দেখ সাঁঝহি, গৌরাঙ্গ বেয়াকুল
নদী যনু ঝরয়ে নয়ান।
কো ইহ ভাব, বিভাবিত অন্তর
হেরি হেরি ঝুরয়ে পরাণ॥
সজনি! খেনে খেনে কহু ইহ বাত।
ঐছন তন্ত্র, মন্ত্র পরচারহ
যৈছন নহ পরভীত॥ ধ্রু।
তাক বিচ্ছেদ হাম, সহই না পারব
নিকসই পাপ পরাণ।
কি করব কৈছনে, ইহ দুখ মেটব
সো রীতি করহ বিধান॥
এত শুনি মধুর, ভকতগণ কান্দই
এতহি করত অনুবাদ।

রাধামোহন দীন, কিছুই না জানল
অতত্র সে করত বিবাদ ॥ ২০ ॥

—০—

ঐ ৬১৮ পদ—বসন্ত

জয় জয় জয় শচীনন্দন রঙ্গী।
বিবিধ বিনোদ কত, কৌতুক করতঁহি
অবিরত প্রেম তরঙ্গী।
বিপুল পুলক কুল, সঞ্চরু সব তনু
নয়নহি আনন্দ নীর।
ভাবহি কহত, জিতল মঝু সখীকুল
শুন শুন গোকুলবীর।
মৃদু মৃদুহাসি, চলত কত ভঙ্গিম
করে যনু খেলন যন্ত্র।
যুগল কিশোর: বসন্তহি যৈছন
বিতানিত মনসিজ তন্ত্র ॥
যো ইহ অপরূপ, বিহারে নবদ্বীপ
জগদানন্দ বিলাসী।
রাধামোহন দাস: মূঢ় চিত সোই
তার নিজগুণ পরকাশি। ২১।

—০—

ঐ—৬২৯ পদ—দেশাগ

ঢল ঢল কাঞ্চন: নিন্দি কলেবর
লাবণি অবনী উজোর।
তাহে পুনঃ পূরবক: ভাবহি উজর
সতত রহত তঁহি ভোর ॥

খেলত গৌর কিশোর।

মণিময় আভরণ অঙ্গতি পহিরণ

দোলত রতন হিলোল ॥ ধ্রু ॥

তা তা থই থই, মাদল বাজত

চৌদিশে হরি হরি বোল।

শত শত মধুর, ভকত বর গর্বিত

নাচত আনন্দ হিলোল ॥

দোলত দোলত, গদগদ বোলত

ধর ধর মোহে প্রাণবন্ধু ॥

রাধামোহন পহুঁ, অন্তরে উছলল

মহাভাব নব রসসিন্ধু ॥ ১২ ॥

—০—

ঐ – ৬৩০ পদ—ধানসী

জাম্বুনদ জিনি, অঙ্গ মনোহর

লাবণি বরণি না হোয়।

শারদ চান্দ, নিন্দি মুখমণ্ডল

কোটি মদন হেরি রোয় ॥

হের দেখ গৌর কিশোর।

পূরবক ভাব, বিভাবিত অন্তর

কোই না পাওই ওর ॥ ধ্রু ॥

পহিলহি আনন্দ, অন্তর নিমগন

আনন্দ মৃদু মৃদু হাস।

তৈখনে রোয়ত, প্রেমবিচিত মত

করতঁহি বাতহি হুতাশ ॥

পুনঃ দেখ বিরহ, তাপ দূর গেও

আনন্দ সায়রে বর।

রাধামোহন ইহ, কছুই না জানত
রহতহি দূরহি দূর । ২৩ ॥

—০—

ঐ—৬৩১ পদ—মন্দর

সুরধুনী তীরহি, আজু শচীনন্দন
অপরূপ ভাবে বিভোর ।
অব জলকেলি, করব যব মঝু সনে
তব পুনঃ রাখহ হোর ॥

সজনি ! কহি অছু অদভুত বাত ।
আনন্দ নীর, বহত পুন লোচন
অদভুত পুলকহি গাত । ধ্রু ।
অলখিত হাস, কতই মধু মাখন
বাত মধু গদ গদ কণ্ঠ ।
পুন কহ ধৈরজ, তিলে ধর অবধান
আগে উতারি অবগুণ্ঠ ।
এত কহি করল, সলিল অবগাহন
কি কহব সো বড় শোভা ।
রাধামোহন পহুঁ, যো লাগি অবতার
তাঁহি সতত মনলোভা । ২৪ ॥

—০—

ঐ—৬৩২ পদ—শ্রীরাগ

দেখ দেখ ! গৌর কিশোর ।
মধুর ভকত সঙ্গে, খেলত পাশক,
তঁহি কাহে ভাব বিভোর ॥ ধ্রু ॥

নয়নে আনন্দ জল, হাসত খল খল
পুলকে পূরল সব অঙ্গ।
হাতক পাশক, হাতহি স্তম্ভিত
কোঙরে বুঝই ইহ রঙ্গ।
করুণা সাগর, সবগুণ আগর
পতিত পাবন অবতার
যো ভাবে প্রকট, নবদ্বীপ মাঝহি
সোই করত পরচার।
যা কর ভাব, না বুঝই জগজন
অন্ত না পাওত শেষ।
রাধামোহন পুনঃ, বড়ই মূঢ়মতি
তাকর করত উদ্দেশ ॥ ২৫ ॥

—০—

ঐ—৩৬ঃ পদ—তোড়ী

জয় শচীনন্দন ভুবন আনন্দ।
আনন্দ শকতি, মিলিত নবদ্বীপে
উয়ল নবরস কান্দ ॥ ধ্রু ॥
গোক্ষুর ধূলি, দিশই উড় অম্বর
শুনি বর-বেণু নিশান।
অপরূপ শ্যাম, মধুর মধুরাধরে
মৃদু মৃদু মুরলীক গান।
এত কহি ভাবে, বিবশ গৌরতনু
পুন কহ গদ গদ বাত।
শ্যাম সুনাগর, বন সঙ্গে আওত
সমবয় সহচর সাথ ॥

মঝু মন নয়ন, জুড়াওল কলেবর
সকল ভেল ইহ দেহ।
রাধামোহন কহ, ইহ অপরূপ নহ
যুরতি মন্ত সোই নেহ। ২৬॥

— ০ —

ঐ – ৬৬২ পদ – তোড়ী

জয় শচীনন্দন প্রেম।
কো ইহ বাত, কছুই না বুঝিয়ে
বুঝিয়ে জগমন ক্ষেম॥
খেনে খেনে কহন, নয়ন ভেল শীতল
উপহার দেহ সখীহাত।
গন্ধ ধূপ দীপ, তুরিতে লেই চল
সাঁঝ সময় বহি যাত।
পুনরপি কহত, নয়ন ভেল শীতল
উপহার দেহ সখী হাত।
গন্ধ ধূপ দীপ, তুরিতে লই চল
সাঁঝ সময় বহি যাত।
পুনরপি কহত, আন না লয়ে চিত
লাগল সো বর নেহ।
রজনীক উচিত, বসন মঝু আনহ
গন্ধহি লেপহ দেহ॥
পুন খনে বোলত, চলু জনে মঝু সাথ
কৃষ্ণ ভজন ইহ সার।
ভন রাধামোহন, কলিযুগ পাবন
প্রেম বিথার অবতার॥ ২৭।

— ০ —

ঐ ৮:৬ পদ সুহই

শেষ রজনী, শুতল শচীসুত
ততহি ভাবে ভেল ভোর।
স্বপন জাগর কিয়ে, তুহুঁ নাহি সমূঝিয়ে
নয়নহি আনন্দ লোর॥
অনুমানে বুঝহ রঙ্গ।
যৈছন গোকুল — নায়ক কোরহি,
নাগরী শয়ন ত্রিভঙ্গ॥
বাচ চরণভূজে, পুনঃ পুনঃ আগোরই
যাতহি দক্ষিণ পাশ।
তৈছন বচন, কহত পুনঃ আঁখি মুদি
বচন রসাল সহাস॥
যাকর ভাবহি, প্রকট নন্দসুত
গৌর বরণ পরকাশ॥
সতত নবদ্বীপে, সোই বিথারই
কহ রাধামোহন দাস॥ ২৮॥

—•—

ঐ —৩৭ পদ—

কুসুমিত কানন, হেরি শচীনন্দন
ডারত কাহে ঘন শ্বাস।
খেনে করতলে, অবলম্বই মুখশশী
খেনে খেনে কহত উদাস॥
দেখ নব ভাব তরঙ্গ।
যো অভিলাষহি, প্রকট নবদ্বীপে
তাকর নাহিক ভঙ্গ॥ ধ্রু।

চঞ্চল নয়নে, চাহ চপল মতি
জিত গতি মত্ত গজরাজ।
পুনঃ পুনঃ ঐছন, হেরত ফুলবন
কছু নাহি বুঝিয়ে কাজ ॥
ঐছন ভাঁতি করি, তারল ত্রিভুবন
ভাসায়ল প্রেমামৃত দানে।
রাধামোহন, বিন্দু না পায়ল
আপন করম বিধানে ২৯ ॥

—০—

ঐ ২৭ পদ—দাক্ষিণাৰ্ত্তশ্ৰী

পৌগণ্ড বয়েস শেষ গৌরাঙ্গ সুন্দর।
ভরুর নাচনি করে কিবা সে অন্তর ॥
লাজে অবনত মুখ আর আঁখি দুটি।
বুঝিতে নারিলু এই ভাব পরিপাটি ॥
বাম নয়নে পুনঃ কটাক্ষ করয়।
মধুর মধুর স্মিত বুঝিল না হয়।
কুন্দন কনয়া জিনি অঙ্গ ঝলমলি।
রাধামোহন পহুঁ ভাবে কুতূহলী ॥ ৩০ ॥

—০—

ঐ—৩৯ পদ—ধানসী

কাহে পুনঃ গৌর কিশোর।
জগত যামিনী, জনু ব্রজ কামিনী
নব নব ভাবে বিভোর ॥ ধ্রু ॥
কাঞ্চন বরণ, ভেল পুনঃ বিবরণ
গদ গদ হরি হরি বোল ॥

মুখ অতি নিরস, শবদহি বুঝিয়ে
মনমথ মথন হিল্লোল।
স্তম্ভ কম্প অশ্রু, অঙ্গে পুলক ভরু
উতপত সকল শরীর।
ঘন ঘন শ্বাস, বহত লুঠত মহী
নয়নহি বহু ঘন নীর।
ঐছন ভাতি, করত কত বিতরণ
প্রেম রতন বরহীনে।
আপন করম দোষে, ও ধনে বঞ্চিত
রাধামোহন দাস দীনে। ৩৯॥

—০—

ঐ—৪০ পদ—কেদার

দেখ দেখ! গৌরবর গুণধাম।
যো রূপ লাবণি, দেহ সুগণি
দেখি ঝুরে কোটি কাম। ধ্রু।
সেই ভাব ভরে, ক্ষীণ দীশই
পরম দূবর দেহ।
তবহুঁ দীপতি, উজর ঐছন
যৈছন চাঁদকি রেহ॥
শ্যাম নব রস, করত কীর্ত্তন
স্মরই ও নব রূপ।
তেঞি অহর্নিশি, ভ্রমই দশদিশি
স্নাত নবরস কূপ।
ঐছে দ্বিজপতি, বিহরে নিতি নিতি
জাগু পূরবক প্রেম।

রাধামোহন, চিতহি অনুমান
ও রূপ জগজন ক্ষেম। ৩২ ॥

—০—

ঐ—৪৫ পদ—গুর্জ্জরী

পুরুবহি শচীসুত, ভাবহি উনমত
পেখলু কত শত বেরি।
এবে দিন দিন পুনঃ, নব নব শত গুণ
বাঢ়ল অব হাম হেরি।
সজনি! কোই না পায়ই ওর।
হোর দেখ শ্যাম, কহই পুনঃ তেখেনে
ভূতলে পড়লহিঁ ভোর ॥ ধ্রু ॥
মধুর ভকতকুল, কান্দি বেয়াকুল
যব হরি বোলল কানে।
তবহিঁ পুলক কুল, তনু মাহা উয়ল
থিত ভেল সকল পরাণে ॥
ঐছন ভাব, রতন পরিপূরল
কাহুক কঁহি নাহি দেখি।
কাঠ পুতলি জনু, কুহক নাচায়ত
ঐছে রাধামোহন লেখি। ৩৩ ॥

—০—

ঐ—৪৬ পদ—রাগ

যছু মুখ লাবণী, কত কুল কামিনী
হেরইতে মানে আগোর।
সো অব বরজ, রমণী শিরোমণি
নব নব ভাবে বিভোর ॥

অপরূব গোরা অবতার।
ঐছন প্রেমধন, বিতরয়ে জগজন
তারল সকল সংসার। ধ্রু।
গদগদ কহত, মোহে যদি নিকরুণ
নাগর করুণাক সীম।
অখিল রসামৃত, সকল সুখাকর
বিদগধ গুণহি গরীম।
এত কহিঁ তৈখনে, করল প্রিয়ক হেরি
দর্শনী দশা পরকাশ।
কান্দি ভকত সব, উঠ হরি বোলত
কহ রাধামোহন দাদ ॥ ৩৪।

—০—

ঐ—৭৩ পদ ললিত

দেখ দেখ! গৌরপ্রেম রস ধাম।
পদ নখে জিতল, কতহুঁ শশীকুল
লাখ লাখ সংযুত কাম ॥ ধ্রু ॥
চকিত বিলোকনে, সব দিশ চাহই
ঝাঁপই চম্পক অঙ্গ।
আপাদ মস্তক, পুলকহিঁ পূরিত
নিরুপম ভাব তরঙ্গ।
খেনে মৃদু হাসি, কহই সো পিরীতি
যৈছন হেম দশবান।
শ্যাম নাগর মোর, প্রাণ মনোহর
কহইতে ঝরই নয়ান ॥
ভাবহি বিবশ, কহই বরজ রস
অভিনব তৈছে পরকাশ।

পরমানন্দ সার, মহাভাব অবতার
ভন রাধামোহন দাস ॥ ৩৫ ॥

—০—

ঐ—৮৬ পদ—মঙ্গল

দেখ সখি! গৌর পরম অনুপম।
শৈশব তারুণ, লখই না পারিয়ে,
তবহুঁ জিতল কোটি কাম ধ্রু॥
সুরধুনী তীর, সবহি সখা মেলি
বিহরই কৌতুক রঙ্গী।
কবহুঁ চঞ্চল গতি, কবহুঁ ধীর মতি
নিন্দিত গজমতি ভঙ্গী।
থির নয়ন খেনে, ভোরি নেহারই
খেনে পুনঃ কুটিল কটাখ।
কবহুঁ ধৈরজ ধরি, রহই মৌন করি
কবহুঁ কহই লাখে লাখ।
রাধামোহন দাস, কহই সতি শুনহ
ইহ নহ বয়স বিলাস।
যছু লাগি কলিযুগে, প্রকট শচীসুত
সোই ভাব পরকাশ॥ ৩৬॥

—০—

ঐ—১৬৫ পদ—মল্লার

সুরধুনীতীর, তরুণতর তরুতল
তলপিত মালতী মালে।
বৈঠি বিনোদ বর, বাসিত কুঙ্কুমে
তিলক বনায়ত ভালে॥

হরি হরি ! না বুঝিয়ে গৌরাঙ্গ বিলাস।

গোকুল নায়ক, বিহরই নবদ্বীপে

তরুণী ভাব পরকাশ ॥ ধ্রু ॥

চমৎকৃত চারু, চন্দ্রযুত চন্দন

চিত্রই চিত্রিত অঙ্গে।

নিজবর ভাব, বিভাবিত অন্তর

ঐছে ভকতগণ সঙ্গে ॥

রাধা রজনী, রজনীকর রমনক

বাতুল পদ নথ ফান্দে।

রাধামোহন, দুষ্ট দ্বিরেফ চিত

দমন দাস করি বান্ধে ॥ ৩৭ ॥

—০—

ঐ—১৭৫ পদ কেদার

দেখ দেখ ! পূর্ণতম অবতার।

যছু গুণগানে, গবাশনগণ সঙ্গে

গরবহি পায়ল পার ॥ ধ্রু ॥

গোপীগণ প্রাণ— বল্লভ যোজন

সো শচীনন্দন হোই।

গোপীগণ গুন, গানে গৌর পুনঃ

হোই রজনী বনি রোই ॥

চৌদিশে চাঁদ, চাঁদনী চাহি চমকিত

চিতে অতি পাই তরাস।

কাঁপি কহয়ে কাহে, কানু নাহি মিলল

কি ফল বল বিলাস।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি, করতহি কীর্ত্তন

কান্তক কামন মর্ম্ম।

ভন রাধামোহন, ভাবে ভোর পহুঁ
ভন যুগ পাবন ধর্ম্ম। ৩৮।

—০—

ঐ ১৯২ পদ—ভৈরব

পশ্য শচীসুত মনুপম রূপং।
খণ্ডিতামৃত রস নিরুপম কূপং॥ ধ্রু॥
কৃষ্ণরাগ কৃত মানস তাপং।
লীলা প্রকটিত রুদ্র প্রতাপং॥
প্রকলিত পুরুষোত্তম সুবিষাদং।
কমলাকর কমলাঞ্চিত পাদং॥
রোহিত বদন তিরোহিত ভাবং।
রাধামোহন কৃত চরণাশং॥ ৩৯॥

—০—

ঐ—২০৯ পদ—বিভাস

মান বিরহ ভাবে পহুঁ ভেল ভোর।
ও রাঙ্গা নয়নে বহে তপতহি লোর।
আরে মোর আরে মোর গৌরাঙ্গ চান্দ।
অখিল জীবের মন লোচন ফান্দ।
প্রেমজলে ডুবু ডুবু লোচন তারা
প্রলাপ সন্তাপ ভাব আদি ভোরা।
হাসিয়া কহয়ে পুনঃ ধিক মোর বুদ্ধি।
অভিমানে উপেখলু কানু গুণনিধি।
যে হৈল মনের দুঃখ কি বলিক কায়।
মঝু মন জীবন কৈছে জুড়ায়।
এইরূপে উদ্ধারিলা সব নরনারী।
এ রাধামোহন কহে কিছু নহিল হামারি॥ ৪০

ঐ ১৫৪ পদ কামোদ

দেখ ! গৌরচন্দ্র বর রঙ্গী ।
কামিনী কাম, মনহি মন সঞ্চরু
তৈছন ললিত বিভঙ্গী । ধ্রু ॥
স্মিত যুত বয়ন, কমল অতি সুন্দর
শোভা বরণি না হোয় ।
কত কত চাঁদ, মলিন ভেল রূপ হেরি
কোটি মদন পুন রোয় ॥
চামরী চামর, লাজে সুকুঞ্চিত
কুঞ্চিত কেশক বন্ধ ।
পন্থহি পন্থ, চলত অতি মন্থর
মদগজ গমনক ছন্দ ॥
আন উপদেশে, বোলত করি চাতুরী
মধুর মধুর পরিহাস ।
নিজ অভিযোগ, করত পূরব মত
ভন রাধামোহন দাস ৪১ ॥

—০—

ঐ—৩৪৩ পদ সারঙ্গ

লাখবান হেম, চম্পক জিনি গোরাতনু
লাবণী অবনী উজোর ।
চন্দন চরচিত, মালতী মণ্ডিত
হেরইতে আঁখি ভেল ভোর ॥
মাঝ দিনহিঁ আজু গৌর কিশোর ।
বসনহিঁ ঝাঁপি, নিজ আপদ মস্তক
যাওত সুরধুনী ওর ॥ ধ্রু ॥

বাম নয়ন ঘন, চাহত দশদিশ
বাম পদ আগু সঞ্চার।
বাম ভুজহি কাঁহে, বসন আগোরই
গজপতি চলু অনিবার ॥
গদ গদ শবদে, করত হরি কীর্ত্তন
অনুমানি মুখশশী ছান্দে।
রাধামোহন দাস, না বুঝয়ে ও রস
নিজ দোষ ভাবিয়া কান্দে। ৪২ ॥

— ০ —

ঐ ৪৪ পদ—রাগ

ভাবহিঁ গদ গদ, কহত শচীসুত
কো ইহ আনন্দ ধাম।
নীল উৎপল দল, নিন্দি কলেবর
অপরূপ মোহন শ্যাম।
সজনি! অদভুত প্রেম উনমাদ।
ঐছন নবভাব, দেখি ভকত কত
ভাবহি করত বিষাদ। ধ্রু ॥
ক্ষণে ক্ষণে রোয়ত, ক্ষণে ক্ষণে হাসত
বিপুল পুলক ভরি অঙ্গ।
নয়নক নীর, ঢরকত ঝর ঝর
যৈছন গঙ্গা তরঙ্গ ॥
অনিমিখ নয়নহি, নিরখই দশদিশ
ছোড়ত দীরঘ নিশ্বাস।
যাচে রাধামোহন, সো পদ অনুক্ষণ
হোয় জনুবর অভিলায ॥ ৪৩ ॥

— ০ —

ঐ—৬৭১ পদ—মল্লার

কাঁচা কাঞ্চন, কাঁতি কলেবর
চাহনি কুটিল সুধীর।
অতি সূক্ষ্ম বসনহি, আবৃত সব তনু
যাওত সুরধুনী তীর।
সজনি! গৌরাঙ্গ নখই না পার।
চাঁদ কিরণ সঞে, মিলন গৌরমূর্তি
গজগতি চলু অনিবার॥ ধ্রু॥
নারীক যৈছন, বাম চরণ আগু
ঐছনে করত সঞ্চার।
কৈছন ভাব কি, রীতি তছু অন্তর
কছু নাহি বুঝিয়ে পার।
চকিত বিলোচনে, চাহই দশদিশ
অলখিত দ্বিজ মুখ হাস।
সো পঙ্ক চরণ, শরণ কিয়ে পায়ব
ইহ রাধামোহন দাস। ৪৪।

—০—

ঐ—৬৭২ পদ—বরাড়ী

আনন্দ সার-শকতি, সং-চিংঘন
সো পুনঃ মিলন স্বরূপ।
মরকত কাঞ্চন, ঝাঁপল নিজগুণে
ঐছন যাকর রূপ॥
দেখ দেখ! গৌর রস অবতার।
উভয় সুখময় হৃদয় উদয় ভেল,
তৈছন করু ব্যবহার। ধ্রু॥

শ্রমজল কন ভর পুলক ভর,
সঞ্চরু সকল শরীর।
কাঁপই থরহরি স্তম্ভ প্রণয় ভরি,
নয়নহি আনন্দ নীর ॥
ঐছন কেলি কতিহুঁ নাহি হেরিয়ে,
অতত্র সো অবতার সার।
ভন রাধামোহন তাক চরণ পুন,
ভজনে সো পাইয়ে সার ৪৫ ॥

— ০ —

ঐ —৬৭৩ পদ — বিহাগড়া

দেখ দেখ! গৌর নওল কিশোর।
স্বাধীন ভর্ত্তৃকা, সুরবর নায়িকা
ভাবে বুঝি ভেল ভোর। ধ্রু ॥
কহত গদ গদ, শুনহ বিদগধ
প্রাণবল্লভ মোর।
কেশ বেশ কর, সিঁথে সিন্দুর
ভালে তিলক উজোর ॥
ক্ষীণ পয়োধরে, নখর বিদরে
পূরহ মৃগমদ সার।
কর্ণে কুণ্ডল, কোমল কুবলয়
গলহি মোতিম হার ॥
এতহুঁ কহি পুনঃ, কাঁপয়ে ঘন ঘন
নয়নে আনন্দ লোর।
এ দাস রাধা- মোহন চিতহি
কিছু না পাওল ওর ॥ ৪৬ ॥

— ০ —

ঐ - ৬৭৪ পদ বরাড়ী

নিরুপম সুন্দর, গৌর কলেবর
মুখজিত শারদ চান্দ।
কুন্দ করগবীজ, নিন্দি সুশোভিত
অতিশয় দন্ত সুছাদ।
বুঝলু কাম পুনঃ সাধে।
অমিয়াক সার, ছানি নিরমায়ল
বিহি সিরজন ভেল বাধে।
অকলঙ্ক চান্দ, ভালে বিধুন্তুদ
ধাওই পরশক লাগি।
নিকটহি যাই, দেখি তুহু মাধুরী
তছু কর ভয়ে পুন ভাগি॥
প্রতিযোগী আদি, নাম দোষ শতগুণ
ভেল হি যাক ধেয়ানে।
সোই চরণ গুণ, কলিযুগ পাবন
করু রাধামোহন গানে॥ ৪৭॥

—০—

ঐ—৭২৩ পদ ভৈরব

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম সার।
অপরূপ রুলপ বিরিখ অবতার॥
অনাচিতে বিতরই দুলভ প্রেমফল।
বঞ্চিত নাহি ভেল পামক সকল॥
চিন্তামণি নণহ সেই ফলের সমান।
আচণ্ডাল আদি করি তাহা কৈলা দান॥
হেন প্রভু না সেবিলে কোন কাজ নয়।
রাধামোহন কহে ভজিলে সে হয়॥ ৪৮॥

—০—

ঐ ৭২৭ পদ—বিভাষ

দয়া কর মোরে প্রভু নবদ্বীপ চন্দ।
প্রেমসিন্ধু অবতার আনন্দ কন্দ॥
অবতরি নিজ প্রেম করি আস্বাদন।
সেই প্রেম দিয়া প্রভু তারিলে ভুবন॥
পতিত দুর্গত জনে বিলাইলে আহা
পাত্রাপাত্র বিচার পাই মুঞি শুনি তাহা॥
এইত ভরসায় পাপী করে নিবেদন।
এ রাধামোহন মাগে তোমার চরণ। ৪৯।

—০—

ঐ—৭২৮ পদ—বরাড়ী

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দয়াসিন্ধু।
পতিত উদ্ধার হেতু জয় দীনবন্ধু॥
জয় প্রেম ভক্তি দাতা দয়া কর মোরে।
দন্তে তৃণ ধরি ডাকে এ দীন পামরে।
পূর্ব্বে সাক্ষাতে যত পাতকী তারিলে।
সে বিচিত্র নহে যাতে অবতার কৈলে॥
মো হেন পাপীষ্ঠে এবে করহ উদ্ধার।
আশ্চর্য্য দয়ালু গুণ ঘুষুক সংসার॥
বিচার করিলে মুঞি নহে দয়ার পাত্র।
আপনার স্বভাব রূপে করহ কৃতার্থ॥
বিশেষ প্রতিজ্ঞা শুনি এই কলিযুগে।
এই ভরসায় রাধামোহন পাপী মাগে॥ ৫০

—০—

ঐ—৭৩০ পদ—বরাড়ী

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য সর্ব্বাশ্রয়।
জয় শ্রীস্বরূপ দামোদর প্রেমময়॥

জয় শ্রীল সনাতন কৃপালু হৃদয়।
জয় শ্রীল রূপ রস-সম্পদ নিলয়॥
জয় শ্রীগোপাল ভট্ট করুণাসাগর।
জয় শ্রীল রঘুনাথ কৃপা পূর্ণান্তর॥
শ্রীজীব গোসাঞি জয় দয়া কর মোরে।
দন্তে তৃণ ধরি কহে এ হীন পামরে॥
প্রতিজ্ঞা আছয়ে এই ঘোর কলিকালে।
উদ্ধার করিবে মহাপাতকি সকলে॥
বিচার করহ যদি মোর অপরাধ।
এ রাধামোহনের তবে বড় পরমাদ। ৫১॥

—০—

ঐ—৭৩২ পদ ধানসী

রাধাকৃষ্ণ প্রেমরসময় কলেবর।
শ্রীল আচার্য্য প্রভু দয়ার সাগর॥
জয়ে প্রভু দয়াময় দয়া কর মোরে।
কাতর হইয়া ডাকি পাই বড় ডরে॥
মোর মন অনিবার সেবিয়া বিষয়।
যত পাপে ডুবাইল কহিল না হয়॥
তোমার সম্বন্ধ মোতে এই ত বিচারে!
কৃপা করি কর প্রভু আমার উদ্ধারে॥
জয় জয় দীনবন্ধু পতিত পাবন।
জয় জয় প্রেমদাতা দেহ প্রেমধন। ৫২॥
এই নিবেদন করোঁ চরণে তোমার।
এ রাধামোহনের এবার করহ উদ্ধার॥

—০—

ঐ—৭৩৩ পদ ধানসী

রাধাকৃষ্ণ প্রেমরস প্রচার হৃদয়।
জয় শ্রীআচার্য্য প্রভু জয় দয়াময়॥
জয় শ্রীগোবিন্দ গতি অগতির গতি।
শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদ জয় কৃপাপূর্ণ মতি॥
জয় শ্রীজগদানন্দ প্রেম কলেবর।
পতিত পাবন জয় দয়ালু অন্তর॥
নিরঙ্কুশ কৃপানিধি অধম তারণ।
সভে মেলি কর দয়া দেহ স্বচরণ॥
অপরাধ পাপ যত তার নাহি ওর।
বিচার করহ তবে গতি নাহি মোর॥
সম্বন্ধ আছয়ে মাত্র এইত বিচারে।
এ রাধামোহনে কয় করহ উদ্ধারে। ৫৩।

—০—

ঐ -৭৩৪ পদ বরাড়ী

শ্রীজগদানন্দ দয়া কর মোরে।
বড় কাতর হইয়া ডাকে এ দীন পামরে। ধ্রু॥
আনন্দে মগন তুমি করিলা জগজনে।
মো বড় দুঃখিত হঙ এ তিন ভুবনে॥
দয়ার সাগর তুমি আমি পাপমতি।
চাহিয়া দেখিলুঁ নাথ আর নাহি গতি।
প্রেমজলে তুমি সব ভাসাইলা দেশ।
এ রাধামোহনে বলে কর কৃপালেশ। ৫৪॥

—০—

ঐ—৭৩৫ পদ গুর্জ্জরী

প্রাণনাথ কৃপা করি শুন দুঃখ মোর।
আপন অনন্তগুণে, হেন মহাপাপীজনে
দয়া কৈলা যার নাহি ওর ॥ ধ্রু ॥
প্রেমসেবা প্রাপ্ত পায়, উপদেশ দিলা তায়
মুঞি তার না ছুঁইলু গন্ধ।
আপন করম দোষে, সে কিছু বিষয় বিষে
মোর দেখি পুন ভববন্ধ ॥
যত পাপ সঞ্চয়, যত অপরাধ হয়
তাহার নিলয় রূপ আমি।
মোর মনদুষ্ট যত, তাহা বা কহিত কত
কিবা নাহি জান প্রভু তুমি।
সেই সব ভাবিতে, মুখ নাহি ক্ষমাইতে
কত বা ক্ষমিবা নিজগুণে।
নিরঙ্কুশ কৃপাময়, অনায়াসে সব হয়
ফুকারয়ে এ রাধামোহনে ॥ ৫৫ ॥

—০—

ঐ—৭৩৬ পদ ধানসী

তোমার করুণা বিনে, মো পাপীর নাহি ত্রাণে
সত্য সত্য এই নিবেদনে।
মোর মন দুরাচার, নিমেষ তিলার্দ্ধ কাল
স্থির নহে স্মরণ ভজনে ॥
প্রাণনাথ কৃপা করি শুন মোর কাজে।
বুঝাইলু যত যত, না লয়ে পামরচিত
সদাই বিষয় বিষে মজে। ধ্রু ॥

—০—

অনায়াসে তরি যাতে, উপদেশ দিল তাতে
তাহা মুঞি না শুনিলুঁ কানে।
তোমার সম্বন্ধ মোতে, এই খ্যাত ত্রিজগতে
বিচারিয়া কর পরিত্রাণে ॥
বৃন্দাবনে বাস দিয়া, নামে রুচি জন্মাইয়া
মোর মন রাখ স্বচরণে।
এ রাধামোহনে কয়, সবে মোর তান হয়
অসম্ভব কৃপা লোকে জানে ॥ ৫৬ ॥

—০—

ঐ—৭৩৭ পদ— যথারাগ
প্রাণনাথ মোরে তুমি কৃপাদৃষ্টি কর।
মুঞি পাপী দুরাচার, মোরে কর অঙ্গীকার
এ ভব সাগর হইতে তোর ॥ ধ্রু ॥
মধ্যে মাধ্য বাঞ্ছা হয়, সেহো মোর স্থায়ী নয়
মনোযোগ এ রাঙ্গা চরণে।
সেহো বুদ্ধি মোর নয়, বিচারিলে এই হয়
আকর্ষয়ে তোমার নিজগুণে ॥
তুমি করুণার সিন্ধু, এ দীন জনের বন্ধু
উদ্ধারিয়া দেহ পদসেবা।
এই অধমের ত্রাতা, তোমা বিনু প্রেমদাতা
ভুবনে আছয়ে অন্য কেবা ॥
মোর কর্ম্ম না বিচারি, পূর্ব্ববৎ দয়া করি
মোরে দেহ এই প্রেমসেবা।
এ রাধামোহন কয়, মোর পরিত্রাণ হয়
আর গুণ নাহি গায় কেবা ॥ ৫৭ ॥

—০—

ঐ—৭৩৯ পদ ধানসী

সকল বৈষ্ণব গোসাঞি দয়া মোরে।
দন্তে তৃণ ধরি কহে এ দীন পামরে। ধ্রু।
শ্রীগুরু চরণ আর শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।
পাদপদ্ম পাওয়াইয়া কর মোরে ধন্য॥
তোমা সভার করুণা বিনা ইহা প্রাপ্তি নয়।
বিশেষে অযোগ্য মুই কহিল নিশ্চয়।
বাঞ্ছা কল্পতরু হও করুণা সাগর।
এইত ভরসা মুঞি ধরিয়ে অন্তর॥
গুণলেশ নাহি মোর অপরাধের সীমা।
আমা উদ্ধারিয়া লোকে দেখাও মহিমা॥
নাম সংকীর্ত্তনে রুচি আর প্রেমধন।
এ রাধামোহনে দেহ হৈয়া সকরুণ। ৫৮।

—০—

ঐ—৭৪০ পদ বরাড়ী

শ্রীগুরু বৈষ্ণব, তোমার চরণ
শরণ না কৈলু আমি।
বিষম বিষয়. বিষ ভাল মানি
খাইছোঁ হইয়া কামী॥ ধ্রু॥
সেই বিষ মোরে, জারিয়া সারিবে
বড়ই বিপাক হইল।
জনমে জনমে, এমত কতই
আত্মঘাতী পাপ কৈল।
সেই অপরাধে, এ ভব সাগরে
বান্ধিল এ মায়াজালে।
তোমা না ভজিয়া, আপনা খাইয়া
আপনি ডুবিলু হেলে॥

আর কত কাল, এ দুঃখ ভুঞ্জিব
ভোগ দেহ নাহি যায়।
সহিতে নারিয়া, কাতর হইয়া
নিবেদয়ে তুয়া পায়॥
ও রাঙা চরণ, পরশ কেবল
বিচারিয়া এই দায়।
উদ্ধার করিয়া, লেহ দীনবন্ধু
আপন চরণ নায়॥
আপন সেবন, অমৃত ভোজন
করাইয়া মোরে রাখ।
এ রাধামোহন, খতে বিকাইল
দাস গননে লেখ। ৫৭॥

—০—

ঐ—৫৫৩ পদ—বেলোয়ার
অপরূপ গৌর কিশোর।
ভাবহি কত কত, কহতঁহি অদভুত
কো তছু পাওই ওর॥ ধ্রু॥
খেনে খেনে বোলত, আজু সফল দিন
হোয়ল সফল পরাণ।
ঐছন প্রতিদিন, অব বুঝি হোয়ব
সুঘটন বিহি নিরমান॥
কহইতে ঐছন, মুদল দুনয়ন
বেকত আনন্দ বিকায়।
অশ্রু ঘাম বহু, কণ্ঠ ঘর ঘর
পুলক যো কদম্ব আকার।
কো ইহ চরিত, বুঝই নাহি পারিয়ে
হেরইতে কেবল আনন্দ॥

হোয়ত বিপরীত, তাহা না কহিব
শুনি রাধামোহন ধন্দ। ৬০॥

—০—

ঐ—৫৫২ পদ—তোড়ী

কিবা কলু নবদ্বীপ চান্দ।
শুনইতে সব মন বান্ধ॥ ধ্রু॥
আনহ নীল নিচোর।
সব অঙ্গ ঝাঁপই মোর॥
চিরদিনে মিলব তায়।
এত কহি কোন দিশ যায়॥
সোই ভাবে অবতার।
রাধামোহন পহুঁ সার। ৬১॥

—০—

ঐ—৫৫৪ পদ—কেদার

সজনি! অদভুত গৌরাঙ্গ বিলাস।
প্রেম রচিত কিয়ে, হোয়ল তাকর
কিবা সেই না বুঝল ভাষ॥
খেনে অছু বচন, কহই আনন্দময়
আনন্দ করই আচার।
খেনে পুন বিরহ, ভাবে সোই কান্দই
ঐছন করু ব্যবহার॥
তৈখনে লাজে, রহত পুন নতমুখ
আনন্দ সহ মৃদু হাস।
ঐছন আজু হাম, দেখলু পরতেক
কো ইহ ভাব পরকাশ॥

রাধামোহন ভন, সোনব পরশন
না ভেল হৃদয় হামার।
ও রস পরশন, যৈছে মঝু হোয়ত
ঐছন করহ সঞ্চার ॥ ৬২।

—০—

ঐ—১৩০ পদ—তোড়ী

আজু এক অপরূপ গৌরাঙ্গের ভাব।
শুনিয়া বুঝই এই করি অনুভাব। ধ্রু ॥
সোনার বরণ তনু অতি মনোহর।
লাবণ্যের সীমা তাঁর প্রথম কৈশোর।
কৃষ্ণগুণ কেহ যদি কহে তাঁর পাশে।
লাজে অবনত মুখ করে উপহাসে ॥
পুনরপি কহে ভাবে তোমরা যাই ভজ।
আমার উচিত নহে এহ বড় লাজ ॥
এতেক কহিতে গোরা ছল ছল আঁখি।
ভাবের বিকার হেন মন দেয় সাখী ॥
যাচে রাধামোহন রাঙ্গা চরণে তাঁহার।
প্রেম লব কণিকা এই জগতের সার ॥ ৬৩ ॥

—০

পঃ কঃ তঃ—৪/৬/১৪ পদ

কানু যাঁহা কেলি, করলহি কৌতুক
সো পুনঃ কুঞ্জ নেহারি।
ভাবে ভরল মন, নবমী দশা পুনঃ
হোয়ল ও সুকুমারী॥
সখি! অনুভবি মরমক শেল।
তেখনে কান্দি, সখীগণ ঘেরল
কোই পুন হৃদি পর সেল॥
তৈখনে কৈছনে, চলিত কণ্ঠ হেরি
নিলিমীক শেজহিঁ রাখি।
যমুনাক তীর, নীর হরনে চলু
তঁহি দেখি এক বর পাখী॥
মাথুর দূত করি, প্রেমহি মানল
নিবেদই সব দুখ ভাখি।
অদভূত বচন, রচন উহ যৈছন
রাধামোহন পহুঁ সাখী॥ ৬॥

০—

ঐ—৪১২ পদ—গুর্জ্জরী

সজনি! অদভূত প্রেমক রীত।
তিরযক জঙ্গম, ইহ নাহি জানত
কহতহি কত বিপরীত॥
তুহুঁ অতি নিরমল, অন্তর কোমল
পরমহংস দয়াশীল।
হাম সব দুখিনী, তাহে অবলাগনি
পিয়াক বিরহ হৃদি কীল॥
সো হরি গোপীগণ, বিসরি রহল পুনঃ
মথুরা নগরহি ভোর।

এ সহ আধিঃ পয়োধি বর তো বিনু
কো জন আর করু ওর ॥
যো কছু বচন, হৃদয়ে অবধারণ
করি অব করহ পয়াণ।
রাধামোহন পহুঁ, আগে যাই তুহু
পুনঃ করু তৈছন গান ॥ ৬৫ ॥

—০—

ঐ—৪১৩ পদ—সুহই

কি ফল পরিচয় কথন অনেক।
জানবি কত যব হব পরতেক ॥
মো দরশনে হোয় পরম আনন্দ।
সো অবধারবি যদুকুল চন্দ ॥
শুন তবু কহি নিরুপম রূপ।
জগজন লোচন অমিয়া স্বরূপ ॥ ধ্রু ॥
লাবণি লহরী-লভিত সব অঙ্গ।
ভ্রু ধনু নটন মদন ধনু ভঙ্গ ॥
দাড়িম দশন হসন সুধাকেলি।
বদনক তুল নহ চান্দ শতকেলি ॥
কত মরকত জিতি বাহু সুদণ্ড।
গোপী পটন হরণ হঠ চণ্ড ॥
পরিসর উরকিয়ে মরকত ঠাট।
বিধি নিরমিল যনু কাম কপাট ॥
ততহি লোল বনমাল বিটঙ্ক।
হেরইতে সতীগণ মদন আতঙ্ক ॥
নাভি সরোবর সরোজ নিধান।
রমনীক নয়ন সফরী জনু জান ॥

উরু যুগ রাম কদলী অনুমান।
কিয়ে রমনী মন করিনী আলান ॥
পাদ পাত্থম কত পদুমণি বাস।
নারীমন মধুকরী করতহিঁ আশ ॥
ততহি বিরাজিতে দশ নখ চান্দ।
যুবতীক যৈছন মন শশ ফান্দ ॥
তাকর কি কহব অবলা বাখান।
রাধামোহন পহুঁ রূপ নিধান ॥ ৬৬ ॥

—০—

ঐ—৪২৩ পদ—সুহই

পিয়া যত কয়ল সোহাগ।
সো মঝু হৃদি মাহ জাগ ॥
সখি সো যদি নিকরুণ ভেল।
মানিয়ে জীবন শেল ॥
কহ পুনঃ কি করব কাজ।
খেনে একু জীবইতে লাজ ॥
কৈছনে প্রাণ বাহিরায়।
দুঃখী রাধামোহন গায় ॥ ৬৭ ॥

—০—

ঐ—৪২৬ পদ—শ্রীরাগ

শুন মাধব কি কহব রাইক তাপ।
কত বেরি মুরছই, কত বেরি বিলপই
কতবিধ করত প্রলাপ ॥ ধ্রু ॥
ক্ষণে অছু কহই, দেখ ইহ শ্যামর
মথুরা নাগর দূত।

উঠি বেগে বান্ধহ, মুকুতা লতিকা পাশে
নাহি যায় করিয়া আকৃত
ঐছন কত বিধ, কত তুয়া অনুভব
প্রেমহি কত উনমাদ।
হেরইতে ঐছন, কান্দয়ে সখীগণ
কত শত করত বিপদ॥
এসব বিপতি, সময় ব্রজ নন্দন
যাই সকল কর দূর।
রাধামোহন পহুঁ, দীন দয়াল তুহুঁ
সকল মনোরথ পূর॥ ৬৮॥

—০—

ঐ—৪২৮ পদ—ধানসী

এত সব রাইক কহলুঁ বিলাপ।
আর কত আছই মানস তাপ॥
জগতহি কো অছু সো করু গান।
রসিক শিরোমণি সব তুহুঁ জান।
ঝটিতি চলহ তুহু মধুপুর ছোড়ি।
পরতেক দেখবি যৈছন গোরী॥
সখীগণ মরমে মরত সোই দুঃখে।
কহবি এতেক সব মাধব সমুখে॥
এত কহি আওল প্রিয় সখী ঠাম।
উচ করি বোলত প্রাণনাথ নাম॥
তৈখনে পাওল রাই পরাণ।
করু রাধামোহন পহুঁ গুণগান॥ ৬৯॥

—০—

ঐ—৪৩৪ পদ—সুহই

যো ধনি স্বপনে, নাহ মুখ হেরয়ে
সো পুনবতী ব্রজ মাঝ।
ধনি ধনি তাক, সফল করু জীবন
দেহ গেহ তছু কাজ॥
সজনি! নিন্দ বৈরি মঝু ভেল।
যো দিন অবধি, ছোড়ল ব্রজনন্দন
তাকর সঙ্গহি গেল॥ ধ্রু॥
শয়নক সাধ, বাদ করু যো বিধি
সো বিপরীত মতি মন্দ।
সহজে অভাগিনী, মোহে পুন বঞ্চই
দরশন ও মুখ চন্দ॥
কৈছনে ঐছন, দরশন পাইয়ে
সুন্দর বিদগধ শ্যাম।
রাধামোহন পহুঁ, কঠিন উজাগর
তিল একু নহত বিরাম॥ ৭০॥

—০—

ঐ—৪৪৬ পদ—তিরোথা ধানসী

গগনে গরজে ঘন ফুকরে ময়ব।
একলি মন্দিরে হাম পিয়া মধুপুর।
শুন সখী হামার বেদন।
বড় দুঃখ দিল মোরে দারুণ মদন॥
হামারি দুঃখ সখি কো পাতি আওয়ে।
মিলন রতন কিয়ে পুনঃ বিঘটাওয়ে॥
হরি গেও মধুপুরী হাম একাকিনী।
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরি দিবস রজনী॥

নিদ নাহি আওয়ে সময় নাহি ভাওয়ে।
বরিখ অধিক ভেল নিশি না পোহাওয়ে॥ ৭১

—০—

ঐ—৪৬৮ পদ—সুহই

জয় যদুনন্দন যদুকুল তীর।
জয় যামুন জল জলদ শরীর॥
জলজ নয়ন জগমোহন শ্যাম।
জয় জগজীবন-কারণ ধাম॥
জলধর বরণ হরণ যুবরাজ।
জয় যৌচতজন মনহিঁ বিরাজ॥
জগজন শরন করুণ কমলেশ।
যো কিছু কহ রাধামোহন বিশেষ॥ ৭২॥

—০—

ঐ—৪৭২ পদ—সুহই

মাধব তোঁহে যব আনল অকুর।
রাই তব চিন্তানদী মাহা ব্‌র॥
কো জানে কত কত করিল বিলাপ।
কো অনুভব করু মরমক তাপ॥
ঘন ঘন ঘূরত ঘন ঘন রোই।
চিত পুলতী সম তব ভেল সোই॥
কো নাহি কহইতে সো দুখ পার।
রাধামোহন কহুঁ সো বড় ছার॥ ৭৩॥

—০—

ঐ—৪৭৩ পদ—সুহই

যদবধি যতুপুর তুহুঁ যাই ভোর।
যুবতি যামিনী কত জাগই জোর॥
যতুপতি যদি ইথে জানহ আন।
যাই যতন করি জান পরমান॥ ধ্রু॥
যব কোই জন সঞে জলজ বিছায়।
যতনহি যদি তঁহি যবহি শুতায়॥
জরি জরি জারত সরমহি তায়।
যাউ রাধামোহন মরি যাহে গায়॥ ৭৪॥

—০—

ঐ—৪৮২ পদ—সুহই

হরি হরি কি কহব বিপতি বিশেষ।
হেরইতে পরিজন তনু ভেল শেষ॥ ধ্রু॥
হরিণী নয়নী যছু নব নব রঙ্গ।
হতবিধি করল মলিন তছু অঙ্গ॥
হিম ঋতু হিম হত যনু অরবিন্দ।
হেমবরণ মুখ ভেল তুছ বন্ধ।
হেন নাহি অঙ্গ মলিন ভিন কোই।
হীন রাধামোহন দাস কহ সোই॥ ৭৫॥

—০—

ঐ—৪৮৩ পদ—ধানসী

শুন শুন সুন্দর শ্যাম।
রাইক প্রেম পরিনাম। ধ্রু॥
তুহারি দরশ লাগি সোই।
সখী আগে পুনঃ পুনঃ রোই॥

কহই দেখাও প্রাণনাথ।
অবহুঁ মিলাও মঝু সাঁথ॥
তোহারি অবশ নহ শ্যাম।
সাধহ হামারি মনকাম॥
ঐছন শুনইতে বাত।
পরিজন হৃদি শেল হৃদি ঘাত॥
কহইতে আওলুঁ হাম।
রাধামোহন পহুঁ ঠাম॥ ৭৬॥

—০—

ঐ—৩৯৩ পদ—গুর্জ্জরী

বুঝলমু কানুক, আগমন সঙ্কেত
পাশ ভই বান্ধল পরাণ।
দুখ দিতে ঐছন, বিহি বড় দারুণ
কিয়ে করু ইহ নিরমান॥
সজনি! হের দেখ দারুণ বিষাদ।
আপন মরণ পুনঃ, তুহু পায়ে মাগিয়ে
হেরইতে রাই উনমাদ॥ ধ্রু॥
খেনে উচ রোয়ই, খেনে পুনঃ ধাবই
ক্ষণে পুন খল খল হাস।
চিত পুতলী সম, ক্ষণে পুন হোয়ই
প্রলপই দীঘল শোয়াস॥
এ বড় বানল, লাখ অধিক ভেল
কত সঙ্গ হই সুকুমারী।
অতুল প্রেম রীতি, ঐছন পরতীতি
রাধামোহন বলিহারী॥ ৭৭॥

ঐ—৫১২ পদ—সুহই

যব রহু অচেতন বিরহ বিভোর।
সো দুখ কো জন কহি করু ওর॥
তুয়া নাম শুনি যব চেতন পাই।
যো কছু বিলপয়ে নিজ দুঃখ রাই॥
যদুপতি সো অব কর অবধান।
যাহা শুনি বিদরয়ে দারু পাষাণ॥ ধ্রু॥
সো গুণনিধি মোহে যত করু প্রেম।
নিরুপম যৈছন লাখবান হেম॥
সো যদি বিছুরল বিদগধ রাজ।
ক্ষেণ রহু জীবন হই বড় লাজ॥
কি করব অব হাম কহত উপায়।
রাধামোহন কহ বড় ভেল দায়॥ ৭৮॥

—•—

ঐ—৫১৩ পদ—ধানসী

শতবর পুট পাক তাপক সার।
পিয়াক বিরহ আগে কিবা সোই ছার॥
কোটি কালকূট বর ক্ষোভক যোই।
পিয়াক বিরহ আগে তৃণ নহ সোই॥
বজর পাত শত সহইতে পারি।
পিয়াক বিরহ হাম সহই না পারি॥
হৃদয়ে মগন শেল সেহ সহি যায়।
পিয়াক বিরহ তভু সহনে না যায়॥
বড়ই বিসূচী হৈতে হই বলবান।
মরম ভেদই মোর না সহে পরাণ॥

ঐছন কত কহ বিরহ বেয়াধি।
রাধামোহন পহুঁ শুন ইহ আধি ॥ ৭৯ ॥

—০—

ঐ—৫১৪ পদ—সুহই

রাইক উদবেগ শুন শুন কান।
যাহা শুনি দরবত দারু পাষাণ। ধ্রু।
সখী আগে কহু মধু মনজরি যায়।
হা হা কি করব মুঞি বড় ভেল দায় ॥
বিরহ পয়োধি মাঝে রহিলুঁ পড়িয়া।
পারাবার নাহি প্রাণ না যায় ছাড়িয়া ॥
কহত উপায় যাহে থেনেক জুড়ায়।
রাধামোহন পহুঁ তুহুঁ যে উপায় ॥ ৮০ ॥

—০—

ঐ—৫১৫ পদ—মল্লার

আর পুনঃ শুনহ রাইক বাত।
শুনইতে যাক মরম জরিয়াত ॥
সখি! আর কিয়ে হেরব সো মুখচন্দ।
পুন কিয়ে হেরব হসিত লব মন্দ ॥ ধ্রু॥
পুন কিয়ে শুনব সো বেণু গান।
পুন কিয়ে হেরব ভ্রু ধনু কামান ॥
পাশরিতে নারি আমি নবঘনশ্যাম।
কে মোরে মিলায়ে দিবে ইন্দীবর দাম ॥
কৈছনে বঞ্চিব ইহ দিন রাতি।
কি করব সো বিনু ফাটয়ে ছাতি ॥
ঐছন কহত যব হোয়ত জ্ঞান।
রাধামোহন পহুঁ করহ পয়ান ॥ ৮১ ॥

—০—

ঐ ৫৩০ পদ—গান্ধার

তুয়া কোরে শশীমুখী, ঘুমে মুকুলিত আঁখি
সেবন করব কব হাম।
কিসলয় কলাপক, ব্যজনহি বীজব
ঘুচায়ব তুঙ্ক কর ঘাম॥

মাধব! কব অছু হইব সুদিন।
সেই বিরিন্দাবনে, কুঞ্জকুটীর ঠামে
ঐছে করব প্রতিদিন॥
মাধবী পরিমল, চিকুরক সৌরভ
সহজহি যছু উপমান।
কুসুমক মিলনহি, তারক পরিমল
পাই মঝু জুড়াব পরাণ॥
আর কিয়ে রাইক, সঙ্গে পুনঃ হেরব
পূরব চিরদিন সাধ।
রাধামোহন পহুঁ, করুণা সাগর তুহুঁ
ঐছন কর পরসাদ। ৮২।

—০—

ঐ—৫৩৭ পদ—গান্ধার

জয় জয় সুন্দর শ্যাম!
জলধর রুচির, রুচিরানন শোহন
মোহন শতকোটি কাম। ধ্রু॥
পূর্ণমিক চান্দ, কান্দ মুখমণ্ডল
কুণ্ডল শ্রবণ বিলাস।
ব্রজজন ভাব, বিভাবিত অন্তর
মন্থর মন্থর হাস॥

কেলি কলাগুরু, অন্তরে অন্তরু
গতি অতি বারণ বার ।
রাধারমন, রমনীগণ মোহন
যো জন প্রেম বিথার ॥
রাধা রাঘস, রসিকবর শেখর
শেখর জন মন জান ।
রাধা মোহন, মোহন বন্ধুক
নিন্দক পদতল মান ॥ ৮৩ ॥

—০—

ঐ—৫৮৪ পদ—ধানসী

রাধামাধব চিরদিন মেলি ।
তুহুঁ ভেল অচেতন কি করব কেলি ॥
দরশনে পুলকিত তুহুঁ তনু কাঁপ ।
পুনঃ পুনঃ লোরে নয়ন যুগ ঝাঁপ ॥
কহইতে গদ গদ রোধয়ে বাণী ।
ঘামে ভিগল তনু খেনে অছু মানি ॥
পহিল সমাগম ঐছন ভেলি ।
রাধামোহন পহুঁ তুহুঁ রসকেলি ॥ ৮৪ ॥

—০—

ঐ—৫৪৬ পদ—গুর্জ্জরী

দিনকর কিরণ, রহিত ঘন কুঞ্জহি
মিলল যুগল কিশোর ।
তুহুঁ কর কিরণহি, গেও সব আঁধিয়ার
জনু কোটি রবিক উজোর ॥

সজনি ! দেখ রাধামাধব কেলি ।
অনিমিখ নয়ন, চষক ভরিপিয়ত
তুহুঁ রূপ সুধাসম মেলি ॥ ধ্রু ॥
পরশহি তুহুঁ তনু, নুনিক পুতলী যনু
মিলনক বেরি নহ ভেদ ।
ঐছন মিলত, কত সুখ পায়ত
না রহ লব উন খেদ ॥
চিরদিন মিলন, করত কত নিধবন
আনন্দ সায়রে বূর ।
রাধামোহন পহুঁ, অহর্নিশি ব্রজে রহুঁ
সকল মনোরথ পূর ॥ ৮৫ ॥

—০—

ঐ—৫৪৭ পদ—গান্ধার

চিরদিন মিলন, হোয়ল যব নিধুবনে
নিধুবন কত কত ভাঁতি ।
তৈছন সখীগণ, করল গুণ কীর্ত্তন
তুহুঁ কর প্রেমে উনমতি ।
হরি হরি ! কি কহব অদভূত প্রীত ।
তুহুঁ কর প্রেম, অতুল হেম সম
তুহুঁ জানয়ে তুহুঁ রীত ॥ ধ্রু ॥
ঐছন কেলি, করল তুহুঁ বহু খন
তুহুঁ মানস পরিপূর ।
সখীগণ তৈছন, পূরল মনোরথ
তবহি চলল ব্রজপুর ॥

যবহি চলল ব্রজ, তবহি বেয়াকুল
হোয়ল সকল পরাণ।
তছু গুণগানে, পুনঃ আনন্দ বাঢ়ল
রাধামোহন অনুমান ॥ ৮৬ ॥

—০—

ঐ—৫৫৬ পদ—কামোদ

কালিন্দী সলিল. কান্তি কলেবর
কৃত কুসুমাবলী বেশ।
কান্তি করম্বিত, করবীর কুট্মল
কলিত সুকুঞ্চিত কেশ ॥
জয় জয় কৃষ্ণ কৃষ্ণ নব কাম।
কামিনী কাম, কলা গুরু কৌশল
কারণ কারণ শ্যাম ॥ ধ্রু ॥
কর্ণ করম্বিত, কুণ্ডল কিশলয়
কনক কটক বরধারী।
কুসুমিত কানন, কেলি কল্পতরু
কালিন্দী কুঞ্জবিহারী।
কুন্দন কেয়ুর, করহিঁ করহিঁ ধর
কিঙ্কিনী কটি তটধারী।
কৃপণ কৃপানিধি, কাম পূরণ কর
রাধামোহন বলিহারি ॥ ৮৭ ॥

—০—

ঐ—৫৫৮ পদ—গুর্জ্জরী

কালিন্দী কানন, কুঞ্জ কুটীরহি
নিবসই তুয়া লাগি কাম।
কত বেরি কুসুম, তলপ করু সাজন
কেলিক বর মন মান॥
কামিনী! কি কহব তুহারি সোহাগ।
কেবল কানু, করই পথ নিরীক্ষণ
কারণ তুয়া অনুরাগ॥ ধ্রু॥
কুসুমক কিঙ্কিনী, কঙ্কন কেয়ুর
কুন্তল কণ্ঠক হার।
কানড় কুন্দ, কারবিক কোরক
নিরমিল কত পরকার॥
কেলি অবসানে, করব করি মানস
সুন্দর বেশক লাগি।
কাম কলাগুরু, কৌশল কাজক
করবহি যামিনী জাগি॥
কেলি কল্পতরু, কোমল সঞ্চরু
কোকিল কোকিলা গান।
কমলক গন্ধ, গন্ধবহ সঞ্চরু
অরু কত কেকিকতান॥
করহ গমন অব, কছু নাহি আপদ
কহলহু কৃষ্ণ নিদেশ।
করু রাধামোহন, চরণে নিবেদন
কছু না রহব অবশেষ॥ ৮৮॥

—০—

ঐ—৫৫৯ পদ—বেনাবরী

কানুক সংবাদ, পাই বর রঙ্গিনী
বিছুরল সাজ-বিসাজ।
বসন ভূষণ বত, করি অছু বিপরীত
চললহিঁ কুঞ্জক মাঝ॥
সজনি! আরতি বরণি না যাতি।
চিরদিন মিলন, আজু পুনঃ হোয়ব
অতত্র সে মদন ভরাতি। ধ্রু।
পদ একু চলই, খলই পুন প্রেমভরে
লোরহি ঝাঁপন দিঠ।
কতদূরে প্রাণ, বল্লভ হাম হেরব,
কহতহি গদ গদ মিঠ।
ঐছন ভাঁতি, মিলল বর কামিনী
সঙ্কেত কুঞ্জক ওর।
রাধামোহন পহুঁ, হেরইতে দুহু দুহু
আনন্দে ভেগেল ভোর॥ ৮৯।

—০—

ঐ—৫৬৫ পদ—ভূপালী

যব রাই বিছুরল নাগর সঙ্গ।
তবহি বাঢ়ল অছু বিরহ তরঙ্গ।
হের দেখ শ্যাম সুনাগর রায়।
কতবিধ করি পুন চেতায়ল তায়॥ ধ্রু।
শশীমুখী লাজহি অবনত মুখ।
নাগর চুম্বই করি কত সুখ॥
পুনঃ তছু হোয়ল আনন্দ কেলি।
রাধামোহন পহুঁ দুহুবার মেলি॥ ৯০।

—০—

ঐ—৫৭৪ পদ ভৈরবী

জয় জয় নব নাগর বর,
নিন্দি ইন্দীবরক কাঁতি ।
কোটি মদন বাদন বদন,
দাড়িমি দ্যুতি দমন রদন,
ঈষত হাস দুখ তরাস,
অমৃত অমৃত কথন ভাঁতি ॥ ধ্রু ॥
চামর চমক চূড় ভাঁতি,
অলক উপমা অলিক পাঁতি,
বর কপোল মকর লোল,
কাম নৃত্য নিন্দই ।
গরুড় চঞ্চু নাসা মঞ্জু,
চঞ্চল লোচন পুতুম ভজ,
ভূরু নরতন অতনু ভীষণ,
কম্বু কণ্ঠ বন্দই ॥
করভ-শুণ্ড কৃত বিখণ্ড,
কত মরকত বাহু দণ্ড,
শয়ন মস্‌হন স্নস্‌হন লগন,
বিনি উর অতি বিশাল ।
মাজ অঙ্গ জিতল সিংহ,
কুম্ভ রম্ভা নিতম্ব জঙ্ঘ,
ভকত মানস মধুপ মদন,
চরণ পঙ্কজ অতি রসাল ॥
নখর মুকুর—শশধর ওর,
পদতল থল কমল নিন্দি,
প্যারি পরম পিরিতি বিবশ,
তদাত উদিত রতি তরঙ্গ ।

রাধামোহন ধ্যান রূপ,
রজনী শেষ রস নিরূপ,
যাক গোপীচরণ শরণ,
সোই হেরত ওহি রঙ্গ ॥ ৯১ ॥

—০—

ঐ—৫৬৯ পদ—বিভাস

অপরূপ নিধুবনে, অপরূপ নি-ধুবণ
বাঢ়ল সুমণি তরঙ্গ ।
যৈছন দ্বৈরথ, সমরহি সম শূর
তৈছন নাহি ভয়ে ভঙ্গ ॥

জয় জয় রাধা মাধব কেলি ।
বিপরীত চপল, চরিত চরণ মাহা
হোয়ত ভাবহি মেলি ॥ ধ্রু ॥
নয়নে নয়ন হান, ভুজ যুগ বন্ধন
অধরহি শোষণ বান ।
স্তম্ভ স্তম্ভন পুন, প্রলয় সু মোহন
বিভগণ স্বর মুরছান ॥
পুন অধরামৃত, দুহুক পরাক্রম
মুখহি ভেল শিতকার ।
ভন রাধামোহন, অনুদিন ঐছন
সমর হোয়ত অনুবার ॥ ৯২ ॥

—০—

ঐ—৫৭১ পদ—ললিত

অলসে শুতল বর যুগল কিশোর ।
হেরইতে তনু মন শীতল মোর ॥

এ সখি আগুসরি নিরখহ রূপ।
রূপ মূরতি ধর কিয়ে রসকূপ ॥
দুহুঁ তনু মিলল কছু নাহি ভেদ।
বুঝলু লব তুল না রহ খেদ ॥
শয়নক কৌশল বরণি না যায়।
রাধামোহন তছু বলিহারি যায় ॥ ৯৩ ॥

—০—

ঐ—৫৮৩ পদ—ললিত

কতহুঁ যতনে দুহু, নিজ নিজ মন্দিরে
বিমনহি করত পয়াণ।
দুহুক নয়ন গল, প্রেম বিচ্ছেদ জল
দারুণ দৈব বিহান ॥
দেখ রাধা মাধব প্রেম।
ঐছন ঘটন, কতিহু নাহি হেরিয়ে
যৈছন লাখবাণ হেম ॥ ধ্রু ॥
পদ আধ চলত, খলত পুন ফিরত
কাতর নেহারই মুখ।
একই পরাণ, দেহ পুনঃ ভিন ভিন
অতত্র সো মানিয়ে দুখ ॥
তিল এক বিরহ, কল্প করি মানই
গাওই ওপর সঙ্গ।
ভন রাধামোহন, ঐছন গান গুণ
যাতে নহ সো রস ভঙ্গ ॥ ৯৪ ॥

—০—

ঐ—৫৮৪ পদ—বিভাগ

নিজ নিজ মন্দিরে করল পয়াণ।
শয়ন কয়ল পুন কোই না জান॥

অকপট প্রেমক বন্ধ।
দুরজন সকল নয়ন করু অন্ধ॥ ধ্রু॥
প্রাতর উচিত করণ করু রাই।
তেজল বিপরীত বসন অঙ্গ লাই॥
সুগন্ধি তৈল লাগাই করি স্নান।
যশোমতী গেহবর কয়াল পয়াণ॥
রন্ধন করি পুনঃ ভোজন করাই।
সহচরী সঙ্গে তঁহি অবশেষ পাই॥
গোঠ বিজয়ী দরশনে ধনি গেল।
রাধামোহন সঙ্গে করি নেল॥ ৯৫॥

—০—

ঐ—৫৮৫ পদ—বিভাষ

প্রাতহিঁ জাগি, যশোমতী পেখত
ব্রজকুল নন্দন মুখ।
আনন্দ নীর, নিমিখ ঘব নিন্দই
কহতঁহি বিহিক মুরুখ॥

কো কহু অপরূপ লেহ।
পুনঃ পুনঃ চুম্বনে, তনু পুলকায়িত
স্তনক্ষীরে ভিগল দেহ॥ ধ্রু॥
লহু লহু জাগাই, পেখ নীলাম্বর
নখ খত ঝামর দেহ।

কহ কাঁহে দেখি, বলাম্বর পহিরণ
আর তাহে কন্টক রেহ।
দোহনসি নান, করাই পুন ভোজন
শয়ন করাওত নিত।
রাধামোহন, গোঠ বিজয় জানি
সোই করত তদুচিত॥ ৯৬॥

—০—

ঐ—৫৮৮ পদ—মায়ুর

দেখ দেখ ব্রজেশ্বরী নেহ।
গোধন সঙ্গ, বিজয় কর নিজ সুতে
কি করব না পাওই থেহ॥ ধ্রু॥
মুখ ধরি চুম্বন, করতহি পুনঃ পুনঃ
নয়নে গলয়ে জলধার।
স্তন গত বসন, ভিগি পড়য়ে ঘন
ক্ষীরধারা অতি অনিবার॥
বিনিহিত নয়ন, বয়ন কমলপর
যৈছন চন্দ্র চকোর।
দিন অবসানে, কিয়ে পুন হেরল
অনুমানি হোত বিভোর॥
কো বিহি অদভূত, প্রেম ঘটাওল
তাহে পুনঃ ইহ পরমাদ।
ভন রাধামোহন, অনুদিন ঐছন
হোয়ত রস মরিথাদ॥ ৯৭॥

—০—

ঐ—৬৩৫ পদ—সিন্ধুড়া

বিক চেন্দীবর, কান্তি মনোহর
বরমুখ শারদ চাঁদ।

কৃত অবতংস, প্রশংস সু-মাধুরী
শিখণ্ডি শিখণ্ড সুছাঁদ ॥

ভজ মন পরমানন্দ
নিজ নিজ অভিমত, গো গোপা কৃত
অপরূপ নাম গোবিন্দ ॥ ধ্রু ।
শ্রীবৎসা ধর, বক্ষঃ কৌস্তুভ বর
পীতাম্বর পহিরাণ।
ত্রিভুবন সুন্দর, অদভূত বেণুরক
মনোহর সুললিত গান ॥
গোপী নয়নোৎপল, দল পরিপূজিত
বৃন্দাবন নব কাম।
ক্ষেভিত মানস, রাধা মোহন
পূরল অভিমত কাম ॥ ৯৮ ॥

—০—

ঐ—৬৩৭ পদ—মঙ্গল

কিয়ে কান্তি দৈবত, তারুণ্য রসামৃত
কি মাধুর্য্য স্বয়ং মূর্ত্তিমতী।
কিবা সে লাবণ্য সার, তনু কৈল অঙ্গীকার
সর্ব্বগুণ কিবা গুণবতী ॥
কিয়ে হের অদভূত রূপ।
মধুর মধুব প্রীতি, কিবা হৈল উপনীত
কিবা এই রসময় কূপ ॥
কি আনন্দ তরঙ্গিণী, কিবা সুধাস্বুর্ধনী
প্রকট হইলা সুখময়।

এ নেত্র চকোর চন্দ্র, নাসাভঙ্গ পদ্মবৃন্দ
জিহ্বা কোকিল আম্রচয়॥
ফলিল মোর ভাগ্যশাখী, তেঞি সে প্রত্যক্ষ দেখি
সর্ব্বেন্দ্রিয় প্রাণের দয়িতা।
এ রাধামোহন কহে, রাই আসি মিলয়ে
রূপসিন্ধু গঢ়ল বিধাতা॥ ৯৯॥

—০—

ঐ—৬৩৮ পদ—ধানসী

দরশনে নয়নে নয়নে বহে লোর।
আপাদ মস্তক তুহুঁ পুলক আগোর॥
সজনি! হের দেখ প্রেম তরঙ্গ।
কত কত ভাবে থকিত ভেল অঙ্গ॥ ধ্রু॥
তুহু কর দেহে ঘাম বহি যাত।
গদ গদ কাহুঁক না পিকসরে বাত॥
তুহুঁ কর কম্পন হেরি লাগয়ে ধন্দ।
রাধামোহন হেরি পরম আনন্দ॥ ১০০॥

—০—

ঐ—৬৪৭ পদ—ধানসী

রাইক ঐছে, দশা হেরি নায়র
কাতর ওই করু কোর।
বহুত যতনে পুনঃ, চেতন করাইয়া
মধুর বচন কহু থোর॥
সুন্দরি! কহ ইহ কো অনুবন্ধ।
নিরুপম প্রেম, অমিঞা রস মধুরী
অনুভবি লাগল ধন্দ॥ ধ্রু॥

হাম নিজ নয়ান, সমুখহি নিরন্তর
হেরইতে মানসি দূর।
কত পরলাপ, করসি তুহু দারুণ
বিরহ জলধি মাহা বূর॥
ঐছন শুনইতে, রাই সুনায়রী
বিহসি লাজে ভেল ভোর।
রাধামোহন পহুঁ, আনন্দে নিমগন
তবহি তাঁহে করু কোর॥ ১০১॥

—০—

ঐ—৬৪৮ পদ—শারঙ্গী

রতন মন্দির পীঠে, নাগর নাগরী
বৈঠল সখীক সমাজ।
নাগর ইঙ্গিত, কারণ বৃন্দাসখী
তুরিতহি বুঝল কাজ॥
যোই নিন্দয়ে সিধু, সুবাসিত বরমধু
তবহি আগে আনি দেলি॥
আপে ভোজন করি, সকলে ভুঞ্জায়ল
যতন করিয়া অরু কেলি॥
কো কহুঁ প্রেম তরঙ্গ।
সহজহি প্রেম, মধুর মধুরাধিক
তাহে পুনঃ মধুপান রঙ্গ॥
ঢুলি ঢুলি পড়ত, খলত অবলাগণ
ঘু ঘুমে ব-বঠি না পারি।
এত কহি নিজ নিজ, কুঞ্জক মন্দিরে
শয়ন করল বর নারি॥

রাধামাধবব, করগহি তলপহি
যাই করল পরবেশ।
রাধামোহন পহুঁ, বিথারল রতিরণ
কত কত ভাব বিশেষ ॥ ১০২ ॥

—০—

ঐ—৬৪৯ পদ—বরাড়ী

মকর কুণ্ডল বলে, নাচত অদভূত
মজু মঞ্জীন করু গান।
মনিত বাদন বর, তৌর্যাত্রিক সুন্দর
ধ্রুব আদি ঘোষত সুঠান ॥
অপরূপ প্রেমবিলাস।
রকত কমল নীল, উতপল বারত
নহি নহি গদগদ ভাষ ॥ ধ্রু ॥
কবহু কাকু বলে, চকিত নাচায়ত
কুণ্ডল করত বিশ্রাম।
রাইক ইঙ্গিতে, কুঞ্জ কুঞ্জ তব
হোয়ত তৈছন কাম।
নিজ মহাভাব, প্রকট করত যব
তবহি বিলখ সূত্রধার।
রাধামোহন, দাস কর দেখব
উহ সব প্রেম বিহার ॥ ১০৩ ॥

—০—

ঐ—৬৫১ পদ—শ্রীরাগ

রাধা সখী সঞে ও বর নাহ।
কৌতুকে কেলি কুণ্ড অবগাহ ॥

অপরূপ সুরচন করু জলকেলি।
সখীগণ সঙ্গে নাগরী একু মেলি ॥
দ্বৈবথ যুঝত যৈছন বীর।
তৈছন জলসেক দুহুঁক শরীর ॥
রাধামোহন পহুঁ কুঞ্জক চাহ।
অবসরে রাই করু জল অতিবাহ ॥ ১০৪ ॥

—০—

ঐ—৬৫৪ পদ—বরাড়ী

সজনী ! অপরূপ যুগলকিশোর।
গণ সঙ্গে কুণ্ডক, তীরহি পৌঁছত
নিরমল গতি উজোর ॥ ধ্রু ॥
সমুচিত বসন, নিজ নিজ পরিহণ
করি পুনঃ মন্দির গেলি।
ফল জল তাম্বুল, অরু কত উপহার
ভোজন শয়ন তব কেলি ॥
সেবা পরাগণ, আনন্দে নিমগন
ব্যজন করত কত ভাঁতি।
গন্ধ মাল্য দান, করি কৈল শ্রম দূর
কতবিধ গাত পদ জাতি ॥
সময় বুঝি পুনঃ, চেতন করাওল
বাহিরে রহল আগোর।
রাধামোহন পহুঁ, বেশ পুনঃ করইতে
রাইক পরশে বিভোর ॥ ১০৫ ॥

—০—

ঐ—৬৫৬ পদ—বরাড়ী

মনোহর বেশ, বনাওলি সখীগণ,
বৈঠল সব একু ঠাম।
পাশক কেলি, রচল পুনঃ তৈখন
পণ করু নিজ নিজ কাম ॥

সজনি! কানু কহ বড় বিপরীত।
যো ইথে হারব, দক্ষিণ গণ্ড নিজ
দেযব দংশন নীত।
পহিলহি কানু, জিত করু ঐছন
কামিনী তহি ভেল ভোর।
খেলন পুন কব, বলি রাই বিরচল
পাশক জোবহি জোর।
'বামগণ্ড দশ' করি, সুন্দরি ডারল
নিজ জিতি লিয়ে সোই দাস।
বলে ছলে বাম, গণ্ড পনঃ দংশই
হের দেখ বিদগধ কান ॥
রাই জিতি পনঃ, মুরলী হরল বলে
কানু কহে ইহ নহে রীত।
মঝু মুখ চুম্বন, কিয়ে ভুজ বন্ধন
করহ যোই ইহ নীত ॥
এত শুনি রাই, কহত শুন নাগর
যাইক যো মন মান।
রাধামোহন পহুঁ, হাসি কহত তুহুঁ
জানি পুন পিছে কর আন ॥ ১০৬ ॥

—০—

ঐ—৬৫৭ পদ—ধানসী

রাধামাধব, পাশক খেলত
করি কত বিবিধ বিধান।
দুহুঁক বচন রীতি, কেবল পিরীতি
দুহুবর রসক নিধান॥

সখি হে! আজু নাহি আনন্দ ওর।
দুহুঁ দুহুঁ রূপ, অনিমিখে পিবই
দুহুঁ কিয়ে চন্দ্র চকোর॥ ধ্রু॥
হাতহি হাত, লাগই যব খেলত
ভাবে অবশ তব দেহ।
আনন্দ সায়রে, নিমগণ দুহুঁ মন
ভুলল নিজ নিজ নেহ॥
ঐছন সময়ে, নিয়োজিত শুক কহে
জটিলা গমনক কাজ।
রাধামোহন পহুঁ, চতুর শিরোমণি
সাজল দ্বিজবর রাজ॥ ১০৭

—০—

ঐ—৬৬০ পদ—কামোদ

সুরথ আরাধি, চলল সুধামুখী
সখী সঞে গুরুজন সাথ।
কত ছলে ফিরি ফিরি, নিরখই সো মুখ
ভালহি দেওত হাত॥

সজনি! দরশনে না পূরল কাম।
যো মুখ দরশনে, নিমিখ ঘন নিন্দই
তাহে কি সহ ঘটা যাম॥ ধ্রু

ঝামর বয়ান, নয়ন করু ছল ছল
মন দুঃখে পায়ল গেহ।
স্নানবেশ বর, যো কিছু বনাওল
মনহি করল তছু দেহ॥
ক্ষীর সর লড্ডুক, শিখরিণী পানক
নিরমিল অশেষ বিশেষ॥
রাধামোহন পহুঁ, সবহু সখা মেলি
নিজপুর করত প্রবেশ॥ ১০৮॥

—০—

ঐ—৬৫০ পদ—সারঙ্গ

অপরূপ দিনহি, কুঞ্জমণি মণ্ডপে
শীতল পবন বহ মন্দ।
দ্বিজকুল নাদ, সুবাদন যৈছন
মনমথ যন্ত্রক ছন্দ॥
জয় রাধামাধব কেলি।
দুহুঁক প্রেম নব, কো করু অনুভব
যবহুঁ সুরত রসকেলি॥ ধ্রু॥
তঁহি শুনঃ অতিশয়, নাগর আগরি
অতয়ে সে নিমীলিত আঁখি।
আনন্দ সিন্ধু, নিবেসহিঁ মোহিত
দেয়ই প্রতি অঙ্গ সাখি॥
তঁহি অতি সুশীতল, আনন্দ নীর ঝর
পুলক ভরল সব অঙ্গ।
চিত পুতলী কিয়ে, কাঁপয়ে ঘন ঘন
অদ্ভুত পুন স্বরভঙ্গ॥
অনধিন দেহ, দণ্ড পরিশোভিত
মুকুতা সম স্বেদ বিন্দু॥

বিগলিত অঙ্গ, রাগমণি ভূষণ
কঞ্চুক আধনীবি বন্ধ।
যাকর পরিমলে, মাতল থাবর
তাহে কিয়ে জঙ্গম লেখি।
রাধামোহন পহুঁ চিতে নিতি জাগয়ে
জনু উহ পাথর রেখি। ১০৯ ॥

—০—

ঐ—৬৭৭ পদ—আশাবরী

অভিসার লাগি, বেশ বনাওত
সখীগণ আনন্দ পাই।
কোই চিরনি ধরি, চিবুক চিত্র করি
সিন্দুর তিলক বনাই।

দেখ দেখ ভুবন মনোহর রাই।
ওমুখ ছান্দ, চাঁদ মলিন তনু
থির হই নিরখই তাই। ধ্রু ॥
কোই কছু আভরণ, অঙ্গে চরায়ত
চতুঃসম গাত লাগাত
সকলক শ্যাম সুখক লিয়ে অন্তর
অনুভবি বরণি না যাত ॥
যাবক রাগ, চরণে যুগে রঞ্জন
নায়ক রঞ্জনকারী।
ভন রাধামোহন, তুলহ সো সেবন
ভাগি কি ঘটব হামারি। ১১০।

—০—

ঐ—৬৬৬ পদ—গৌরী নটরাগ

আগতি বেরি বর, নাগর মুখ হেরি
অনিমিখ হোই নয়ান।
তৃষিত চকোর কিয়ে, শশিকর পাওত
ঐছে রূপ করু পান॥

সজনি! রাইক কো কহু প্রেম।
ঐছন ভুবনে, কতিহু না হেরিয়ে
নিরুপম ধাতুহিঁ হেম॥ ধ্রু॥
পুন সখী হাত, পাঠাওল মৌক্তিক
মনোহর লাড্ডুক ক্ষীর।
শিখরিণী আদি, যো কিছু বনাওল
সুগন্ধ সুশীতল নীর॥
কব সখি আওব, ইহ পুন অন্তর
পাওব তাকর শেষ।
ভন রাধামোহন, চিতে এই অনুমান
পিছে বনাওব কেশ॥ ১১১॥

—০—

ঐ—৬৬৭ পদ—গৌরী

সাঁঝক বেরি, মিলল ব্রজনন্দন
নন্দ যশোমতী আগে।
যৈছন লালন, করল দুহুঁ মেলি
অরু যত প্রেম সোহাগে॥

কো পুন কহ উহ কত।
লাখ লাখ বয়ন, হোয়ত যব মঝু
তব সোই বরণি না যাত॥

কত কত চুম্বন, তনু অনুলেপন
কত সুশীতল জলে স্নান।
কতবিধ ভোজন, করাই গন্ধ দান
অনিমিখ ঝরয়ে নয়ান॥
তিল একু গুণিগণ, গান শুনাঞি অছু
করাওল যতনে শয়ান।
রাধামোহন পহুঁ, নিতি নিতি ঐছন
হোয়ত প্রেম সিনান॥ ১১২॥

—০—

ঐ—৬৬৮ পদ—কামোদ

সহচরী ভুরিতঁহি, আনি যোগাওল
কাহ্নুক যো কিছু শেষ।
সো অধরামৃত, পাই আনন্দ কত
অরু শুনি তাক সন্দেশ॥
সজনি! কো কহু আনন্দ ওর।
শুনইতে হরখি, তরখিত অন্তর
রাই নয়নে করু লোর॥ ধ্রু॥
রজনী মুখহি আজু, অভিসার হোয়ব
এত শুনি সঙ্কেত বিশেষ।
ব্যাপল সকল, শরীর পুলক কুল
রজনী উচিত করু বেশ॥
সখীগণ সমুচিত, বেশ বনাওত
ভাবে ভরল সব অঙ্গ।
ভন রাধামোহন, নিতি নিতি ঐছন
ইহ বর অভিসার রঙ্গ॥ ১১৩॥

—০—

ঐ—৬৮৪ পদ—মায়ুর

সমবয় বেশ, ভূষণ ভূষিত তনু
সখীগণ সঙ্গহি মেলি
গজগতি নিন্দি, গমন সু মন্থর
কিয়ে জিত খঞ্জন কেলি।

দেখ রাই! করল অভিসার
শিরিষ কুসুম জিনি, কোমল পদতল
বিপথে পড়ত অনিবার।
যো থল কমল, পরশে সু কোমল
ঝামর ভই উপচঙ্ক।
সো অব যাঁহা তাহা, কঠিন ধরণী মাহা
ডারত বড়ই নিশঙ্ক।
ঐছন ভাঁতি, মিলল কুঞ্জ মাহা
দূতীক যাঁহা উপদেশ।
ভন রাধামোহন, তঁহি যো আচরণ
হাম কিয়ে পায়ব উদ্দেশ। ১১৪॥

—০—

ঐ—৬৮৫ পদ—ধানসী

নূপুর কলরব, শুনইতে চমকিত
কুঞ্জক হোই বাহার।
চলইতে খলই, বলই সব আভরণ
অম্বর নহক সম্ভার।

সজনি! অদভূত কানুক লেহ।
আগুসরি আদর, ভাবহিঁ বাদর
কি করব না পায়ই থেহ। ধ্রু॥

করগহি সঙ্কেত, পুন পরবেশই
করু নীরাজন নিজ হাত।
শীকর যুত সর — সিজদলে বীজই
মলয়জ লেপই গাত ॥
রাই পুন দরশ, পরশ রসে নিমগন
লাজহিঁ অবনত মুখ!
হেরি রাধামোহন, সোই সুশোভন
মেটব পূরবক দুঃখ ॥ ১১৫ ॥

—০—

ঐ—৬৯০ পদ—কেদার

রাই কানু মেলি, প্রহেলী আলাপন
রাগ তাল-যুত গান।
বহুবিধ সু-নটন, রসলাস্য অরু
করি কত বিবিধ বিধান।

দেখ দেখ অদ্ভুত সখীগণ ভাব।
দুহুক উলাসহি, উলসিত অন্তর
মানই কত কত লাভ। ধ্রু ॥
দুহুকর মানস, রতিগত হোয়ল
অনুমানি পরম আনন্দ।
যৈছন উহ রস, হোয় সমাপন
ঐছন করু পরবন্ধ ॥
রতি সুখ শেজ, আদি সমাপন
অনছলে কয়ল পয়ান।
অদভূত বৈদগধি, অদভূত গুণগণ
করু রাধামোহন গান ॥ ১১৬ ॥

—০—

ঐ—৬৯৩ পদ ভূপালী

তুহুঁ রস ভোর হেরি পাঁচবান।
কেলি কলা লিয়ে করত সন্ধান॥
দেখ পুনঃ চেতন তুহু অবলম্ব।
পুনহি অচেতন যব পুন চুম্ব॥ ধ্রু।
বিপুল পুলক ধর স্বেদ সঞ্চার।
চির থির নয়নে নীর অনিবার॥
কাঁপই থরহরি গদ গদ ভাষ।
তুহুঁ দোঁহা পরশনে কতহু উলাস॥
আন আন সঙ্গ রসে ভরু অঙ্গ।
কো করু অনুভব প্রেম তরঙ্গ॥
নিতি নিতি ঐছন করত বিলাস।
কব হেরব রাধামোহন দাস॥ ১১৭॥

—০—

ঐ—৭০৫ পদ—ভূপালী

রতি রস শ্রম যুত, নাগর নাগরী
মুখ ভরি তাম্বুল যোগায়।
মলয়জ কুঙ্কুম, মৃগমদ কর্পূর
মিলি তঁহি গাত লাগায়॥
অপরূপ প্রিয়সখী প্রেম।
নিজ প্রাণ কোটি, দেই নিরমঞ্ছই
নহ তুল লাখবান হেম॥
মনোরম মাল্য. তুহুঁগলে অর্পই
বীজই শীত মৃদু বাত।
সুগন্ধ সুশীতল, করু জল অর্পণ
যৈছে হোয়ত তুহু সাঁত॥

তুহুক চরণ পুনঃ, মৃদু সম্বাহন
করি শ্রম কয়লহি দূর।
ইঙ্গিতে শয়ান, কয়ল কণ্ঠিগণ
সকল মনোরথ পূর।
কুসুম শেযে তুহুঁ, নিদ্রিত হেরই
সেবন পরাগণ সুখ।
রাধামোহন, দাস কিয়ে হেরব
মেটব ভব ভয় দুঃখ॥ ১১৮॥

—•—

ঐ · ৬৯১ পদ—বরাড়ী

আন ছলে গমন, কয়ল যব সখীগণ
নিরজন কুঞ্জ কুটীর।
বৃন্দাবনহি, ষড় ঋতু শোভন
ঋতুপতি উচিত সমীর।
কোকিল ভ্রমর, মধুর আলাপই
মদন রাজ ধরু বান।
নিজ নিজ অভিমত, সেবন করত কত
তৈছন ধরু সভে মান॥
অপরূপ তুহুক বিলাস।
থাবর জঙ্গম, সবতঁহি বঙ্কিম
নিজ সুখ অধিক উলাস॥ ধ্রু॥
সুখময় শেষহি, বৈঠি প্রেমমধু
পান কয়ল রতি লাগি।
নাগরী নয়ন, কোণে পুন হেরইতে
চেতন কছু পুনঃ ভাগি॥

নাগর কোরে, তবহি আগোরল
অবশ ভেল দুহুঁ অঙ্গ।
নিকুঞ্জ জাল পথ, হেরই উনমত
সখীকুল উৎসব রঙ্গ॥
ঐছন নিতি নিতি বিলাস অদভূত
হোয়ল গোকুল ধাম।
আন ধাম ভুলহ, প্রেমরস পূরউ
রাধামোহন মন কাম। ১১৭॥

—০—

ঐ—৭০১ পদ—ললিত

আনন্দ নীরে, যতনে বারি হরি
অলক তিলক নিরমাই।
ঈষদ বলোকনে, রাই সু-কল্পিত
কোরে যাঁতি পুনতাঞি॥
মৃগমদ চিত্র, করত কর পঙ্কজে
ঘামহি ধোয়ল ওই।
ভাবে অবশ দুহুঁ, বেশ না হোয়ল
মনহি করত তব কোই॥

হরি হরি! সোই করব কিয়ে লেহ।
নাগরী নাগর, সেবন পরা সখি
যাক সোঁপল হাম দেহ॥ ধ্রু॥
যাকর বচনহি, দুহুঁক সু-সেবন
ঘটতহিঁ ইহ বড় ভাগি।
হৃদয় জানি মুঝে, সেবনে নিয়োজব
ভাব-শয়ন সঞে জাগি॥

তুহুকর বেশ, ভূষণ করি হিমজল
তাম্বুল দেই যোগাই।
মলয়জ কর্পূর, শীত অনুলেপন
পুন পুন গাত লাগাই।
শীকর লগন, নলিনী দলে বীজয়ে
মৃদু সম্বাহন করি পাদ।
দাস রাধামোহন, চিতে করু অনুমান
তব পূরয়ে মনসাধ॥ ১২০॥

—০—

ঐ—৭১৪ পদ—গুর্জ্জরী

প্রাণনাথ কবে মোর হইবে সুদিনে।
রাধাকৃষ্ণ রাত্রি কালে, নানা ক্রীড়া কুতূহলে
করি শ্রমে করিব শয়নে। ধ্রু॥
সুবাসিত জলে রাঙ্গা, চরণ ধোয়াইব
পুনঃ খাওয়াইব আর জল।
তাম্বুল কর্পূর যুত, যোগাইব অভিমত
সম্বাহব ও পদ কমল॥
সুগন্ধি চন্দন অঙ্গে, লেপন করিব রঙ্গে
বীজন করিব নানা ভাঁতি।
দুইজন নিদ্রা যাব, পরম আনন্দ পাব
পুন জাগরণ হব নিতি॥
মোর সেই অভিলাষ, পূরাইলে পূরে আশ
কৃপা করি কর অবধান।
তোমার করুণা বিনে, প্রাপ্তি নহে এই ধনে
এ রাধামোহন যাচে দান॥ ১২১॥

—০—

ঐ—৭১৭ পদ—গুর্জ্জরী

কবে প্রভুর অনুগ্রহ হব।
বিষয় বাসনা পাশ, কবে মোর হবে নাশ
কবে আমি বৃন্দাবন যাব ॥ ধ্রু ॥
এ সংসার দুঃখফল, সে আনন্দ মহাবল
জানিয়া যাইব সেই স্থানে।
সর্ব দুঃখ পলাইবে, গড়াগড়ি দিব যবে
বাসস্থলী যমুনা পুলিনে ॥
কৃষ্ণমূর্ত্তি গোবর্দ্ধন, মহাভাগে দরশন
মোর কিয়ে হবে হেন কর্ম্ম।
কৃষ্ণের রাধিকা যৈছে, শ্রীকুণ্ড তা হরিতেছে
কায় মনে কবে হবে মর্ম্ম।
কুণ্ডযুগে স্নান করি, সেইখানে যদি মরি
তবে বুঝি মোর হয়ে গতি।
তুমি প্রভু দয়াময়, এ রাধামোহনে কয়
সিদ্ধ কর এই ত কাকুতি ॥ ১২২ ॥

—•—

ঐ—৭২০ পদ—

ভজ মন সতত হই নিরবন্ধ।
রাধাকৃষ্ণ পরম সুখ দায়ক
রসময় পরমানন্দ ॥ ধ্রু ॥
চঞ্চল বিষয় বিষ, সুখ মানি খাওসি
না জানসি ইহ অতি মন্দ।
পরকালে বিকট, মরণ দুঃখ দেওব
বুঝহ অবহি করু অন্ধ ॥

মোহে দুখ ভাগি, করণ নহে সমুচিত
তোঁ হাম জনমক বন্ধু।
নিজ দুঃখ জানি, অবহি শয়ন করু
এ তুহুঁ করুণাসিন্ধু॥
ও পদ পঙ্কজ, প্রেমসুধা পিবি
দূর কর নিজ সুখকন্দ।
এ রাধামোহন কহ, তেজহ মিছই মোহ
যৈছে নহত নিজ বন্ধ॥ ১২৩॥

—০—

ঐ—৬ পদ—কেদার

বিনোদিনী বিনোদ নাগর।
প্রেমে নাচে আনন্দে বিভোর॥
বাজত কত কত তান।
কত রস করতহি গান॥
গগনে মগন ভেল চন্দ।
ফিরয়ে দীপ ধর ছন্দ॥
অপরূপ দুহুঁক বিলাস।
কহ রাধামোহন দাস॥ ১২৪॥

—০—

পঃ কঃ তঃ—১/২/৪২ পদ—মল্লার

রাইক রাগ কহলি বহু মোয়।
কৈছন ঐছন সাহস হোয়॥
পর নারী গ্রহণ দহন সম তাপ।
ধরম করম জ্ঞানী কো করু পাপ॥

তাহে যদি সঙ্গি সব দেখে নব দোখ।
জাগর দূরে রহু সপনহি রোখ॥
শুনি সখি! কানু বচন অনুবন্ধ।
কহ রাধামোহন লাগল ধন্ধ॥ ১১৫॥

—০—

ঐ—৪/২৮/২৬০ পদ—পঠমঞ্জরী

রতি অবসানে, বৈঠি বর নাগরী
উদসল আপক দেহ।
হেরইতে অবনত, বদন কয়ল পুনঃ
কি করব না পায়ই থেহ॥
প্রেম রাই রূপ ধারী।
ইঙ্গিতে নিজবেশ, করণে নিয়োজল
রতি সুখে কুঞ্জবিহারী॥ ধ্রু॥
ঈষদবলোকনে মাধব হেরইতে
নয়নহি আনন্দ নীর।
জনুবর বিধুমণি, বিধুকর দরশনে
তৈছন সকল শরীর॥
অলক সঙারিতে, পহিলহি কাঁপই
বর করে পরশিতে কান্ত।
কহ রাধামোহন, বেশ কৈছে হোয়ব
চূড় চরণ পরিযন্ত॥ ১৩৮॥

—০—

ঐ—২/১০/২ পদ—

মধু ঋতু যামিনী উজাগরি,
নাগরী নাগর মিলনক আশে।

সো সব আনত আনমত হোয়ল,
ভৈগেল তবহিঁ নৈরাশে।
অপরূপ প্রেমক রীত।
নিজ মন্দিরে ধনি গমন কয়ল পুনঃ,
নাহ পন্থে উপনীত॥
হেরল নাহ বদন যব সুবদনী,
নাগর চমকিত ভেল।
ধনি কহে শুন বর নাগর শেখর,
আজু রজনী কাঁহা গেল॥
সুন্দর সিন্দুর বিন্দু ভালোপর,
কিয়ে ভেল অপরূব শোভা।
অধর সুরঙ্গ রঙ্গ অব হেরিয়ে,
তুছপর মৃগমদ আভা।
উড়ে যাবক হেরি দুঃখিত হৃদয়ে মরি,
কৈল রমনী অছু কৈল।
রাধামোহন দাস কিয়ে বোলব,
পিরীতি দ্বন্দ অব ভেল॥ ১২৬।

—০—

ঐ—২/১৩/১৮ পদ—শ্রীরাগ

অনুনয় করি হরি, পাণি পসারই
রাইক চরণক আগে।
নিজ মুখে আপনক, কহই দোষ শত
মানই করম অভাগে॥
দেখ রাধামাধব প্রীত।
দুহুঁ কর নিজ নিজ, গুণহি বাঢ়ায়ত
দুহুজন নিজ নিজ রীত॥ ধ্রু॥

সুমুখী কহয়ে কাহে, মোহে বিড়ম্বসি
হাম তুয়া মুগধিনী নারী।
তুঁহু সে রসিকবর, বিদগধ নাগর
নাগরী জন মনোহারী॥
কহইতে এতহুঁ, নয়ন লোরে ঝাঁপল
কানু করল ধনি কোর।
ভাঙ্গল মান, হেরি রাধামোহন
আনন্দে পুনঃ ভেল ভোর॥ ১২৭॥

—০—

ঐ—৩/১/৪ পদ

অতি অনুরাগ, ভরল মন উৎসুক
টুটল ধৈরজ লাজ।
তনু অনুলেপন, সঙ্গক পরিজন
তেজল যত কিছু সাজ।
দেখ রাই চলত অতি মন্দ।
নিজ অভিযোগ, করত কতি নিশ্চয়
বুঝিয়া কাজক বন্ধ॥
মুখজিত শরদ, সুধাকর তনুরুচি
কবলিত কাঞ্চন দণ্ড।
নয়ন তিখন শর, ফুলশর মনোহর
ভাঙ মদন ধনু-খণ্ড।
ঐছন ভাতি, ভাবিনী ভালে ভেটন
মনমথ-মনমথ পাশে।
অনুভব লাগি, গুপতলি সখী চলু
কহ রাধামোহন দাসে॥ ১২৮॥

—০—

ঐ ৪ । ২৬ । ২৬ পদ—সিন্ধুড়া

ফুল্লেন্দীবর — কান্তি মনোহর,
সুখবর শারদ চাঁদ।
কৃত অবতংস, প্রশংস সুমাধুরী
শিখণ্ডি শিখণ্ড সুছান্দ॥

ভজ মন পরমানন্দ।
নিজ নিজ অভিমত, গো-গোপাবৃত
অপরূপ নাম গোবিন্দ॥
শ্রীবৎসাঙ্ক, বক্ষ কৌস্তুভ ধর
পীতাম্বর পহিরণে।
ত্রিভুবন সুন্দর, অদভূত বেণুকর
মনোহর সুললিত গান॥
গোপী নয়নোৎ — পল দল পূজিত
বৃন্দাবন নব কাম।
ক্ষোভিত মানস, রাধামোহন
পূরব অভিমত কাম॥ ১২৯॥

—০—

ঐ—৪ । ২৮ ২৬৯ পদ—ভূপালী

রতি রস শ্রম যুত, নাগরী নাগর
মুখ ভরি তাম্বুল জোগায়।
মলয়জ কুঙ্কুম, মৃগমদ কর্পূর
মিলতহিঁ গতি লাগায়॥
অপরূপ প্রিয়সখী প্রেম।
নিজ প্রাণ কোটি, দেই নিরমঞ্ছই
নহ তুল লাখবান হেম॥

মনোরম মাল্য, তুহুঁ গলে অর্পয়ে
বাজই শীত মৃদু বাত।
সুগন্ধি শীতল, করু জল অর্পণ
যৈছে হোত তুহুঁ শাঁত॥
তুহুঁক চরণ পুনঃ, মৃদু সম্বাহন
করি শ্রম কয়লহি দূর।
ইঙ্গিতে শয়ন, করহ তুহুঁ সখীগণ
সবহুঁ মনোরথ পূর।
কুসুম শেজে তুহুঁ, নিদ্রিত হেরই
সেবন পরায়ণ সুখ।
রাধামোহন, দাস কিয়ে হেরব
মেটব সব মনোদুঃখ॥ ১৩০

—০—

ঐ—৩।৭।৩ পদ—রাগ

গৌরী আরাধন, ছল করি সুন্দরী
মিললি নাগর সঙ্গে।
আগুসারি নাহ, রাই কর ধরিতহি
আনল কৌতুক রঙ্গে।
কুণ্ডক তীরে, কুঞ্জ অতি শীতল
বহতহি মলয় সমীর।
কোকিল কুহরত, কপোত ফুকারত
চৌদিশে শিখিকুল কির॥
রাধা মাধব কেলি বিলাস।
তুঁহে তুঁহা বদন, নেহারি ঘন চুম্বয়ে
কতহুঁ করত পরিহাস। ধ্রু॥

চন্দন কুঙ্কুম, ধরি সব সখীগণ
দেয়ত কানুক অঙ্গে।
ঐছন সময়ে, কবহুঁ রাধামোহন
হেরব সহচরী সঙ্গে ॥ ১৩১ ॥

—০—

পঃকঃতঃ—২। ২৬। ৪ পদ—ধানশী

হাঁসি হাঁসি সহচরী, যবহু জানাওলু
ইহ তুয়া নিরহেতু মান।
তব ধনি লাজে, অধিক ভেল অবনত
বুঝল রসিকবর কান ॥
সখীগণ ইঙ্গিতে, রসিক মুকুট মণি
কোরে আগুরল রাই।
আনন্দে তুহুঁ জনে, পুন ভেল নিগমন
কৌতুক ওর না পাই ॥
ইহ অদ্ভুত তুহু দ্বন্দ্ব।
ঐছন কতিহু, না হেরিয়ে ত্রিভুবন
শুনইতে লাগল ধন্দ ॥
তুহুঁ তুহুঁ সরস, পরশ পুনঃ বাঢ়ল
তুহু তুহু অধিক উল্লাস।
নিকটই চামর, করে করি হেরত
তহি রাধামোহন দাস ॥ ১৩২ ॥

—০—

ঐ—৪। ১০। ২৩পদ—ধানশী

অপযশ লাগিয়া, তুহুঁ অতি চিন্তিত
চিন্তা অব নাহি করবি।

সো ঘর বাহির, অব নাহি হোয়ত
ক্ষিতি তলে নিজ তনু ধরবি।
নয়নক লোর, লেশ নাহি আওত
ধারা ধরি অব বহই।
বিরহক তাপ, অবহুঁ নাহি জানত
অনিমিখ লোচনে বহই॥
ললিতা বদনে, বদনহি দেওত
শ্রুতিমূলে পিয়া নাম কহই।
শ্বাসক লেশ, কেশ পর গীরত
ইথে বুঝি জীবন রহই॥
তুহুঁ অতি মন্থর, চলবি দূরান্তর
সো অতি তুবরী বালা।
রাধামোহন, বচন অব মানব
মেটব বিরহক জ্বালা॥ ১৩৩॥

—০—

ঐ—৪/২৬/৩৮ পদ—জয় জয়ন্তী

নন্দ নন্দন, নীকে নাগর
নবীন-ঘন রস-মেহ॥
নীল উতপল, নবীন নীরদ
নিন্দি নিরুপম দেহ॥
নিরখি সো রূপ ধাম।
নলিনী নায়ক, নন্দিনী তট
নটত জনু নব কাম॥ ধ্রু॥
নূতন নীপ, নিকেত নিকটহি
নিয়ত করতহিঁ নাট।

নবীন নায়রী, নগরে না রহ
নিয়ড়ে নিরন্তর হাট ॥
নয়ন নাচনে, নিজহিঁ নব রাগ
করায়ে যো নিতি নিত।
নিজক পদতলে, নিত বান্ধউ
এ রাধামোহন চিত ॥ ১৩৪ ॥

—০—

ঐ—৪/২৮/১৬৪ পদ—মল্লার

ভ্রমই গহন বনে যুগল কিশোর।
সঙ্গই সখীগণ আনন্দে ভোর।
সখী এক কহে পুনঃ হের দেখ সখি।
তুহুঁ দোঁহা দরশনে অনিমিখ আঁখি ॥
তরু সব পুলকিত ভ্রমরের গণ।
সৌরভে ধায়ল ছাড়ি ফুলবন ॥
শ্রমভরে বৈঠলি মাধবীকুঞ্জ।
রাই মুখ কমলে পড়ল অলিপুঞ্জ ॥
লীলা কমলহি কানু তাহা বারি।
মধুসূদন গেও কহত উচারি ॥
এত শুনি রাই বিরহে ভেল ভোর।
কহ রাধামোহন অনুরাগ ওর ॥ ১৩৫ ॥

—০—

ঐ—৪/২৮/১৮৩ পদ—রাগ

রতন মন্দিরে জাগি, নাগর নাগরী
হেরইতে বেশ বিসাজ।

ভাবে ভরল চিত, আপাদ পুলকিত
ডুবল আনন্দ মাঝ।

কো কহুঁ প্রেম তরঙ্গ।
তনু তনু পরখি, কোটি যুগ থাকই
নহ লব যাকর ভঙ্গ॥
ধৈরজ ধরি হরি, বেশ বনায়ত
নয়ন কোণে হেরি তাই।
ঘামে ভিগল দেহ, নয়নে নীর বহ
ঘন ঘন কাঁপয়ে রাই॥
কত পরকারে, সিন্দুর বিন্দু দেয়ল
আর বেশ করু সখী রঙ্গে।
রাধামোহন দাস, চিতে করু ঐছন
কবহু করব মোহে সঙ্গে॥ ১৩৬॥

—•—

ঐ—৩/৮/১৭ পদ—বিহাগড়া
রতি সুখ শয়ন, নিবেশহি সুন্দরী
প্রমুদিত মানস ভেলি।
বিছুরল আন, আন কেলি কৌতুক;
অনুগত নিধুবন কেলি॥

অদভূত মদন বিলাস।
রাইক দেহ, দণ্ড পরিশোভিত
শ্রম জল মুকুতা বিকাশ॥ ধ্রু॥
নিমীলিত নয়ন, বয়ন-বর শোভন
অলখিত সহজহি হাস।

অনধীন বাহু, বল্লী অরু সব অঙ্গ
তে উহ রহত উদাস ॥
বিগলিত অঙ্গ, রাগ অরু আভরণ
বিগলিত কুঞ্চিত কেশ ।
রাধামোহন চিতে, নিতি নিতি ভাবই
ঐছন প্রেম আবেশ । ১৩৭ ॥

—০

ঐ—৩/১৩/২৩ পদ—রাগ

রাধা মাধব মিলন ভেল ।
নিদাঘক দুখ সবহুঁ দূরে গেল ॥
তঁহি পুন সরোবর মন্দির মাঝ ।
জল বান শীকর-নিকর বিরাজ ॥
সৌরভে মিলিত গন্ধ বহ মন্দ ।
কি করব দিনমণি কিরনক বন্ধ ॥
তঁহি বর সুরত-বানী অবগাহ ।
রাধামোহন পহু রসিক সু নাহ ॥ ১৩৮ ॥

—০—

পঃ কঃ তঃ ৪ । ৬ । ১৮ পদ—গান্ধার

এতহু বিলাপ, কয়ল ললিতা সখী
উঠি চলল বর হংস
কানুক পাশ, চলল অনুমানিয়ে
তবহি বহুত পরশংস ।
আওল পুন ঠাঁহা, কিশলয় সেজহি
শুনি আছয়ে ধনি রাই ।

চৌদিকে সহচরী, গণতঁহি বেড়িয়া
রোয়ত আনন চাই।
হেরি ললিতা, সবহুঁ পরবোধই
কহতহি মৃদু মৃদু ভাষ।
এত দুঃখ কহিতে, বর দূত পাঠাইনু
মধুপুর কানুক পাশ।
এত শুনি বিরহিনী, চেতন পাওল
হোওল জীবনক আশ।
এ সব প্রলাপ, রচন কিয়ে বোলব
দুঃখী রাধামোহন দাস॥ ১৩৯॥

—০—

ঐ—৪/২৬/১০ পদ—গান্ধার

দেখ দেখ গোকুল মঙ্গল শ্যাম।
ব্রজ নব নাগরী, ভাবে বিভাবিত
মুরলী ঘুরলী সোই নাম॥
রূপ অনুপ, ভুবন জন মোহন
শোহন নটবর বেশ।
কালিয় দমন, মদন জিতি লাবনী
চূড়হি কুঞ্চিত কেশ॥
নব ঘন ইন্দ্র, মণীন্দ্র কলেবর
লোচন কমলক ভান।
কত কোটি শরদ, চাঁদ জিনি শোভিত
ঢল ঢল বিমল বয়ান।
পদতল অরুণ, কমল জিনি উজোর
মুনি মানস মূরছান।
রাধামোহন পহুঁ, প্রেমহি আগোর
নাগর অবহি সুজান। ১৪০।

—০—

পঃকঃতঃ—১। ৭। ৩৭ পদ—সুহই

তুয়া রূপ জগজন করত ধেয়ান।
সো অব বিষধর ধনি মন মান।
মাধব তুয়া খেদ সহই না পার।
মানই সো নিজ জীবন ভার॥ ধ্রু॥
তুয়া বিসরণ লাগি করত সঞ্চার।
আন জন যাহা লাগি করে পরকার॥
মন অবধারি কহ সুসংবাদ।
ভন রাধামোহন যাউক বিবাদ॥ ১৪১॥

—০—

ঐ—৩। ১৩। ১৬ পদ—রাগ

রাধা-মাধব করু রস-পুঞ্জে।
হিম ঋতু দিনহি মিলল দুহু কুঞ্জে॥
নিবিড় আলিঙ্গনে শীত নিবার।
এক মুখে ঘাম আরে সীতকার॥
ঐছনে কতহুঁ করত সঞ্চার।
সুরত পয়োনিধি দুহুঁ ভেল পার॥
দুহুঁ কর গুণ দুহুঁ করু পরশংস।
রাধামোহন পহুঁ দুহু অবতংস॥ ১৪২॥

—০—

পদ রত্নমালা—৯। ৪০ পদ

সহচর সঙ্গে, রঙ্গে ব্রজ নন্দন
কত কত মত করি খেল।
রাইক গমন, সময় বুঝি তৈখনে
আন ছলে আপহি গেল।

সজনি ! হের দেখ মিলন রঙ্গ।
চাঁদক দরশনে, যৈছন জলনিধি
উথলিত অধিক তরঙ্গ। ধ্রু।
দূরহি দুহুঁ মুখ, হেরইতে দুহুঁ জন
নয়নহি আনন্দ নীর।
দুহুঁ অঙ্গ পুলকিত, দুহুঁ ঘর মাইত
কাম্পত দুহুক শরীর।
কতহু যতনে দুহু, হোয়ল এক ঠাম
দুহু রূপ পিবইতে চাহ।
রাধামোহন পহু, চতুর শিরোমণি
খেলত রস অবগাহ॥ ১৪৩॥

—০—

ঐ—৫২৭ পদ—

খেলাতে হারিয়া শ্যাম পলাইতে চায়।
চৌদিকে ব্রজবধূ পথ নাহি পায়॥
আবিরে অরুণ আঁখি দেখিতে না পায়।
হারিনু হারিনু শ্যাম বোলে বারে বার॥
করইতে মূরলি ভূমেতে পড়ে খসি।
করতালি দেই সব সখীগণ হাসি॥
শিখিপুচ্ছ এলাইয়া পড়ে মহীতলে।
অরুণিত বসন ভিজিল শ্রমজলে॥
শ্যামেরে কাতর দেখি রসবতী রাই।
আপন অঞ্চল দিয়া ও মুখ মুছাই॥
সিংহাসনে বৈসে রাই কোলে করি শ্যাম।
শ্রম ভরে দুহু অঙ্গে পরিপূর্ণ ঘাম॥

শ্রীরতি মঞ্জরী দোঁহে চামর ঢুলায়।
শ্রীরূপ মঞ্জরী দোঁহে তাম্বুল জোগায়॥
শ্রীগুণ মঞ্জরী দেই সুবাসিত জল।
এ রাধামোহন হেরি নয়ান সফল॥

—০—

ঐ—৫৬২ পদ—

ব্রজপুর মনে করি, অট্টালিকা পরে চড়ি
দশদিক নেহারই কান।
চাহি বৃন্দাবন পানে, শ্রীরাধিকা প্রেমগুণে
অনিমিখে ঝরয়ে নয়ান॥

ধিক রহু ধিক রহু মোরে।
কুলশীল তেয়াগিয়া, যে মোরে সঁপিল হিয়া
বধিয়া আইলাম আমি তারে॥ ধ্রু॥
মোছে নয়নের বারি, হা হা প্রাণেশ্বরী স্মরি
অনিমিখে পথ পানে চায়।
হেনকালে রাজপথে, দূতী আইসে আচম্বিতে
তারে দেখি আনিবারে ধায়।
কৃষ্ণেরে ব্যাকুল দেখি, দূতী না ফিরায় আঁখি
যেন আন কাজে চলি যায়।
পড়িয়া বিরহ শোকে, এ রাধামোহন ডাকে
চতুরা চাতুরী করি চায়॥ ১৪৫॥

—০

দেখ রাই করত অভিসার।
শিরিষ কুসুম জিনি, কোমল পদতল
বিপথে পড়ত অনিবার॥

সমবয় বেশ, ভূষণে ভূষিত তনু
সখিগণ সাজহি মেলি।
গজপতি নিন্দি, গমন সু-মন্থর
কিয়ে চিতে খঞ্জন কেলি॥
যো থল কমল, পরশে অতি কোমল
ঝামর ভই উপচঙ্ক।
সো অব যাঁহা তাঁহা, কঠিন ধরণী মাহা
ডারত ভই নিশঙ্ক॥
ঐছন ভাঁতি, মিলল বর নাগরী
কুঞ্জ মহা চলি গেল।
হেরি রাধামোহন, উলসিত লোচন
আনন্দ সাগরে ডুবি গেল। ১৪৬॥

—০—

হরি হরি কো ইহ অপরূপ বালা।
কুন্দন কনয়া, কান্তি কবল কর
নিরুপম রূপক শালা॥
চিকন চামরি, চামর চয় রুচি
পদ অবলম্বিত কেশা।
কান্তি কলা যুত, কামিনী মদহর
ত্রিভুবন বিজয়ী বেশা॥
ইন্দিবর বর, গরব গরাসিত
খঞ্জন গঞ্জন নয়না।
কোমল বিমল, কমলক কৌশল
জিত স্মিত বিকশিত বয়না॥
থল কমলারুণ, রাতুল পদতল
জিত চাঁদ নখচাঁদ শোভা।

হেরইতে লাবণি, অমিয়া সার জিনি
রাধামোহন মনোলোভা ॥ ১৪৭ ॥

—০—

গৌঃ পঃ তঃ—১ পরঃ—৫৭ পদ—আশাবরি

ভজ মন নন্দকুমার।
ভাবিয়া দেখহ ভাই গতি নাহি আর ॥ ধ্রু ॥
ধন জন পুত্র আদি কেবা আপনার।
অতত্র করহ মন হরি পদ সার ॥
কুসঙ্গ ছাড়িয়া সদা সৎসঙ্গে থাক।
পরম নিপুন ইহ নাম বলি ডাক ॥
তার নাম লীলাগানে সদা হও মত্ত।
সে চরণ ধন পাবে হইবে কৃতার্থ ॥
রাধামোহন বলে মন কি ভোরে।
সংসার যাতনা আর নাহি দেহ মোরে ॥ ১৪৮ ॥

—০—

পদমেরু—

আলসে শুতল বর যুগল কিশোর।
হেরইতে তনু মন শীতল মোর ॥
এ সখি আগুসারি নিরখহ রূপ।
রূপ মূরতি ধর কিয়ে রস কূপ ॥
দোহ তনু মিলল তুহু নাহি ভেদ।
বুঝলু নবওল না রহ খেদ ॥
শয়নক কৌশল বরণি না যায়।
রাধামোহন তছু বলিহারি যায় ॥ ১৪৯ ॥

—০—

ঐ—কামোদ

মন্থুরা সঙ্গে হরি করি পথ চাতুরী
মিলল নিরজন কুঞ্জে।
দ্রুম পশুপাখীকুল, বিরহে বেয়াকুল
পাওল আনন্দ পুঞ্জে ॥
বরজ নারীগণ, বিরহে অচেতন
পুলকিত পাওল পরাণ।
দাব দগধ যেন, ছট ফট জীবন
ঐছন অমিয়া সিনান ॥

দেখ রাধামোহন মেলী।
দরশে পুলক দেহ, শ্যামহীন দীবহ
চিত পুতলী সম ভেলী ॥
কাঁপয়ে ঘন ঘন, অনিমিখ লোচন
ঢরকি ঢরকি পড়ু লোর।
কহইতে থর থর, থকিত কণ্ঠস্বর
তুহুঁ বিবরণ তুহুঁ ভোর ॥
হোই অবচেতন, কি কহব নাহি জান
যৈছন দারিদ্র্য হেম।
এ রাধামোহন, কহ ইহ অনুপম
প্রাণদ যৈছন ক্ষেম ॥ ১৫০ ॥

—০—

ঐ—

সভে মেলি বৈঠলি কালিন্দীর তীর।
ঝর ঝর সবহু নয়নে বহে নীর ॥

বিরহ পয়োধি বিরামকি লাগি ;
গাও তছু গুণ যামিনী জাগি ॥
কাহা গেল নাথ তুখ সাগরে ভারি ।
পহিলে জিয়াই পালটে শুন মারি ॥
বিসজল ব্যালব সভয়ে রাখি ॥
অব কাহে মারসি তব করুণ আঁখি ॥
যবহু চলসি বন গোধন সাধ ।
নিমিখে মানিয়ে যেন যুগ শত জাত ॥
অব কৈছে তুয়া বিনে ধরব পরাণ ।
তব চরণামৃত না করিয়া পান ॥
তুয়া পদ পঙ্কজ কমল জানি ।
স্তন যুগে রাখিতে ভয় অনুমানি ॥
কৈছে কণ্টক বনে করসি বিহার ।
সোঙরি সোঙরি জিস্তে রহই না পার ॥
এত কহি রোয়ত গদ গদ ভাষ ।
কহে রাধামোহন দাসকো হাস ॥ ১৫১ ॥

—০—

গীত রত্নাবলী—সারঙ্গ

বাজে বিন্দা ধাতিঙ্গা, তিঙ্গা তা তিঙ্গা
থৈ থৈ থৈ থঙ্গা ।
বাজল মাদল, সরজ মণ্ডল
দ্রাং দ্রাং দ্রাং দিঙ্গা ॥
টট্টর টর, টরর টরর
ঠন নন নন নন নং ।

তুড়ি ভেরী শিঙ্গা, মোচাঙ্গ বাজিছে,
ঠং ঠং ঠং ঠন নং ॥
ঘণ্টা রোলে, আবা আবা বোলে
আগে আগে ধেনু ধাইল।
গোখুরের ধূলি, উড়ি উড়ি উড়ি
গগন মণ্ডল ভেদিল ॥
তুত্তুরি তুরি, শিঙ্গা বেণু পরী
কাশি বাঁশী দিয়া চলিল।
এ রাধামোহন, কহয়ে মগন
ছাড়ি রসবতী ধাইল ॥ ১৫২ ॥

—॰—

ঐ — গান্ধার

কুণ্ড পূর্ব্বদিগে এক অন্ধমুনি বৈসে।
রাধা রাধা রব করে মনের হরিষে॥
রাধা নাম শুনি শ্যাম বাহির হইল।
তাহার অগ্রেতে হরি আসি দাঁড়াইল ॥
বলো বলো বলি হরি বলে বার বার।
নাম শুনি তাপ দূর হইল আমার ॥
মুনি কহে, কেবা তুমি অগ্রেতে আইলা।
নন্দের কুমার বলি পরিচয় দিলা॥
তাহা শুনি সেই মুনি বৈছে পাছু হৈয়া।
দেখিয়া তাহার ভাব শ্যাম বিনোদিয়া ॥
কেবা বা বিমুখ হৈলা বোল তাহা শুনি।
মুনি বোলে রাই অপরাধি হও জানি ॥
শ্যামল সুন্দর করে করিয়া শ্রবণ।
অন্ধ তুমি কেমনে বা হেরিবা বদন ॥

মূনি কহে কৃষ্ণ তুমি সর্ব্ব শক্তিধর।
আমার অন্ধতা দোষ যদি দূর কর॥
নয়ন হইলে আমার অপরাধির বদন।
যদি হেরি এই ভয়ে ফিরাই নয়ন॥
শ্রীরাধামোহন কহে করি পরিহার।
নিকট ছাড়হ তুমি নন্দের কুমার॥ ১৫৩॥

—০—

বৈষ্ণব পদাবলী (হরেকৃষ্ণ)

হে দেব হে দয়িত হে ভুবনৈক বন্ধো।
হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈক সিন্ধো॥
হে নাথ হে রমন হে নয়নাভিরাম।
হা হা কদানু ভবিতাসি পদং দৃশোর্ম্মে॥
কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলী বদন।
কাঁহা মোর গুণনিধি বিধু বিনিন্দন॥
কাঁহা মোর প্রাণবন্ধু নব ঘন শ্যাম।
কাঁহা মোর প্রাণেশ্বর কোটি কোটি কাম॥
কাঁহা মোর মৃগমং কোটিন্দু শীতল।
কাঁহা মোর নবাম্বুদ সুধা নিরমল॥
ঐছন প্রলাপিত ভেল মুরছিত।
এ রাধামোহন পহুঁ বিরহ চরিত॥ ১৫৪॥

—০—

পদমেরু—রাগ

ঝুলত শ্যাম, গৌরী বাম
আনন্দে রঙ্গে মাতিয়া।
ঈষত হসিত বরজ কেলি, ঝুলায়ত সব সখিনী মেলি
গাওত কত ভাতিয়া।

হেমমণি যুত বরহি ডোর, রচিত কুসুমে গন্ধে ভোর
পড়ল ভ্রমর পাতিয়া।
নবীন লতায় জড়িত ডাল, বৃন্দা বিপিনে সুভি ভাল
চান্দ উজর রাতিয়া॥
নবঘন তনু দোলয়ে শ্যাম, রাই সঙ্গে ঝুলত বাম
তড়িত জড়িত কাঁতিয়া।
তারামণি চন্দ্রহার, ঝুলিতে দুলিছে গলে দোহার
হিল্লোল দুহুঁক গাঁতিয়া॥

ধিকত ধিয়া তথয়া বোল, বাজে মোহন মৃদঙ্গ রোল
তিনি নাঙ নাঙ ভাতিয়া।
ভেদ পবন গ্রামপুর, ঘোর মদ জিনি সুর
বরণি নাহিক জাতিয়া॥
ঝুলনে বাজহি ঝন, ঝঙ্কার ঝন নন
ঝানি ঝাতিয়া।
রাধামোহন চরণে আশ, কেবল ভরসা উদ্ধব দাস
রচিত পূরিত ছাতিয়া॥ ১৫৬॥

—০—

শ্রীকৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদাবলী

পঃ সঃ—৬ পদ—মন্দার

নিন্দিত শশধর নিরুপম নখরং।
হৃদ্গত তিমির বিনাশক শিখরং॥
বন্দে রাধামাধব চরণং।
ভক্ত জনানাং কেবল শরণং॥ ধ্রু॥
পরমানন্দক মতি শয়ললিতং।
ব্রজ যুবতীকুল লোভক চরিতং॥

অহমতি পামর পাপবিশিষ্টঃ।
রাধামোহন সংজক দুষ্টঃ ॥ ১ ॥

—০—

ঐ—২৬ পদ—রাগ

কি তুহুঁ ভাবসি রহসি একান্ত।
ঝর ঝর লোচন হেরসি পন্থ ॥
কহ কহ চম্পক গৌরী।
কাঁপসি কাহে সঘন তনু মোরি ॥ ধ্রু ॥
ঘাম কিরণ বিন্দু ঘামই অঙ্গ।
না জানিয়ে কানুক প্রেম তরঙ্গ ॥
জলধর দেখি বহয়ে ঘন শ্বাসে।
বিশেয়াস কর রাধামোহন দাসে ॥ ২ ॥

—০—

ঐ ৫১ পদ তিরোথা ধানসী

থোরি বয়স ধনি, ভাল মন্দ নাহি জানি
খেলত সহচরী সাথ।
বাট ঘটিত তুয়া, কামদরূপ হেরি
দৈবে পড়ল পরমাদ ॥

শুন মাধব! ইথে কাহে বোলসি আন।
তুএ চপল মতি, পুনঃ তাহে কুলবতী
নিচয়ে তুহু সে নিদান ॥ ধ্রু ॥
তাহে তঁহু সুমধুর, মুরলী আলাপনি
মুনিজন মোহন সোয়।
মুরলী সিনান, শ্রবণে যব পৈঠল
তবহুঁ চঞ্চল ভই রোয়।

তব ধনি জাগর, ক্ষীণ কলেবর
দিন রজনী নাহি জান।
তুয়া প্রেম বিষ সে, জড়িত ভেল অন্তর
কিছুই না শুনই কান।
বরজ সুধাকর, বোলয়ে সব জান
তাহে কাহে অকরুণ ভেল।
রাধামোহন কহ, অব যাই মীলহ
মরমে রহই জানি শেল। ৩॥

—০—

ঐ—৫৭ পদ বরাড়ী

রাইক লিখন শুনহ তহুঁ কাহ্নু।
যৈছন তাকর জ্বলত পরাণ॥ ধ্রু॥
মঝু হিয়া কন্ধসি করি তুহুঁ রোখ।
কাহে মদনে পুনঃ দেয়সি দোখ॥
দিশি দিশি মদন কতিহুঁ নাহি পেখি।
তুয়া অদভূত রূপ যাঁহা যাঁহা দেখি॥
তব ধরি ছট ফট জীবন হুতাশ।
পুছত ইহ রাধামোহন দাস ৪॥

—০—

ঐ—৬০ পদ—ধানশী

যব তুয়া নয়ন, মুরলী বিষে জারল
তব মন মোহন ভেল।
নিচল কলেবর, পড়ল ধরণী তল
পরিজনে লাগল শেল॥

আন উপদেশে, তোহারি নামে তৈখনে
দৈবহি উপনীত কেল।
সোই শবদ পুনঃ, কানে সন্তায়ল
ঐছনে চেতন ভেল।
মাধব! কি কহব সো অনুরাগ।
ঐছন ভাতি, দিশই মোহে পুনঃ পুনঃ
না বুঝিয়ে জাগ না জাগ॥ ধ্রু।
কিয়ে জানি দশমী, দশা যদি নিচয়
ঈছই তুয়া অভিলায।
আশা পরম, দুখ পুনঃ মেটউ
নহ কহ সুখদ নৈরাশ॥
যাচিত লখিনী, উপখয়ে যো জন
কভু নহে তাহারি কল্যাণ।
অতএ তুরিতে চল, রমনী রতনে মিল
রাধামোহন যশগান॥ ৫॥

—০—

ঐ ৬১ পদ—মল্লার

রাইক রাগ কহলি বহু মোয়।
কৈছনে ঐছন সাহস হোয়॥ ধ্রু॥
পরনারী গ্রহণ দহন সম তাপ।
ধরম মরম জানি কো করু পাপ।
তাহে যদি সঙ্গী সব দেখে লব দোখ।
জাগর দূরে বহু সপনহি রোখ॥
শুনি সখী কাহ্নক বচন অনুবন্ধ।
কহ রাধামোহন লাগল ধন্দ॥ ৬॥

—০—

ঐ—৬২ পদ—পঠ মঞ্জরী

হামারি নিঠুর পণ, শুনহ ইন্দুমুখী,
ভাঙ্গই প্রেম অঙ্কুর।
দুঃখিত হৃদয় মাহা, ধৈরজ ধরি পুনঃ,
ও সুখ করে জানি দূর॥
কিয়ে জানি পাপ, মদন বাদন শরে,
তেজই নিরুপম দেহ।
হা হা মনোরথ, সব কৈলু আনমত
কি করব অব হাম দেহ॥ ধ্রু॥
অব মঝু অন্তর. জ্বলন্ত তুষানল,
সহই না পাবই অঙ্গ।
হোই সমীরণ, বাঢ়ই পুনঃ পুনঃ,
দারুণ মদন তরঙ্গ॥
ধিক জীবন ধন. যৌবন আভরণ,
ধিক মোর এ সুখ সকল।
কহ রাধামোহন, অনুগত বঞ্চিলে,
পরিণামে ঐছন ফল॥

—০—

ঐ—৬৩ পদ—পঠমঞ্জরী

নিজ সখী বদন, হেরি সুধামুখী,
বুঝি কহে গদ গদ বাত।
রসিক সুনাহ, মোহে যদি উপেখল
কাহে তাপাওসি আঁত॥

মঝু লাগি যতন, কয়লি দুখ পায়লি
দৈবহি যদি নহ কাজ।
তুহুঁ কাঁহে বিরস, বদনে ঘন রোওসি
কিয়ে পুনঃ কয়লি অকাজ ॥
সখি হে! কর মোর পর উপকার।
ইহ বৃন্দাবনে, দেহ তেয়াগব
মৃত তনু রাখবি হামার ॥
কবহুঁ শ্যামতনু, পরিমল পায়ব
তবহুঁ মনোরথ পূর।
ইহ সব বচন, শুনই নাহি পারই,
রহু রাধামোহন দূর। ৮।

—০—

ঐ—৬৫ পদ—ধানসী

রাধানাম রসনিধি বিনি নিরমান।
ত্রিভুবনে যাকর নাহিক সমান ॥
শুন শ্যামসিন্ধু জগ জীবন নিধান।
সো পদ বিনু তুহুঁ কেবল জড় জান ॥
লঙ্ঘন করল গুরুলোক ধরাধর।
মিলব মনোরথ রতন আকর।
ভাঙ্গল নিজকুল ধরম নিবন্ধ।
ধবতরু পরিহরু রাগহি অন্ধ।
বেগে ধাওল তুয়া পরশক রঙ্গে।
বিমুখ করসি কাহে শবদ তরঙ্গে।
এতহু শুনল যব বচন বিশেষ।
দখিন নয়ন মুদি করল নিদেশ।

ধাই আওলে । হাম কহিতে সম্বাদ।
অব বিসরহু ধনি বিরহ বিষাদ ॥
করনিকা কুঞ্জে তুহুঁ করহ পয়ান।
তঁহি রাধামোহন মিলায়ব কান্থ ॥ ৯ ॥

—০—

ঐ—৬৮ পদ—মঙ্গল

রাইক কুঞ্জ, গমন শুনি মাধব,
অচপল প্রেম অনুমানি।
মিলইতে গমন, করল নব নাগর
আনন্দে আপনা না জানি ॥
চলইতে খলই, চলই নাহি পারই
কত কত ভাব বিথারি।
পদে পদে হেম, কদলী হেরি আকুল
গদ গদ পুছে সোই নারী ॥
ঐছন বহুত, যতনে পহুঁ মিলল,
দুহুঁ হেরি দুহু ভেল ভোর।
দুহুঁ মন মানস, সফল ভেল জীবন,
দুহুঁক গলয়ে প্রেমডোর ॥
ধৈরজ ধরি হরি অঞ্চল পরশিতে,
ধনিক সুগন্ধি পরকাশ।
রাধামোহন পহুঁ, চিতে ক্ষণ সংশয়
পিছে বুঝল পরিহাস। ১০ ॥

—০—

ঐ—৬৯ পদ—গান্ধার

থরহরি কাঁপয়ে গদ গদ ভাষ।
লাজে বচন নাহি করে পরকাশ॥
শুন শুন কানু করয়ে ধনি ভীত।
কবহুঁ না জানে ইহ সুরতক রীত॥
তুহুঁ হোয়রি চন্দন সম শীত।
তোহে সোঁপলুঁ ইহ বালচরিত॥
রঙম করবি বুঝি বিদগধ রায়।
যৈছনে সুকুমারী দুঃখ নাহি পায়॥
নিয়ড়ে রাখি ইহ হাম সব যাই।
এত কহি সব সখী রহল ছাপাই।
দুহুক বোলি দরশক আশে।
কব হেরব রাধামোহন দাসে।

—০—

ঐ—৭৪ পদ—কহুরাগ

জয় জয় গোকুল চাঁদ।
ব্রজ নব যুবতিক মানস ফন্দ॥ ধ্রু॥
পিরীতি মূরতি কিয়ে নব রসকন্দ।
নব ঘন রুচির বরণ অনুবন্ধ॥
সুখময় শীতল চন্দন অঙ্গ।
নব নব ভাব তরঙ্গিত রঙ্গ॥
অভিনব নাগরী জীবিত বন্ধু।
রাধামোহন পহুঁ রূপক সিন্ধু॥

—০—

ঐ—৮৯ পদ—বালারাগ

রাধানাম কি কহিলে আগে।
শুনইতে মনমথ জাগে॥
সখি! কাহে কহলি উহ নাম।
মনমাহা নাহি লাগে আন॥ ধ্রু॥
কহ তুহু অনুপম রূপ।
বুঝল সো অমিয়া স্বরূপ॥
হেরইতে আঁখি করে আশ।
কহ রাধামোহন দাস॥ ১৩॥

—•

ঐ—৯৩ পদ—বরাড়ী

রাধা বয়স কহসি তুহুঁ থোর।
মনমাহা মনসিজ তব কাহে মোর॥
ইথে যদি সজনি কহসি নানা ছন্দ।
বুঝলন সকলি কহসি পুনঃ ধন্দ॥ ধ্রু॥
হামারি শপথি তোহে কহ কথি রূপ।
শ্রবণ রসায়ন অমিয়া স্বরূপ॥
নাম হিয়াক অবশ ভেল অঙ্গ।
কহ রাধা মোহন প্রেম তরঙ্গ॥ ১৪॥

...০...

ঐ—৯৮ পদ...গান্ধার

জয় জয় গোকুল মঙ্গল শ্যাম।
ব্রজ নব নাগরী, ভাবে বিভাবিত,
মুরলী ঘুরলী সোই নাম॥ ধ্রু॥

রূপ অনুপ, ভুবন জন মোহন,
শোহন নটবর বেশ।
কালিয়া দমন, মদন জিতি লাবণি,
চূড়হি কুঞ্চিত কেশ॥
নবঘন ইন্দ্র, মণীন্দ্র কলেবর,
লোচন কমলক ভান।
কত কোটি শারদ, চন্দ জিনি শোভিত
ঢলঢল বিমল বয়ান॥
পদতল তরুণ, কমল জিতি উজর,
মুনি মানস মুরছান।
রাধামোহন পহুঁ, প্রেমহি আগর,
নাগর অবহি সুজান॥ ১৫॥

…•…

ঐ—৯৯ পদ—নটরাগ

চিকন চামরি, চামর চয় রুচি,
পদম্ বিলম্বিত কেশা।
কান্তি কলাযুত, কামিনী মদহর,
ত্রিভুবন বিজয়ী বেশা॥
হরি হরি! কো ইহ অপরূপ বালা।
কুন্দন কনয়ক, কান্তি কবল কর,
নিরুপম রূপক শালা। ধ্রু॥
ইন্দীবর বর— গরব গরাসিত,
খঞ্জন গঞ্জন নয়না।
কোমল বিমল কমলক কৌশল,
জিতস্মিত বিকশিত বয়না॥

থল কমলারুণ, রাতুল পদতল,
জিত চান্দ নখ চান্দ শোভা।
হেরয়িতে লাবণি, অমিয়া সার জিনি,
রাধামোহন মন লোভা। ১৬।

—০—

পঃ খঃ—৫৬ পদ—

অদভূত রূপ, দৈব হেরি তুরমত্রে
উনমতি পরশক লাগি।
বরজক সীম, করত গতাগতি
লাজ কুল ভয় দূর ভাগি।
মন তনু কাঁপি, চপল ভেল অন্তর,
ঘন ঘন বহত নিশ্বাস।
তব ধরি জাগর, শোষিত অন্তর.
বড়ই বেকত গদ ভাষ।
গুন মাধব তুয়া, রূপ অপরূপ ফান্দ,
সোধনী তুবরি, থিয়ত যৈছন,
অসিত চতুর্দ্দশী চান্দ॥
কবহি গেয়ান, শূন হোই চাহই,
না চিহ্নই নিজ সখীবৃন্দ।
রমনীক হুঙ্কৃতি, কতিহুঁনা পেখলু,
শুনইতে লাগই ধন্দ॥
প্রেম গজ দলন, সহই না পারই,
জীবইতে করই ধিকার।
অন্তর গত তুহুঁ, নিরগত করইতে,
কত কত্ত করত সঞ্চার॥

অথির নয়ন শর, ঘাতে বিষম জ্বর
ছুট ফট জলজ শয়ান।
রাধামোহন কহ, ইহ অপরূপ নহ
যাহে লাগয়ে পাঁচ বান ॥ ১৭ ॥

—০—

ঐ৭—৮ পদ—ধানসী

অভিনব জলধর রুচির সুদেহ।
পীতাম্বর বর তড়িত থির রেহ ॥
জয় জয় গোবিন্দ গোকুল ভাগি।
ব্রজ রমনী যাক মন লাগি ॥ ধ্রু ॥
কত কোটি চান্দ জিনিয়া বর মুখ।
যাকর দরশনে মিটই সব দুঃখ ॥
নিরুপম রূপ জলধি অবতার।
রাধামোহন পহুঁ মূরতি শৃঙ্গার ॥ ১৮ ॥

—০—

ঐ—১৩৬ পদ—সিন্ধুড়া

সখীগণ সঙ্গে, চললি নব রঙ্গিণী,
শোভা বরণি না হোয়।
কত কত চাঁদ, চরণ তলে নিছই
লাখ মদন তঁহি রোয় ॥
দেখ দেখ পহিল সমাগম রঙ্গ।
পদ দুই চারি, চলত পুনঃ ফিরই,
ভীতহিঁ কম্পিত অঙ্গ ॥ ধ্রু ॥

ঐছন ভাঁতি, আয়ল যাঁহা মাধব,
দ্বারহি রহু পুন থাবি।
অদভূত মনহি, বিলাসন উনমুখ,
তবহি নয়ানে ঝরু বারি॥
পুন পর বোধিয়া, নিকটহি অলিয়া
কহে সখী সুমধুর বাণী।
বুঝি করবি রতি, জগতে তুলহ অতি
কমলিনী সোঁপলুঁ আনি॥
আপন করি তোঁহে, ইহ যৈছে জানত,
ঐছন করবি আচার।
মধুসূদন পুনঃ, চন্দন বিলেপন,
বর কুসুমে সুশিঙ্গার॥
কহ রাধামোহন, আর কিয়ে শুভদিন
ঐছন হোয়ব মোরি।
নিজ জন জানি, সেবনে নিয়োজব,
সদয় হৃদয় মোহে গোরী॥ ১৯॥

—০—

ঐ—১৩১ পদ—বেলোয়ার

আকুল চিকুর, মিলিত মুখমণ্ডল,
কুণ্ডল গণ্ডহি দোল।
পীতাম্বর জর, পহিরণ অঞ্চল,
চঞ্চল মদন হিলোল।
সজনি! অপরূপ সুন্দর শ্যাম।
মুনি মনোমোহন, রমণী বিমোহন
মোহিত রাইক নাম॥ ধ্রু॥

ব্রজ নব নাগর, বর গুণ আগর,
সাগর রূপহিঁ ওই।
নিখিল কলাগুরু, কেলি কল্পতরু,
ত্রিভুবনে অরু নাহি কোই॥
ভাব বিভাবিত, অন্তর গর গর,
মন্থর পদগতি ভঙ্গী।
রাধামোহন পহু, মনহি জাগয়ে মুহু
আপন নিজ রস সঙ্গী। ২০॥

....o....

ঐ—১৩৫ পদ—সিন্ধুড়া

নামহি যাক, মদন ময় জগনারী,
দরশন পরশক সুখ।
পরশ সুরত সুখ, কো করু অনুভব,
তুহুঁ কাহে তাহে বিমুখ॥
সুন্দরী! দূরে কর মিছই তরাস।
আপন হৃদয়ে সখি, কাহে না পুছহ,
কৈছে মরম অভিলাষ॥ ধ্রু।
একু সখী বাত, কহল যব ঐছন,
মৌনহি অনুমতি দেল।
তবহিঁ সখীগণে, বেশ বনাওত,
আনন্দে নিমগন ভেল।
পুন সভে করগহি, রাই অভিসারলী
লীলা দরশ কি আশে।
ঐছন সময়, দরশ কিয়ে পাওব,
কহ রাধামোহন দাসে। ২০।

ঐ—১১৫ পদ—নটরাগ

বিদগধ শেখর, ভুবন মনোহর,
অপরূপ সুন্দর শ্যাম।
ব্রজপতি নন্দন, নয়ন আনন্দন,
জিতল কত কোটি কাম॥
সজনি! কি মোহন নটবর বেশ।
জনমনোরঞ্জন, জনু ঘন চন্দন,
মূরতি পিরীতি বিশেষ॥ ধ্রু।
বিশেষহি নিজজন, অনুগত অনুক্ষণ
পালক ভকত নিদেশ।
নিরুপম গুণগণ, নিরুপম লাবণি
নিরুপম কুঞ্চিত কেশ॥
নিরুপম বসন, ভূষণ মণি আভরণ,
কি কহব পদনখ শোভা।
রাধামোহন পহুঁ, নিতি নব নূতন
ঐছন কানুক আভা॥ ২২॥

—:০:—

ঐ—১৪৫ পদ—কামোদ

দেখ দেখ নব অভিসারিণী রাই।
চকিত বিলোচনে, চাহই সব দিশ
প্রেমসিন্ধু অবগাই॥ ধ্রু।
এক সখী সঙ্গে, চলু নব নাগরী,
নাগর সঙ্কেত কুঞ্জে।
মল্লিকা মালতী, কুসুম বিথারিত
গুঞ্জত যহিঁ অলিপুঞ্জ।

নিশবদ মণ্ডন, অঙ্গহি ভূষণ,
তৈছন নূপুর চরণে।
সিন্দুর চন্দন, কজ্জল উজ্জ্বল,
কৃত অবগুণ্ঠন বসনে।
শিরীষ কুসুম, পরশে যো পদতল
বরণিত হোত মেলান
সো অব কণ্টক, ঝঙ্কর কটহি,
রাগহি করত পয়াণ ॥
ইথে বুঝি প্রেম, প্রবল নববিধি হোই
সিরজই বিপরীত বন্ধ।
দাস রাধামোহন, কিছু নাহি বুঝই
যাতে নাহি সো রস গন্ধ। ২৩॥

—•—

ঐ—১৪৬ পদ—শ্রীরাগ

নব অভিসারিণী, কুঞ্জহি ভেটল,
ও নব নাগর সঙ্গ।
পন্থ ঘটিত দুঃখ, সবহুঁ দূরে গেল,
বাঢ়ল মনোভব রঙ্গ।
দেখ দেখ! অনুপম দুহুঁ মুখ ইন্দু
দুহুঁক দরশ রসে, ভাবল হরি সঞে,
উছলল প্রেমক সিন্ধু ॥ ধ্রু।
দুহুঁক আলোকনে, দুহুঁ পুলকাইত
লোচনে আনন্দ লোর।
বিবরণ কান, ঘাম ভেল গদগদ,
স্তবধ ভেল পুন ভোর ॥

ঐছন ভাব না, হেরিয়ে ত্রিভূবনে
ঐছন নিরুপম লেহ ।
দাস রাধামোহন, চিতে নিচয় করু,
একু পরাণ ভিন্নু দেহ ॥

—•-

ঐ—১৭৪ পদ—কামোদ

ধামক গেহ, গমন শুনি শ্যামর
দেয়ই বেণু নিশান ।
তিলেমধু গমন, বিলম্বই সো ধনি,
কলপ কোটি অনুমান ।
ধনি ধনি ! রাইক সোহাগ ।
সো জগ জীবন, যুবতী প্রাণধন,
তাহারি পরাণ সম ভাসে ॥ ধ্রু ॥
তমু প্রেম আকুল, মৌলি বকুল ফুল
আভরণ পন্থহি ডারি ।
চলল সিন্ধুর গতি, নাহি জন সম্মতি
উপনীত ভেল যাঁহা নারী ॥
দেখি ধনী নাগর, আনন্দ আগর
সফল দেহ করি মান
জীবন যৌবন, বাস গেহ পুনঃ,
যে কিছু আপন বিতান ॥
আনন্দ সায়রে, নিমগন সখীগণ
হেরইতে দুহুঁক উল্লাস ।
সো সুখসিন্ধু, বিন্দু পরশ লাগি
যাচে রাধামোহন দাস ॥ ২৫ ॥

ঐ—১৯৫ পদ

কলধৌত কান্তি কলেবর গোরী।
কান্ত কি কত দুঃখ না জানসি থোরি॥
কৈতব না কহো এ তুয়া কান।
কোপে করসি তুহুঁ কত মত ভান॥
কুসুমিত কাননে জাগলুঁ তুয়া লাগি।
কেবল কারণ উচিত হিয়ে লাগি॥
কুসুমক হার বায়লু কত বাধে।
কণ্ঠে করসি যদি পূরয়ে কাধে॥
কপট না কর ইথে কোপিনী থোর।
কাতর অন্তর না করহ মোর॥
কামিনী কু-করম কতয়ে হামারি।
কহ রাধামোহন পহু করে হারি॥ ২৬॥

...০...

ঐ—১৯৯ পদ...গুর্জরী

কয়লি কঠিন মৌন, কামরিপু কাঁমহিঁ
না করলি করকণ মান।
কাঞ্চন কমল, করল কর মুখরুচি
কাহে তব কোকনদ ভান॥
কোপিনি কাজর কর পরসাদ।
কেবল ক্রীতদাস. মোহে জানিও
কতদূর কৈতব বাদ ধ্রু॥
কাঁহা করিল ইহ, কোপন শিখন
কতিহুঁ না হেরলুঁ রেহ।

কথনক কৌশল, কতবিধ জানসি
করণ উচিত নহ এই ॥
কছুই করয়ে প্রভু, নিজজন কলমষ
করইতে হয় কর দণ্ড ।
কহ রাধামোহন, পহিক করণ নহ
কোন লহুঁ কোপক চণ্ড ॥ ২৭ ॥

—০—

ঐ—২০১ পদ—কুহক

সঙ্কেত কুঞ্জে, ভরম ভরে জাগলুঁ
আনত মাধবী কুঞ্জ ।
পিকু কলরাব, দাবানল ভেল তো বিনু
মদন শেল অলিগুঞ্জ ।
মানিনি ইথে নাহি তুয়া পরতীত ।
ভরমথি দাস, দোষ যদি দৈবহি,
করু তব এ নহে উচিত ॥ ধ্রু ।
যো বিনু শয়নে, স্বপনে নাহি জানিয়ে
যা বিনু গতি নাহি মোর ।
সো অবিচারে, মারই যদি নিজজনে
সো দুখ কো করু ওর ।
খলজন বচনে, কাহে মোহে ভেজসি
রোখসি বিনুহি বিচার ।
রাধামোহন পহুঁ, নিবেদিই তুয়া পদে
নিজজনে কর অঙ্গীকার ॥ ২৮ ॥

…০…

ঐ ২০৪ পদ—সুহই

মাধব কাহে কান্দায়সি হামে।
চলি যাহ সো ধনী ঠামে॥ ধ্রু॥
তোহারি হৃদয় অধি দেবী।
তাক চরণ যাউ সেবি।
যো যাবক তুয়া অঙ্গ।
ততহিঁ করহ পুনঃ রঙ্গ।
সোই পূরব তুয়া কাম।
কি ফল মুগধিনী ধাম।
এত কহু গণগণ ভাষ।
ভন রাধামোহন দাস॥ ২৯।

—•—

ঐ—২০৫ পদ—ভৈরব

থির নয়নে ধনি. তুয়া পথ হেরইতে
কুসুম পরাগ তহিঁ লাগি।
নয়নক আর কত, বাঢ়ল অতিশয়
তালে পুন যামিনী জাগি।
মালিনী মিছই বাড়ায়সি মান।
কুঙ্কুম নখ পদ, গৈরিক অলকত
রোখে করসি সোই ভান।
তুয়া আগে পুনঃ, পুনঃ করিতে নিবেদন
ইহ সব মিছই মান।
নহত পরীক্ষণ, কর তহিঁ তুয়া আগে
সাঁচকি কি মিছ ইহ জান॥

তুয়া বিনে শয়নে, স্বপনে নাহি হরিয়ে
তুয়া অনুগত হাম কান।
রাধামোহন পহঁ, তুয়া পায়ে নিবেদয়ে
ইথে নাহি জানহ আন। ৩০।

—০—

ঐ—২০৭ পদ—ললিত.

কোন হৃদয়ে মঝু, অঙ্গ না হেরসি
ভাল কাঁতি আঁখি পসারি।
খলজন বচনহি, কছু নাহি শুনসি
সাঁচহিঁ বচন হামারি।
মানিনি! যব কোপ করবি অন্তরায়।
গুণ অবগুণ ভাল—মন্দ বিচারণ
তবহিঁ বুঝন ভাল যায়॥ ধ্রু।
ঐছন ভাঁতি নিজ, নয়ন কোণে পুনঃ
হেরসি হামারি নয়ান।
হামারি হৃদয়, হৃদয়ে অবধারিয়ে
নখ পদ অছু অনুমান।
ইথে যদি দোষ, লেশ তুহুঁ পায়বি
তবহুঁ করবি অপমান।
রাধামোহন পহুঁ, কহ নহ আনমত
যথি তুহুঁ একই পরাণ। ৩১॥

—০—

ঐ—২২০ পদ—বরাড়ী

রাইক তাপ, তপন তপত তণি
কহ পুনঃ গদগদ বাত।

ঐছন অশুভ, বচন কাহে বোলসি
শোকে তাপাওসি আত ॥
শুন সুন্দরী ! তোঁহে সমুঝায়েব কোয় !
কো ধনি মান, করয়ে নাহি কাঁনু সঞে
কো পুন নিজ তনু খোয় ।
তুথারি নিছনি লই, হাম মরি যাওব
পৈঠব কালিন্দী নীরে ।
তবহি মনোরথ, তোহারি পুরায়ব
ভেটব মাধব ধীরে ॥
তুহাঁরি রস গহেন, জানহ বল্লভ
নহ বহু বল্লভ সোই ।
অব হাম যাই, নাহ মিলায়ব
সঙ্কেত কেলি নিকুঞ্জ ।
ভন রাধামোহন, রাই চলল বন
কহি তুহাঁ চাতুরী মঞ্জ ॥ ৩২ ॥

—•—

ঐ—২২৫ পদ—ধানসী

সখীক সংবাদে, লাজহিঁ নাগর
কহ পুন মধুরিম বানী ।
হামারি দোখ শত, তুহুঁ যত বোলসি
সব হাম ভাগি সে মানি ।
সজনি ! রাই কি হাম উপেখি
তবহিঁ কোপে সোই, অন্তর দগধই
অতত্র ভাগলুঁ তাহা দেখি ॥ ধ্রু ।

সো পদতল বিনু, কিছুই না জানিয়ে
সপদি কহই তুয়া ঠাম।
তাক দাস হামে, সঙ্গে লই চলু
পূরাহ মঝু মন কাম।
এতহিঁ কেলি দুহুঁ, আওল কুঞ্জহি
যাঁহা সু-বদনীক বৈঠান।
প্রেম অগেয়ান, কুটিল পুনি তেখনে
দরশে বাঢ়াওল মান।
রাধা মাধব, কেলি না বুঝয়ে
কৈছন ইহ পরকাশ।
ভন রাধামোহন, সো জন বুঝয়ে
যো পুন তাকর দাস ॥ ৩৩।

—০—

ঐ—২২৭ পদ—পঠ মঞ্জরী

দেখ রাধামাধব প্রীতি।
দুহুঁ কর নিজ নিজ, গুণহি বাঢ়ায়ত
দুহুঁ কর নিজ নিজ রীতি॥
অনুনয় করি হরি, পানি পসারই
রাইক চরণক আগে।
নিজ মুখে আপক কহই দোখ শত
মানই আপন অভাগে।
সুমুখী কহত কাহে, মোহে বিড়ম্বয়সি
হাম তনু মুগধিনী নারী।
তুহু সে রসিক বর, বিদগধ নাগর
নাগরী জনমনোহারী।

কহইতে এতহু, নয়ন লোরে ঝাঁপল
কানু কয়ল ধরি কোড়।
ভাঙ্গল মান হেরি, রাধামোহন
আনন্দে পুন ভেল ভোর ॥ ৩৪ ॥

০...

ঐ—২২৮ পদ পঠ মঞ্জরী

দেখ দেখ রাধামাধব ধারী।
রতিরণ মান, বিরানক যৈছন
চর বন তাপত কুশচি ॥ ধ্রু ॥
হরি মুখ হেরইতে, সুমুখী অবাঞ্ছই
চাহনি কুটিল হি ভাঁতি।
গদগদ বচন, অসূয়া কছু সূচন
ততহি মনমদথ মাতি।
নখ শরাঘাত, তৈছে সুখাবহ
চুম্বন কছু পরসাদ।
রস্তন শূন, পুলক কছু করব
ভেদই রস মরিয়াদ ॥
ও সুখ সিন্ধু, মগন ভেল মাধব
কামিনী কছু কছু বুর।
ভন রাধামোহন, সম্ভোগ সমীরণ
দুহুঁক মনোরথ পূর ॥ ৩৫।

০—

ঐ—২৪৩ পদ···নটরাগ

সুন্দরি! আর কত মান বাঢ়ায়সি ভোর ॥

সে নব নাগর, কাতর অন্তর
সঘন নয়নে করু লোর।
তুয়া বিনু কুসুম, নয়নে ঘন কাঁপই
ঘন ঘন বহুত নিশ্বাস।
তোঁহারি পরশ বিনু, ঘামই সব তনু
খরতর বিরহ হুতাশ।
তুয়া বিনু আন, মনহি নাহি জানত
তুয়া গুণগান করু গান।
তুহাঁরি পরশ লাগি, সাধই অনুখণ
লোরহি করত সিনান।
যত কিছু বিপতি, গণই না পারিয়ে
কো করু কত শত লেখ।
রাধামোহন পহুঁ, সাধনা মানিয়া
অভিসরি দেখ পরতেক। ৩৬॥

—•—

ঐ- ২৪৫ পদ—সুহই

মানিনী মিলল কুঞ্জক মাঝ।
আনন্দে নিমগন নাগর রাজ॥
আগুসরি বিনয় করই কত ছন্দ।
কতবিধ সেবন যাহে নিরবন্ধ।
তবহুঁ বিমুখী ভেল মানিনী রাই।
কত পর কারে বুঝায়ল তাই॥
সো কছু বচন করহ অবধান।
রাধামোহন পহুঁ যো করু গণ॥ ৩৭।

ঐ ২৪৮ পদ—ধানসী

বহুখনে পদতলে যব রহু কান।
সখীগণ কহইতে ভাঙ্গল মান।
দুহুঁজন গদগদ লোচনে লোর।
কানু জানি তব কয়লহি কোর॥
কত কত প্রেম কয়ল পুন নাহ।
বর সংকীরণ রস নিরবাহ॥
রাধামোহন পহুঁ গোপত জোকারী।
সো সুখ কোজন কহইতে পারি॥ ৩৮॥

—০—

ঐ—২৫০ পদ—বেলাবেলী

মরকত মঞ্জুল, কান্তি মনোহর
মানিনী—মন—বিমোহ।
মাথহি মোর, মুকুট ধর সুন্দর
মোহন পীতপট শোহ॥
মধুর মধুর মূরতি যনু কাম।
মাধবী মল্লি, মুকুল বর মাধুরী
মালতী মিলু ঠাম ঠাম।
মোহন মধুর, মধুর বচন মধু
মোহিত মুনিজন মান।
মহা-মহাদেব, দেবগণ মূরছন
মোহন মুরলী মাহা গান।
মণিময় মকর, কুণ্ডল তছু শোহন
মণিময় হারহি সাজ।

মরকত মুকুর, মলিন কর পদ নখ
রাধামোহন মন রাজ ॥ ৩৯ ॥

—•—

ঐ—১৫৮ পদ—ধানসী

রাগ তাল তুহুঁ, হৃদয়ে ধয়লি তুহুঁ
জানলু বচনক রীতে।
গ্রাম তিন স্বর, বহুবিধ পরকার
জানসি কত কত নীতে ॥
গুণবতি ! অতয়ে নিবেদিয়ে তোয়।
মধুর আলাপ, শিখায়বি নিরজনে
নিজজন জানিয়া মোয়। ধ্রু।
মূরলী ছোড়ি শ্যাম, নিকট হি বৈঠব
শিখব সুমধুর গান।
গৌরী শ্যাম নট, তব নহ দুরঘট
হোয়ব মিলন সন্ধান ॥
মুখহিঁ মুখহি যব, তুহুঁ শিখায়বি
হৃদয়ে ধরব তব শ্যাম।
ভন রাধামোহন, বচন রচন পুনঃ
ভালে সে জানয়ে শ্যাম। ৪০ ॥

—•—

ঐ—১৬১ পদ—কেদার

গিরিবর কুঞ্জে, চললি তুহুঁ নিরজনে
উজ্জ্বল সমরক লাগি।

নিজ অভিযোগ, বচনক কৌশলে
মনোহি মনোভব জাগি ॥
সজনি ! আজু পরম রস ভেল ।
অভিনব রাগ, তুরগ মনোরথে
তুহুঁক ঘটন পুনঃ ভেল ॥ ধ্রু ॥
অন্তজগণ পুনঃ, ভেল রণ-বাদক
কোকিল স্বর রণ শৃঙ্গ ।
ভেরী তুরী কুল, বাজয়ত সখীগণ
বীরগণ গাওত ভৃঙ্গ ॥
ভাণ্ড কামান, কটাবতীখিন শর
অদভূত পুলক বাচুক ।
অশ্রু শেল ভেল, ঘাম পরশুকুল
স্বর ভেদ মদন বন্ধুক ॥
ঐছন সাজ, মদনরণ পণ্ডিত
বুঝব যুগল কিশোর ।
ভন রাধামোহন, দরশন কিয়ে উহ
লীলা হোয়ব মোর । ৪১ ॥

--- • ---

পঃ সঃ—২৫৬ পদ— বেলোয়ার

অতি নব অনুরাগে, ভরল মনে উৎসুক
টুটল ধৈরজ লাজ ।
তনু অনুলেপন, সঙ্গক পরিজন
তেজল যত কিছু সাজ ।
দেখ রাই চলত অতি মন্দ ।

নিজ অভিযোগ, করব অতিনিশ্চয়
বুঝিয়ে কাজক রন্ধ। ধ্রু।
মুখজিত শরদ, সুধাকর তনুরুচি
কবলিত কাঞ্চন দণ্ড।
নয়ন তিখিন শর, ফুলশর মদ হর
ভাঁউ মদন ধনু খণ্ড।
ঐছন ভাঁতি, ভাবিনী ভাল ফেটল
মনমথ মনমথ পাশে।
অনুভব লাগি, গুণতহি সখী চলু
কহ রাধামোহন দাসে। ৪২।

—•—

ঐ—২৬২ পদ—শ্রীরাগ

সখি! অনুমানে বুঝল কাজ।
জয় জয় জয়, কিঙ্কিনী নূপুর
তুহুঁ করধ্বনি বাজ॥ ধ্রু।
নিবিড় আলিঙ্গন, ভুজ ভুজ বন্ধন
প্রতি অঙ্গ জনু ভট ধর।
কিয়ে পরস্পর, করু পরিবন্তন
জানিয়া সমর সুধীর।
কঙ্কন বলয়া, সঘন সম বোলত
চুম্বন যুগ যুগ ঘোর
বুঝলু মানে, পরাভব মানল
জিতল যুগল কিশোর॥
সৌরভে মাতি, ভ্রমরকুল ধায়ত
ছোড়ল কুসুম বিলাস।

নিজ অভিযোগে, হোয়ত পুন ঐছন
কহ রাধামোহন দাস ॥ ৪৩ ॥

—•—

ঐ—৩৬২ পদ—ধানসী

দূরহি তুহুঁ হেরি, তুহুঁ পুন কাইত
তুহুঁ ভেল ভাবে বিভোর।
নয়নে নয়নে যব, তুহুঁ তুহা নিরখই
তব বহু আনন্দ লোর ॥
সজনি! দেখ রাধা মাধব প্রেম
তুহুঁ তুহা কি করব, থেহ না পাওত
যনু তুহুঁ দারিদ হেম ॥ ধ্রু ॥
তুহুঁ কর বচন, বচন পুনঃ গদগদ
তুহুঁ কর ভেল সু-কম্প।
তুহুঁ তুহাঁ পরশিতে, তুহুঁ ভেল নিমগন
ঐছন হোয়ত স্তম্ভ ॥
অপরূপ বিধুমণি, তুহুঁ কিয়ে বিধুবর
মঝু মন করত আশংস।
রাধামোহন পহুঁ, তুহুঁ অতি নিরুপম
ত্রিভুবন করু পরশংস ॥ ৪৪ ॥

—•—

ঐ—২৬৩ পদ—বেহাগ

রাধামাধব, বৈঠলি শেখহি
বৈরি একু রতি অবসানে।
তুহুঁ কর শ্রমজল, দোঁহে দোঁহা পোঁছই
তুহুঁ দোঁহা যশ করু গানে ॥

ঘপুর কর্পূর যুত, সৌরভ তাম্বুল
তুহুঁ দোঁহা মুখে দেই দানে।
উদাত উদিত, মনোহি মনোভব
অধর অধর রস পানে।
হৃদয় হৃদয় পুনঃ, ভুজ ভুজ বন্ধন
তুহুঁ তুঁহা অনুভব জানে।
কিয়ে রণ সাধন, করত পরস্পর
নাহ কবহুঁ অবসানে।
ঐছন কেলি, রভস পুন হোয়ত
অনুভবি পরম উলাসে।
নিজ সুখ শতগুণ, মানয়ে সখীগণ
ভন রাধামোহন দাসে॥ ৪৫॥

—০—

ঐ—২৩৭ পদ—কেদার

বাজে বাজে বলয়া, পহিল বাজে বলয়া
নূপুর মণি কিঙ্কিনী কর কঙ্কনা।
নাগর সঙ্গে, নাচত কত
যুথ যুথ অঙ্গনা।
ততহিঁ তাল, মৃদঙ্গ ভাল
মধুর মধুর বোলনা।
ধোগরণ ধোগগা, তী ঝোঁন্না তী ঝোঁ
তিনি তিনি না লঘু বাজনা॥
তাগরণ ধোগ গা, তিন্নী তিনী
তিনাঙ তিনাঙ না।

তিগর ধোগ্ গা, তিনী তিনী
তিনাঙ তিনাঙ না গুরু বাজনা ॥
থিটিতা ধোগ্ গা তিনি তা।
ধনতা ঘেনাঙ গরণ, তিন্দী তীঝাঁ
অতি গুরু বাজনা ॥
ততহিঁ যন্ত্র, বোলত মন্ত্র
অতিশয় ধ্বনি শোহনা।
থোরণ রগলগ ঝিগিতগ,
ঝিগি লগ ঝিগি ধা ধেনং
ইহ স্থলহ বোলনা।
রাধামোহন রচিত রাস,
ততহি কতহুঁ লোভনা। ৪৬।

—০—

ঐ—২৭৪ পদ—কেদার

চৌদিকে চারু অঙ্গনা বেড়ি,
রঙ্গিণী কত গাওনী।
ক্র তা তা থৈয়া থৈয়া, থৈয়া বোলনী।
মাঝে বিরাজে শ্যাম সুকড় শিরোমণি,
কিঙ্কিনী কিনি কিনি বোলনী।
তাগরণ ধোগগা ঘেটিতা ঘেটিতা,
ঘেরিতী ঘেনেনাঙ।
তিক্ত ঘ তিক্ত ঘ নাঙ।
গরণ ঘেনাতীনি তা,
থিটিতৃঘং তীগর ঝাঁ ঝাঙ।

বর্ণিত রাস বিদ্যাপতি পুর ।
রাধামোহন রসপুর । ২৭ ॥

—০—

ঐ—২৯৭ পদ—কেদার

দেখরি ইহ রসরঙ্গ,
শ্যাম সুখক সাধিকা ।
বিবিধ যন্ত্র যুবতী বৃন্দ,
ভতহি অধিক রাধিকা ॥
শ্যাম অঙ্গ সঙ্গ রঙ্গ,
প্রমোদ আকুল ইন্দ্রিয় সংঘ,
গোপনারী ভোরনী ।
কেশ বেশ কণ্ঠ মাল,
কুচক কঞ্চুক নহ সম্ভাল,
তৈছন পট বাসিনী ॥
দেখত বেকত মনকহারী,
কামকহি ভুলল দেবনারী,
সগণ চন্দ্র মোহিনী ॥
যতহু হেমবরণ নারী,
সবহু পাশগত মুরারি,
যোগমায়ক জোরনী ॥
কোই কানুক লাখ না পার,
পীরিতি কি রীতি রতি বিহার,
ঘাম করহি মোছনী ।
রাস রসিক গুণক গান,

জনহি জনহি ধরল মান,
চারু হাম শোভনী ॥
ততহিঁ সবহুঁ জনহুঁ কেলি,
বনহি ভ্রমণ পুনহি মেলি,
করিহু করিনী যৈছনী।
চান্দ কাঁতি সকল রীতি,
সকল কয়ল ঐছন ভাঁতি,
নবীন কাম মোহিনী।
সুখহি সুখহি নাহিক ওর,
কোই কাহুক না পারু ছোড়,
দৈব গেহ গামিনী।
রাধামোহন রচিত রাস,
জলহি কেলি বনবিলাস,
সহৃদয় হৃদ তোষণী ॥ ৪৮ ॥

—•—

ঐ—২৯১ পদ—কামোদ

রতি রঙ্গ উচিত, শয়নহি নাগর
যাচত বিপরীত কেলি।
অনুনয় কতহু, করয়ে জনি হসিহসি
মুখহিঁ মুখহিঁ করি কেলি ॥
শুনি হসি শশিমুখী, লাজহিঁ কুঞ্চিত
অবনত করত বয়ান।
জীবইতে উপবাসী, দারিদ যৈছন
মাঁগয়ে ভোজন পান।

দেখ দেখ বৈদগধি রঙ্গ।
কাম কলাগুরু, রসিক শিরোমণি
না ছাড়ই সো রস ঢঙ্গ। ধ্রু।
পাদ পরশি পুনঃ, রাই মানায়ল
নিজ সুখ বহুত জানাই।
ভন রাধামোহন, তছু সুখে সুখী উহু
অতত্র সে হোত বাধাই॥ ৪৯॥

—০

ঐ—২৯৬ পদ—

সুন্দরি! তিলে একু কর অবধান।
বিপরীত সঙ্গর, মন্মথ কাতর
নিয়ড়ে তেজবে পাঁচবান॥
সহজই অতনু, সুতনু ভয়ে কাঁপাই
তাহে তুহু বরতনু বাজ।
নখর কৃপান, ভল্ল কুচ কুটুল
ভাঁউ কামান নয়ন শর সাজ।
অতত্র সো মোহে, রাখবি তুহু হাতহি
মাথহি যৈছে নহ মার
ইহ নিজ জীবন, তোঁহে নিরমঞ্জব
হাম লিয়ে শয়ন তোঁহার।
ঐছন কথন, মনোরথ পূরণ
রাধামোহন পঁহু ভোর।
মনমথ মথন, মথনী বর রাইক
চরণ-শরণ নহো ছোড়॥ ৫০॥

ঐ—২৯৭ পদ—মল্লার

রতি অবসানে, বৈঠি শ্যামসুন্দর
মোছই নিজ করে ঘাম।
যনু দ্বিজরাজ, পূজই বর কোকনদে
পরাভব পাইয়া কাম।
অপরূপ নাগর প্রেম।
না জানিয়ে কি করব, যৈছন দারিদ্দ
পাইয়া ঘট ভরি প্রেম ॥ ধ্রু ॥
বিজনে মৃদুতর, পবন করই পুনঃ
চন্দন গাত লাগায়
ঘপুর কর্পূর যুত, পূর্ণ সুশোভিত
মুখভরি প্রচুর জোগায়।
ঐছন বহুবিধ, করিয়া সু-সেবন
পুন লই করল শয়ন।
কহ রাধামোহন, কব হব শুভদিন
যবহিঁ পাওব দরশন। ৫১।

—•—

ঐ—৩১৪ পদ—শ্রীরাগ

হামারি বচন যত বিবিধ বিধান
কহবি কানুর পায় করি অবধান।
যত তুহুঁ বিরাজলি গোকুল মাঝ।
তহিঁ প্রিয়তমা যোই রমনী সমাজ।
তছু সখী সোই করিয়া পরণাম
নিজগণ বচন কহত তুয়া ঠাম।

নীচল চিত করি শুন তছু অন্ত।
রাধামোহন পহুঁ তুহুঁ গুণবন্ত। ৫২॥

—•—

ঐ—৫৮৬ পদ—বিহাগড়া

তুয়া মুখ কমল, চান্দ আদি কবলই
নিবিড় চামর জিতি কেশ।
কনক কমল অলি, জিনি অলকাবলী
শ্রুতি অছু গিধিনী বিশেষ।
তরুণী মুকুট মণি গোরি।
ভ্রূ-যুগল রতনে, কামধনু কম্পিত
পরাণ পুতলি তুহুঁ মোরি॥ ধ্রু॥
চঞ্চল নয়ন, ইন্দীবর নিন্দই
গণ্ডহিঁ জিতল মুকুর।
নাসা তিল ফুল, অধর পণ্ডার কুল
স্মিতজিত অমিয়া কর্পূর॥
কুন্দ করগবীজ, জিত-দ্বিজ লাবণি
কণ্ঠহি কন্বুক শোভা।
বাহু মৃণাল, কর যুগ পঙ্কজ
মঝু মন মধুকর লোভা॥
কুচ যুগ কোক, লোম ভূজঙ্গিনী
তিবলী ত্রিবেণী বিলাস।
মাজা বর সিংহ, নিতম্ব করি কুম্ভ
উররম্ভা করু উপহাস।

পদ থলকমল, নখ জিত চান্দ কত
লাবণি অমিঞা তরঙ্গ।
রাধামোহন পহুঁ, কহইতে ঐছন
ভাবে বিবশ ভেল অঙ্গ। ৫৩।

—০—

ঐ—৩০৫ পদ—বিভাষ

আজুক যামিনী, নিধুবনে আনি
কয়ল বিনোদ রাস।
রসের সাগরে, ডুবাইল মোরে
ভুললু আপন বাস।
শুনহ মরম সই!
তঁহু সে হামারি, প্রাণের দোসর
তেঞি সে তোঁহারে কই। ধ্রু।
তাঁহার সাধন, যতেক বচন
তাহা কি কহন যায়
রতি বিপরীত, লাগিয়া নাগর
ধয়ল হামারি পাঁয়॥
তাঁহার পিরীতি, বশ যে হইয়া
করিলু তাঁহারি মত
না জানিলুঁ মুঞি, তাহার সুখেতে
আপনি হইলু রত॥
মোর শ্রমজল, হইয়া বিকল
মোছয়ে আপন করে

ব্যজন লইয়া, আপনি বিজয়ে
আমার চরম ডরে ॥
সে সব কাহিনী, কহিতে আপনি
অবশ হইছে অঙ্গ ।
এ রাধামোহন, দাস কি শুনব
এ সব প্রেম তরঙ্গ ॥ ৫৪ ॥

—০

ঐ—৩১০ পদ—সারঙ্গ

সজনি ! অপরূপ গোকুলচাঁদ ।
অনুভবি পিরীতি, মুরতি কিয়ে সুধাময়
যুবতী মন শশ ফাঁদ ॥ ধ্রু ॥
নব নব জলধর, নিন্দি মনোরম
সুচিকন বরণ উজোর ।
কাম কামান জিতি, ভাঁউ ধুনায়তি
যছু শরে কামিনী ভোর ॥
পীতাম্বর ধর, সুঘর বেণু কর
মুনি মনোমোহন নাট
বর কৌস্তুভ ধর, মালা মনোহর
জনু নব মনমথ ঠাট ॥
পদ নখ চন্দ্র, অমন্দ সুধা ঝরু
থাবর জঙ্গম প্রাণ
রাধামোহন পহুঁ, নব নব অনুখণ
সহজহি রূপ নিদান ॥ ৫৫ ॥

—০—

ঐ—৩১৪ পদ—ময়ুর

নাগরি নিরুপম তোহারি সুনীত।
নন্দনন্দনে, নবীন নাগরি
করসি নবীন পিরীত॥
নীতি নূতন, তাব সব গুণ
নবীন হেরিয়ে কাঁতি।
নবীন পিরীতি, করই নিতি নিতি
নলিনী—নাহক ভীতি।
নবীন নীপ, নিকুঞ্জ নিয়ড়
যো তুহারি গুণ করু গান।
নবীন রতিপতি, নাগর ছোড়ু
নয়নে হোয়ও ভান॥
নিয়ত নিকটে, তুহাঁরি আছয়ে
না কর নিরুপম খেদ।
নিবেদি নিজজনে, এ রাধামোহন
শুনিতে মরমক ভেদ॥ ৫৬॥

—০—

ঐ—৩৩১ পদ…মালব

ব্রজকুল নন্দন, চান্দ হাম পেখলুঁ
অপরূপ কত কত বেরি।
প্রতি অঙ্গ রঙ্গ, তরঙ্গিম শোভন
পুরুবক্ত এতহুঁ না হেরি॥
সজনি! কো ইহ মাধুরী অপার।
যো সুধাসিন্ধু, বিন্দু নব পুন পুন
মঝু আঁখি পিবই না পার॥ ধ্রু॥

তনু তনু অতনু, যূথ কিয়ে সেবই
কিয়ে রূপ আপছিঁ সেব।
কিয়ে সুমনোহর, কান্তি রূপ ধর
কিয়ে বর রস অধিদেব॥
এত কহি গোরি, ভোরি পুন অনিমিখ
নয়ন চষকে কারু পান।
সো বচনামৃতে, কিয়ে রাধামোহন
শ্লাঘয়ি পাওব কান॥ ৫৭॥

—•

ঐ—৩৩৮ পদ—সারঙ্গ

গরবহি সুন্দরী, চলহি আনত
নাগর পন্থ আগোর।
কহতহিঁ কত, দান দেহ মঝু
আন ছলে কাঁচলি তোর।
অপরূপ প্রেম তরঙ্গ!
দান কেলি রসে, কলিত মহোৎসব
বরকিল কিঞ্চিত রঙ্গ॥ ধ্রু।
অল্প পাটল ভেল, অথির দৃগঞ্চল
তঁহি জলবান পরকাশ
ধুলয়িত ভরূধনু, পুলকে পূরল তনু
অলখিত আনন্দ হাস।
ঐছন হেরি, চরিত পুন তৈখনে
বাহুড়ল পদ দুই চারি।

রাধা মাধব, তুহুঁ কর পদতলে
রাধামোহন বলিহারি। ৫৮।

—•—

ঐ—৩৪২ পদ—ধান পরাগ

পরশহি গদগদ নহি নহি বোল।
তনু তনু পুলকিত আনন্দ হিলোল।
কো করু অনুভব তুহুঁক বিলাস।
একু মুখে শিঙবার একু মুখে হাস।
নিমিলিত নয়ন নয়ন অরু থির।
মণি তরলিত মণি মঞ্জু মঞ্জীর॥
নাগরী দেয়ল ঘনরস দান।
রাধামোহন পহুঁ অমিয়া সিনান। ৫৯।

—•—

ঐ—৩৫৬ পদ—সারঙ্গী

জয় জয় গোকুল মঙ্গল ধাম!
মরকত মুকুর মণি, মলিন কর মুখরুচি
কত শশী কত বর কাম। ধ্রু।
মধুর মধুরস্মিত, মদন বিঘুর্ণিত
কামিনী অভিনব কাম
কানড় কুসুম, কবল কর সুন্দর
নিরুপম সুন্দর শ্যাম।
দিনকর কিরণ, হাসকর কুণ্ডল
গণ্ডহি গণ্ডহি দোল।

পীতাম্বর ধর, মুরলী বাম কর
আনন্দ সিন্ধু হিলোল ॥
নিজজন প্রেম, পরাভব মানল
মুনি মানস রহু দূর।
রাধামোহন পহুঁ, নাগর শিরোমণি
রসিক ভকত রসপূর ॥ ৬০ ॥

—•—

ঐ—৩৪১ পদ—ময়ূর

সখীগণ সমুখহি, কাতর কানুয়ব
সুবিনয় করলহি দিঠে।
তব তছু অভিমত, করইতে কোই সখী
গুপতে বচন কহু মিঠে।
সুন্দরি! অলখিতে হও তিরোধান।
গিরিবর কুঞ্জ, কুটীর অতি গুপতে
যাই রাখহ নিজ মান। ধ্রু।
ইহ অতি চপল, চরিত বর গিরিধর
কিয়ে জানি করু বিপরীত।
শুনি ইহ সুবচন, ভীতহি ঘনুজন
রাই করল সোই নীত॥
বুঝি পুন নাগর, সব গুণ আগর
অলখিতে তঁহি উপনীত।
রাধামোহন পুনঃ, দেখি সুনাগরী
আনন্দে নিমগন চিত। ৬১।

•

ঐ—৩৪৯ পদ—সারঙ্গ

ঝাঁপল দিনমণি পড়তঁহি নীর।
তঁহি অতি দরদর বহত সমীর॥
রাধামাধব রতি রণ ধীর।
দুহুঁ পরবেশল কুঞ্জ কুটীর। ধ্রু॥
নিধুবন কেলি মলিত এক সান।
পরাভব পাওল কিয়ে পাঁচবান,
রাধামোহন পহুঁক বিলাস।
তাঁহি রসিকগণ অধিক উল্লাস। ৬২।

....০....

ঐ—৩৫৩ পদ ধানসী

সহজই শীত সময় অতি হিম।
তাহাধিক পবন বাঢ়াওত সীম॥
কুঝটি ভেল তঁহি দশদিশ ব্যাপি।
দিনমণি কিরণ সবহুঁ রহু ছাপি।
রাই করল সুখে হরি অতিসার।
সুসময় জানি অব তাক সঞ্চার ধ্রু।
কছু নাহি দীন ই গতি অনিবার।
সুপথ দেখায়ল মদন দিশার।
কুসুম পরশে যোই বরণিত হোই।
এতহুঁ তুহিনে পদ নিরাপদ সোই।
ঐছে মিলন বর যুগল কিশোর।
রাধামোহন পহুঁ আনন্দে ভোর। ৬৩।

.....০.....

হিমঋতু দিনহি মিলন তুহুঁ কুঞ্জে।
রাধামাধব করু রস পুঞ্জে॥
নিবিড় অলিঙ্গন শীত অনিবার।
এক মুখে ঘরম আরে শীতকার॥
ঐছন কতবিধ করত সঁচার।
সুরত পয়োনিধি তুহুঁ ফেল পার।
তুহুঁ কর গুণ তুহুঁ করু পরমাংস।
রাধামোহন পহুঁ তুহুঁ অবতংস। ৬৪।

—০—

ঐ—৩৫৬ পদ—সুহই

রাধামাধব যব তুহুঁ মেলি।
নিদাঘক দাহ সবহুঁ দূর গেলি। ধ্রু।
তঁহি পূন সরোবর—মন্দির মাঝ।
কল-জল শীকর-নিকর বিরাজ।
সৌরভ মিলিত গন্ধবহ মন্দ।
কি করব দিনমণি কিরণক বন্ধ॥
তঁহি বর সুরত স্বাদী অবগাহ।
রাধামোহন পহুঁ রসিক সুনাহ॥ ৬৫।

—•—

ঐ ৩৫৮ পদ— ধানসী

চাতক সঙ্কেত, আজু করিয়া হরি
জাগল বদরীক কোড়।
সুন্দরী ঘর মাহা, তৈছনে জাগল
তুহুঁ কর তুখ নাহি ওর।

সজনি ! করব কোন পরকার ।

সো বড় সু-যুকতি, করহ ত্বরিত যথি
রাইক হোয়ে অসিবার । ধ্রু ॥

ঐছন করইতে, পাওল গুরুজন
নিকটহিঁ কহু পুন বাতে
আজু রবিবার, শুভ যোগ পাওল
পূজন বিধি পরভাতে ।

আর কত ভাতি, বুঝাই অছু গুরুজনে
রাইক ভালহিঁ সাজাই
সঙ্গহি লেই, চলল বর রঙ্গিনী
মিলল যাঁহি মাধাই ॥

রজনীক দুখ, সবহুঁ পুন মেটল
দুহুঁ রূপ দুহু করু পান
দুহুঁ কর প্রেম, দুহুঁ পরশাংসই
দুহুঁ গুণ দুহুঁ করু গান ॥

নিরজন লাগি, সখীগণ তৈখন
আন ছলে আনত যাব
রাধামোহন পুনঃ, বিদগধ শেখর
পূরল সো পরথাব ॥ ৬৬ ॥

—০—

ঐ—৩৫৯ পদ—বরাড়ী

প্রাতর মিলনহি আনন্দ ভেলি ।
রাধামাধব দুহুঁ করু কেলি । ধ্রু ।
দুহুঁ বর সুরত রঙ্গ অবগাহি
কত মত সোরস করু নিরবাহ ।

নিমিলিত নয়ন অরু দোঁ রহু থির।
মদন পরাভব সময় সুধীর॥
বদরী কোরঙ্ক অছু মেটল দুঃখ।
রাধামোহন পহু সো এক সুখ॥ ৬৭॥

—•—

ঐ—৩৬১ পদ—সারঙ্গ

সহচর সঙ্গ, রঙ্গ ব্রজনন্দন
কত কত মত করি খেল।
রাইক গমন, সময় বুঝি তৈখন
আন ছলে আপহি গেল।
সজনি! হের দেখ মিলনক রঙ্গ।
চাঁদক দরশনে, যৈছন জলনিধি
উছলিত অধিক তরঙ্গ॥ ধ্রু॥
দূরহি দুহুঁ মুখ, হেরইতে দুহুঁ কর
নয়নহি আনন্দ নীর।
দুহুঁ অঙ্গ পুলকিত, দুহুঁ ঘর যাইত
কম্পিত দুহুঁক শরীর।
কতহু যতনে দুহুঁ, হোয়ল এক ঠাম
দুহুঁ রূপ পিবইতে চাহ।
রাধারমন পহুঁ, চতুর শিরোমণি
খেলত রস অবগাহ। ৬৮।

—•—

ঐ—৩৬৬ পদ—সামতোড়ী

মুদীর মরকত-মঞ্জু সুন্দর,
সতত সুখময় শ্যাম।

কদম্ব কিশলয় কর্ণ করম্বিত,
চলন নটবর ঠাম।
জয় যতুনন্দন চন্দ।
মালতী মুকুলহি চূড় শোভিত,
যুবতী মন শশ ফন্দ। ধ্রু ॥
ঈষত মুকুলিত যুথি কুসুমক,
তেরছ কৃত বর মাল।
গৌরা গুণগণ-গান গুম্ফিত,
গিরতহি গীত রসাল।
সঙ্গে সমরই সুঘড় সবয়স,
সতত করু গুণ গান।
এ রাধামোহন চিতে অনুমানল,
মদন মোহন ভান॥ ৬৯ ॥

—০—

ঐ—৩৬৭ পদ···গৌরী

বিপিন বিহারী, হারীবর মুকুলক
ফুলক কত কত ভাঁতি।
ইন্দ্র নীলমণি, নবঘন আদি জিনি
অদভূত অঙ্গক কাঁতি॥
সুন্দরি! হের দেখ বেলি অবসানে।
অপরূপ চান্দ, তৈছে নখত সঙ্গে,
ঐছে হোয়ত মঝু ভানে॥ ধ্রু ॥
মোহন মুরলী, খুরলী বর গানহি
সরজন উলাস বাঢ়াই

গোখুর-ধুলি, ধূসরি তাম্বর
ডম্বর তছু পিছে ধাই।
চঞ্চল নয়ন, কমল বর পুনঃ পুনঃ
আরোপই তুয়া আঁখি ভৃঙ্গে।
যমুবর কমল, মধুকর চুম্বই
ফিরি ফিরি প্রেম তরঙ্গে।
কিয়ে পুন ভৃঙ্গে, পতুম মুখ চুম্বই
ঐছন তুহাঁরি নয়ান।
অতত্র সে নাগর, বিদগধ আগর
পুনঃ পুনঃ ফিরায়ে বয়ান।
ঐছন ভাঁতি নিজ, ভবনক দ্বারহি
আন ছলে রহু কত বেরি।
রাধামোহন পহুঁ, রসিক শিরোমণি
বান্ধল তুয়া মন হেরি॥ ৭০।

—•–

ঐ—৩৭০ পদ—জয় জয়ন্তী

জয় জয় নন্দনন্দন চন্দ
অঙ্গ দীপতি, নিন্দি নীরদ
নীল নীরজ কন্দ। ধ্রু।
পীত অম্বর, কনক ভূষণ
মকর কুণ্ডল-ধারী
বৃষ্ণি দূষণ, কংস মারণ
করণ-–মানসকারী।

বল্লরী কুল, হৃদয় আকুল
করণ উদ্যম বন্ত
ততহি কিঞ্চিত, মন্থন মানস
নিজহি মন্দির সন্ত।
চরণ পঙ্কজ, ভকত মানস
সরসি উদয় কারী।
এ রাধামোহন, পাপী বিমোহন
এ ভব সাগর তারি। ৭১॥

.....

ঐ—৩৮১ পদ—কর্ণাট

মঞ্জু মরকত, নিন্দি সুন্দর
সুভগ কলেবর শ্যাম।
ইন্দু বিনিন্দিত, যাক রূপহিঁ
ঐছে কনক ঠাম।
জয় নন্দ নন্দন কৃষ্ণ।
বিরহ আকুল, গোপ গোকুল
ততহিঁ মানস তৃষ্ণ। ধ্রু।
গান্ধিনী সুত-- হৃদয় নন্দন
স্যন্দন কৃত রোহ।
বল্লরীগণ, বলবন্ত তাপহি
হৃদয়ে কৃতবর মোহ॥
ভকত চাতক, নীল নীরদ
অধিক পূরণ আশ।
কহই পাতক, দুখিত অন্তর
এ রাধামোহন দাস॥ ৭২॥

ঐ—৩৮৯ পদ—গান্ধার

খেণে খেণে কান্দি, লুঠই রাই রথ আগে
খেণে খেণে হরিমুখ চাহ।
খেণে খেণে মনহি, করত জানি ঐছন
নহি সঞে জীবন যাহ॥
সজনি! ইহ দুঃখ সাগর মাঝ।
কো নাহি ডুবল, ঐছন হেরইতে
গোকুল গোপ সমাজ॥
খেণে তৃণ মুখে ধরি, বামক আগুসারি
আছাড়ি পড়ল নিজ অঙ্গে।
খেণে পুনঃ মুরছই, খেণে পুনঃ উঠত
ডুবল বিরহ তরঙ্গে॥
রাধামোহন পহুঁ, আগমন সঙ্কেতে
করি অছু হরল গেয়ান।
হেরি অক্রুর পুন, সময়হি ঐছন
রথ লেই কয়ল প্রয়ান। ৭৩॥

—•—

ঐ—৩৯০ পদ—তোড়ী

না দেখিয়ে রথ আর, না দেখিয়ে ধূল।
নিচয়ে জানিলুঁ মোহে, বিহি প্রতিকুল॥
কহি ভেল মূরছিত রাই ভূমিতলে।
শ্বাস রহিত দেখি, সখী করু কোলে॥
উচ্চঃস্বরে কান্দি কহে, ওহে রাই প্রাণ।
শ্রবণে ঐছে কহি, কহে ঘনশ্যাম॥

কোই কোই করতঁহি, হৃদি শিরঘাত।
কোই কোই কহ কিয়ে, বজর নিপাত।
ঐছন নিরখিতে, রাই মুখ চাঁদে।
পায়ল জীবন, প্রেমক কান্তে॥
তৈখনে যৈছন, বিরহ সংবাদ
রাধামোহন পহুঁ, রস মরিয়াদ॥ ৭৪।

—•—

ঐ—৪১০ পদ—পঠমঞ্জরী

কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলী বদন।
কাঁহা মোর গুণনিধি ও চান্দ বদন॥
কাঁহা মোর প্রাণবন্ধু নবঘনশ্যাম।
কাঁহা মোর প্রাণেশ্বর যেন কোটি কাম।
কাঁহা মোর মৃগমদ কোটিন্দু শীতল।
কাঁহা মোর নবাম্বুদ সুধা নিরমল,
ঐছন প্রলপিতে ভেল মূরছিত।
এ রাধামোহন পহুঁ বিরহ চরিত॥

—•—

শ্রীবৈষ্ণব দাসের জীবনী

বৈষ্ণব দাসের আদি নাম গোকুলানন্দ সেন। কাটোয়া সাবডিভিশনের ঝামটপুর হইতে তিন ক্রোশ দূরে টেঞাবৈদ্যপুরে বৈদ্যকুলে আবির্ভূত হন। তাঁহার পুত্রের নাম রামগোবিন্দ সেন। রামগোবিন্দের দুই কন্যা। বৈষ্ণব দাস শ্রীনিবাস আচার্য্যের বংশধর

শ্রীরাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য। ইনি সঙ্গীত বিশারদ ছিলেন। তিনি যে সুরে গান করিতেন তাহা "টেঞ্চার ছপ্ বা টপ্" নামে বিখ্যাত। তিনি শ্রীপদকল্পতরু নামক বৃহৎ সঙ্গীতশাস্ত্রের সঙ্কলন করেন। তাহাতে ৩১০১টি পদ সন্নিবেশিত রহিয়াছে। তিনি তৎপূর্ব্ববর্ত্তী গৌরাঙ্গ পার্ষদগণের রচিত পদাবলী হইতে লীলাক্রমে ভাবোপযোগী পদের সমাবেশ করিয়া উক্ত গ্রন্থ সম্পাদন করেন। তাঁহার পদ সঙ্কলন সম্বন্ধে স্ব-গ্রন্থের বর্ণন যথা—

তথাহি—শ্রীপদকল্পতরু—

"আচার্য্য প্রভুর বংশ শ্রীরাধামোহন।
কে কহিতে পারে তাঁর গুণের বর্ণন॥
গ্রন্থ কৈল পদামৃত সমুদ্র আখ্যান।
জন্মিল আমার লোভ তাহা করি গান॥
নানা পর্যাটনে পদ সংগ্রহ করিয়া।
তাঁহার যতেক পদ তাহা সব লৈয়া॥
সেই মূল গ্রন্থ অনুসারে ইহা হৈল।
প্রাচীন প্রাচীন পদ যতেক পাইল॥
এই গীতকল্পতরু নাম কৈল সার।
পূর্ব্বরাগাদি ক্রমে চারি শাখা যার॥"

সঙ্গীত জগতে বৈষ্ণব দাসের অবদান কম নহে। স্ব-প্রকাশিত গ্রন্থে ও বিভিন্ন স্থানে তাঁহার রচিত বহু পদ দেখা যায়।

—•—

শ্রীবৈষ্ণব দাসের পদাবলী

শ্রীগৌরাঙ্গ লীল বিষয়ক

পঃ কঃ ৩—১/১/১ পদ—মঙ্গল

জয় জয় শ্রীগুরু, প্রেম কল্পতরু
অদ্ভুত যাঁক প্রকাশ।
হিয় আগেয়ান, তিমির বরজ্ঞান
সুচন্দ্র কিরণে করু নাশ॥
ইহ লোচন আনন্দ ধাম।
অযাচিত এ হেন, পতিত হেরি যো পহুঁ
যাচি দেয়ল হরিনাম॥ ধ্রু॥
দুরমতি অগতি, অসত মতি যো জন
নাহি সুকৃতি লব লেশ।
শ্রীবৃন্দাবন, যুগল ভজন ধন
তাহে করত উপদেশ॥
নিরমল গৌর, প্রেমরস সিঞ্চনে
পূরল সব মন আশ।
সো চরণাম্বুজে, রতি নাহি হোয়ল
রোয়ত বৈষ্ণব দাস। ১।

—•

ঐ—১/১/৯ পদ—রাগ

জয় জয় অতিশয়, দীন দয়াময়
স্বরূপ রামানন্দ রায়।

সুমধুর নিগূঢ়, গৌর রসে জগজ্জন
জানল যাঁক কৃপায়।
জয় নরহরি গদাধর শ্রীনিবাস।
জয় বক্রেশ্বর, দাস গদাধর
মুকুন্দ মুরারি হরিদাস। ধ্রু।
বসু রামানন্দ, সেন শিবানন্দ
গোবিন্দ মাধব বাসু ঘোষ।
জয় বৃন্দাবন, দাস গৌর রসে
জগজনে করল সন্তোষ।
জয় জয় অনন্ত, দাস নয়নানন্দ
জ্ঞানদাস যদু নাথ।
শ্রীরূপ সনাতন, জয় জয় শ্রীজীব
ভট্ট যুগল রঘুনাথ।
জয় জয় কৃষ্ণদাস, কবি ভূপতি
গৌর ভকতগণ আর।
বৈষ্ণব দাস, আশ পরিপূরহ
দেহ চরণ রজঃ সার॥

—০—

ঐ—১/১/১৬ পদ রাগ

প্রভু মোর গৌরচন্দ্র, প্রভু মোর নিত্যানন্দ
প্রভু সীতানাথ আর।
পণ্ডিত গোসাঞি, শ্রীবাস রামাই
ঠাকুর শ্রীসরকার।
মুরারি মুকুন্দ, শ্রীজগদানন্দ
দামোদর বক্রেশ্বর

সেন শিবানন্দ, বসু রামানন্দ
সদাশিব পুরন্দর ॥
আচার্য্য নন্দন, বুদ্ধিমন্ত খান
ছোট বড় হরিদাস।
বাসুদেব দত্ত, রাঘব পণ্ডিত
জগদীশ তার পাশ ॥
আচার্য্য রতন, গুপ্ত নারায়ণ
বিদ্যানিধি শুক্লাম্বর।
শ্রীধর বিজয়, শ্রীমান সঞ্জয়
চক্রবর্ত্তী নীলাম্বর।
পণ্ডিত গরুড়, শ্রীচন্দ্র শেখর
হলায়ুধ গোপীনাথ।
গোবিন্দ মাধব, ঘোষ বাসুদেব
সুধানিধি আদি সাথ ॥
পণ্ডিত ঠাকুর, দাস গদাধর
উদ্ধারন অভিরাম।
রামাই মহেশ, ধনঞ্জয় দাস
বৃন্দাবন অনুপাম।
ঠাকুর মুকুন্দ, শ্রীরঘু নন্দন
চিরঞ্জীব সুলোচন।
বৈদ্য বিষ্ণুদাস, দ্বিজ হরিদাস
গঙ্গাদাস সুদর্শন।
গোবিন্দ শঙ্কর, আর কাশীশ্বর
রামাই নন্দাই সাথ।

রায় ভবানন্দ, সুত রামানন্দ
গোপীনাথ বাণীনাথ ॥
নীলাচল বাসী, সার্ব্বভৌম কাশী
মিশ্র জনার্দ্দন আর।
শ্রীশিখি মাইতি, রুদ্র গজপতি
ক্ষেত্র সেবা অধিকার।
গোসাঞি স্বরূপ, সনাতন রূপ
ভট্ট যুগ রঘুনাথ।
শ্রীজীব ভূগর্ভ, গোসাঞি রাঘব
লোকনাথ আদি সাথ।
যতেক মহান্ত, কে করিবে অন্ত
গৌরাঙ্গ সবার প্রাণ।
গোরাচাঁদ হেন, সবে কৃপাবান
প্রেমভক্তি করে দান ॥
ইহা সবাকার, যত পরিবার
সন্তান আছয়ে যাঁর।
গৌর ভকত, আর যত যত
সবে কর অঙ্গীকার ॥
অধম দেখিয়া, করুণা করিয়া
সবে পূর মোর আশ।
কাতর হইয়া, গুণ সোঙরিয়া
কাঁদয়ে বৈষ্ণব দাস ॥ ৩ ॥

—০—

ঐ—১/১/১৭ পদ—রাগ

গৌরাঙ্গ চাঁদের, প্রিয় পরিকর
দ্বিজ হরিদাস নাম।
কীর্ত্তন বিলাসি, প্রেমসুখরাশি
যুগল রসের ধাম॥
তাঁহার নন্দন, প্রভু দুইজন
শ্রীদাস গোকুলানন্দ।
প্রেমের মূরতি, যুগল পিরীতি
আরতি রসের কন্দ।
গোরা গুণময়, সদয় হৃদয়
প্রেমময় শ্রীনিবাস
আচার্য্য ঠাকুর, খেয়াতি যাঁহার
দুঁহে রহে তাঁর পাশ।
পিতৃ অনুমতি, জানিয়া এ দুহুঁ
হইলা তাঁহার শাখা।
শাখা গণনাতে, প্রভু সহিতে
অভেদ করিয়া লেখা।
গৌরাঙ্গ চাঁদের, প্রিয় অনুচর
জয় দ্বিজ হরিদাস।
জয় জয় মোর, আচার্য্য ঠাকুর
খ্যাতি নাম শ্রীনিবাস॥
জয় জয় মোর, শ্রীদাস ঠাকুর
জয় শ্রী গোকুলানন্দ
করুণা করিয়া, লহ উদ্ধারিয়া
অধম অতিত মন্দ॥

ইহা সবাকার, বংশ পরিবার
যতেক ঠাকুরগণ।
সবার চরণে, রতি মতি মাগে
বৈষ্ণব দাসের মন। ৪।

—•—

ঐ—১/১/১৮ পদ—রাগ

জয় জয় শ্রী, শ্রীনিবাস নরোত্তম
রামচন্দ্র কবিরাজ।
জয় জয় গতি, গোবিন্দ রসময়
জয় তছু ভকত সমাজ।
জয় কবিরাজ, রাজ রস সায়র
শ্রীযুত গোবিন্দ দাস।
ঐছন কতিহুঁ না, হেরিয়ে ত্রিভুবনে
প্রেম মূরতি পরকাশ।
যাকর গীতে, সুধারস বরিখয়ে
কবিগণ চমকয়ে চিত।
শুনইতে গর্ব্ব, খর্ব্ব তব হোয়ত
ঐছন রসময় গীত।
জয় জয় যুগল, পিরীতিময় শ্রীযুত
চক্রবর্ত্তী গোবিন্দ।
গৌর গুণার্নবে, ডুবত অহর্নিশি
জনু মন্দার গিরীন্দ্র।
জয় জয় শ্রীযুত, ব্যাস দয়াময়
শ্যামদাস প্রভু আর।

জয় জয় পহুঁ মোর, রামচরণ
শরণাগতে করু আপনার ॥
জয় জয় রামকৃষ্ণ, কুমুদানন্দ
দ্বিজকুল তিলক দয়াল।
জয় জয় রূপঘটক, বড় রসময়
মণ্ডুর ঠাকুর ভাল ॥
জয় জয় নৃপবর, মল্লরংশ ধর
শ্রীবীর হাম্বীর নাম।
জয় জয় শ্রীকবিরাজ, কর্ণপুর
গোকুল শ্রীভগবান ॥
জয় জয় গোপী, রমন রসায়ন
উজ্জ্বল মূরতি নিতান্ত।
জয় জয় শ্রীনর, সিংহ কৃপাময়
জয় জয় বল্লভী কান্ত।
জয় জয় শ্রী বল্লভ পরমাদ্ভুত
প্রেম মূরতি পরকাশ।
প্রভু সুতা চরণ, সরোরুহ মধুকর
জয় যদু নন্দন দাস।
কবি নৃপবংশজ, ভুবনবিদিত যশ
ঘনশ্যাম বলরাম।
ঐছন ভকত জন, নিরুপম গুণগণ
গৌর প্রেমময় ধাম ॥
ইহ সব প্রভুগণ, চরণ যাক ধন
তাক চরণে করি আশ।

অতিহুঁ অসত মতি, পামর দুরগতি
রোয়ত বৈষ্ণব দাস ॥ ৫ ॥

—•—

ঐ—১/১/৮ পদ—কামোদ

জয় জয় শ্রীনবদ্বীপ সুধাকর,
প্রভু বিশ্বম্ভর দেব ।
জয় পদ্মাবতী নন্দন পহুঁ মঝু,
জয় বসু জাহ্নবী সেব,
জয় জয় শ্রীসীতাপতি সুখদ,
শান্তিপুর চন্দ ।
জয় জয় শ্রীল গদাধর পণ্ডিত,
রসময় আনন্দ কন্দ ॥
জয় মালিনী পতি সদয় হৃদয় অতি,
পণ্ডিত শ্রীবাস উদার ।
গৌর ভকত জয় পরম দয়াময়,
শিরে ধরি চরণ সবার ॥
ইহ সব ভুবনে প্রেমরস সিঞ্চনে,
পূরল জগজন আশ ।
আপন করম দোষে বঞ্চিত ভেল,
দুরমতি বৈষ্ণব দাস । ৬ ॥

—•—

শ্রীঅদ্বৈত মহিমা

ঐ—১/১/৯ পদ—রাগ

কুবের পণ্ডিত, অতি হরষিত
দেখিয়া পুত্রের মুখ।
করি জাত কর্ম্ম, যে আছিল ধর্ম্ম
বাড়য়ে মনের সুখ।
সব সুলক্ষণ, বরণ কাঞ্চন
কনক কমল শোভা।
আজানু লম্বিত, বাহু সুবলিত
জগজন মনোলোভা।
নাভি সুগভীর, পরম সুন্দর
নয়ন কমল জিনি।
অরুণ চরণ, নখ দরশন
জিনি কত বিধুমণি।
মহাপুরুষের, চিহ্ন মনোহর
দেখিয়া বিস্ময় সবে।
বুঝি ইহা হৈতে, জগত তরিবে
এই করে অনুভবে॥
যত পুরনারী, শিশু মুখ হেরি
আনন্দ সাগরে ভাসে।
না ধরয়ে হিয়া, পুনঃ পুনঃ গিয়া
নিরখয়ে অনিমিষে॥
তাহার মাতারে, করে পরিহারে
কহে হেন সুত যার।

তার ভাগ্য সীমা, কি দিব উপমা
ভুবনে কে সম তার।
এতেক বচন, সব নারীগণ
কহে গদগদ ভাষা।
জগত তারণ, বুঝল কারণ
দাস বৈষ্ণবের আশা ॥ ৭ ॥

—•—

ঐ—৩/১৭/৩ পদ—সুহই

বিষয়ে সকলে মত্ত, নাহি কৃষ্ণ নামতত্ত্ব
ভক্তি শূন্য হইল অবনী।
কলিকাল সর্প বিষে, দগ্ধ জীব মিথ্যা রসে
না জানয়ে কেবা সে আপনি।
নিজ কন্যা পুত্রোৎসবে, মাতিয়া আছয়ে সবে
নাহি অন্য শুভ কর্ম্ম লেশ।
যক্ষ পূজে মদ্য মাংসে, নানারূপ জীব হিংসে
এই মত হেন সর্ব্বদেশ।
দেখিয়া করুণা করি, কমলাক্ষ নাম করি
অবতীর্ণ হৈতা গৌড়দেশে।
ব্রজরাজ কুমার, সাঙ্গোপাঙ্গ অবতার
করাইব এই অভিলাষে॥
সর্ব্ব আগে আগুয়ান, জীবেরে করিতে ত্রাণ
শান্তিপুরে হইলা প্রকাশ।
সকল দুষ্কৃতি যাবে, সবে কৃষ্ণনাম পাবে
কহে দীন বৈষ্ণবের দাস। ৮ ।

—•

ঐ—৩/১৭/১৭ পদ—সিন্ধুড়া

এ তিন ভুবন মাঝে, অবনী মণ্ডল সাজে
তাহে পুনঃ অতি অনুপাম।
শোক দুঃখ তাপত্রয়, যার নামে শান্ত হয়
হেন সেই শান্তিপুর গ্রাম।
কুবের পণ্ডিত তায়, শুদ্ধ সত্ত্ব দ্বিজরায়
নাভা দেবী তাহার গৃহিনী।
শান্তিপুরে করি স্থিতি, কৃষ্ণপূজা করে নিতি
ভক্তিহীন দেখিয়া অবনী॥
কলিহত জীব দেখি, মনোদুঃখ পায় অতি
ভক্তে আরাধিয়ে ভগবান।
সেই আরাধন কাজে, নাভাদেবী গর্ভ মাঝে
মহাবিষ্ণু কৈলা অধিষ্ঠান।
মাঘ মাস শুভক্ষণে, শুক্লা সপ্তমী দিনে
অবতীর্ণ হৈলা মহাশয়।
দেখিয়া পণ্ডিত অতি, হৈলা হরষিত মতি
নয়নে আনন্দ ধারা বয়॥
আচম্বিতে জগজ্জনে, আনন্দ পাই মনে
কি লাগিয়া কেহ নাহি জানে।
এ বৈষ্ণব দাস বলে, উদ্ধার হইবে হেলে
পতিত পাষণ্ডী দীন হীনে॥ ৯।

—০—

গৌঃ পঃ তঃ—৬/২/২৯ পদ ভাটিয়ারী

জয় জয় অদ্বৈত আচার্য্য মহাশয়।
অবতীর্ণ হৈলা জীবে হইয়া সদয়।

মাঘ মাস শুক্লা পক্ষ সপ্তমী দিবসে।
শান্তিপুর আসি প্রভু হইলা প্রকাশে॥
সকল মহান্ত মাঝে আগে আগুয়ান।
শিশুকালে থুইলা পিতা কমলাক্ষ নাম॥
কলিকাল সাপে জীবে করিল গরাস।
দেখি বিষ বৈদ্যরূপে হইলা প্রকাশ॥
যাহার হুঙ্কারে গোরা আইলা অবনী।
বৈষ্ণব মরিবে তার লইয়া নিছনি॥ ১০॥

—০—

কবিত্রয় বন্দনা

পঃ কঃ তঃ—১।১।১৫ পদ—ধানসী

জয় জয়দেব কবি, নৃপতি শিরোমণি
বিদ্যাপতি রসধাম।
জয় জয় চণ্ডীদাস, রস শেখর
অখিল ভুবনে অনুপাম॥
যাকর রচিত, মধুর রস নিরমল
গদ্য পদ্যময় গীত।
প্রভু মোর গৌরচন্দ্র, আস্বাদিলা
রায় স্বরূপ সহিত।
যবহুঁ যে ভাব, উদয় করু অন্তরে
তব গায়ই তুহুঁ মেলি।
শুনইতে দারু, পাষাণ গলি যায়ত
ঐছন সুমধুর কেলি॥

আছিল গোপত, যতন করি পহুঁ গৌর
জগতে করল পরকাশ।
সো রস শ্রবণে, পরশ নাহি হোয়ল
রোয়ত বৈষ্ণব দাস। ১১॥

—•—

ঐ—৩২৯।১ পদ—সুহই

নীলাচলে জগন্নাথ রায়।
গুণ্ডিচা মন্দিরে চলি যায়॥
অপরূপ রথের সাজনি।
তাহে চড়ি যায় যদুমণি॥
দেখিয়া আমার গৌরহরি।
নিজজন লৈয়া এক করি॥
মাল্য চন্দন সবে নিয়া।
জগন্নাথ নিকটে যাইয়া।
রথ বেড়ি সাত সম্প্রদায়।
কীর্ত্তন করয়ে গোরা রায়॥
আজানু লম্বিত বাহু তুলি।
ঘন উঠে হরি হরি বলি।
গগন ভেদিল সেই ধ্বনি।
অন্য আর কিছুই না জানি॥
নিতাই অদ্বৈত হরিদাস।
নাচে বক্রেশ্বর শ্রীনিবাস॥
মুকুন্দ স্বরূপ রাম রায়।
মন বুঝি উচ্চৈঃস্বরে গায়।

গোবিন্দ মাধব বাসু ঘোষ।
যার গানে অধিক সন্তোষ॥
বসু রামানন্দ নরহরি।
গদাধর পণ্ডিতাদি করি॥
দ্বিজ হরিদাস বিষ্ণুদাস।
ইহা সভার গানেতে উল্লাস॥
এমত কীর্ত্তন নর্ত্তনে।
কতদূর করিল গমনে।
এ সভার পদরেণু আশ।
করি কহে বৈষ্ণব দাস॥ ১৩॥

—০—

ঐ—৪/১৬/১ পদ—বসন্ত

মধুঋতু সময় নবদ্বীপ ধাম।
সুরধুনী তার সবঠ অনুপাম।
কোকিল মধুকর পঞ্চম ভাষ।
চৌদিশে সবহুঁ কুসুম পরকাশ॥
ঐছন হেরইতে গৌর কিশোর।
পূরুব প্রেমভরে পহু ভেল ভোর॥
ঝর ঝর লোচন ঢর কত লোর।
পুলকে পূরল তনু গদ গদ বোল:
শুনহ মুকুন্দ মরম অভিলাষ।
আজু নন্দ-নন্দন করত বিলাস।
সো মুখ যদি হাম দরশন পাঙ।
তব দুখ খণ্ডয়ে তছু গুণ গাঙ।

মোহে মিলাহ ব্রজ মোহন পাশ।
এত করি গৌরক দীঘ নিশ্বাস॥
বুঝই না পারিয়ে ইহ অনুভব
বৈষ্ণব দাসক অব দুখ লাভ। ১৪।

—•

ঐ—৪/১৭/৪৯ পদ—কামোদ

বহুক্ষণ নটন পরিশ্রমে পহুঁ মোর
বৈঠল সহচর কোর
সুশীতল মলয় পবন বহ মৃদু মৃদু
হেরইতে আনন্দ কো করু ওর॥
দেখ দেখ! অপরূপ গোরা দ্বিজরাজ।
সুন্দর বদনে স্বেদ কণ শোভন
হেম মুকুরে জনু মোতি বিরাজ॥ ধ্রু॥
বহুবিধ সেবনে সকল ভকত গণে
শ্রমজল সকল কয়ল তব দূর।
নিজগৃহে আওল, গৌর দয়াময়
পরিজন হিয়ে আনন্দ পরিপূর।
সব সহচর গণে গেও নিকেতনে
নিতি নিতি ঐছন করয়ে বিলাস
সো সুখসিন্ধু বিন্দু নাহি পাওল
রোয়ত দুরমতি বৈষ্ণব দাস। ১৫॥

•—

ঐ—৪।২৬।২৮ পদ—ভাটিয়ারি

গোরাচাঁদ ! ফিরি চাহ নয়নের কোণে।
দেখি অপরাধী জনা, যদি তুমি কর ঘৃণা
অযশ ঘুষিবে ত্রিভুবনে। ধ্রু ॥
তুমি প্রভু দয়াসিন্ধু, পতিত জনার বন্ধু
সাধুমুখে শুনিয়া মহিমা।
দিয়াছি তোমার দায়, এই মোর উপায়
উদ্ধারিলে মহিমার সীমা॥
মুঞি অতি দুষ্ট মতি, তুয়া নামে নাহি রতি
সদাই অসত পথে ভোর।
তাহাতে হৈয়াছে পাপ, আর অপরাধ তাপ
সে কত তাহার নাহি ওর॥
তোমার কৃপাবল বানে, অপরাধী নাহি মানে
শুনি নিবেদিয়ে রাঙ্গা পায়।
পূরাহ আমার আশ, ফুকরে বৈষ্ণব দাস
তুয়া নাম স্ফুরুক জিহ্বায়। ১৬॥

—•—

ঐ—৪/২৬/২৯ পদ—ধানসী

পাই মোর গৌরাঙ্গ গোসাঞি।
এই কৃপা কর যেন তোমার গুণ পাই॥
যে সে কুলে জন্ম হউ যে সে দেহ পাঞা।
তোমার ভক্ত সঙ্গে ফিরি তোমার গুণ গাইয়া॥
চিরকাল আশা প্রভু আছয়ে হিয়ায়।
তোমার নিগূঢ় লীলা স্ফুরয়ে আমায়॥

তোমার নামে সদা রুচি হইক মোর।
তোমার গুণ গানে যেন সদাই হউ ভোর॥
তোমার গুণ গাইতে শুনিতে ভক্ত সঙ্গে।
সাত্ত্বিক বিকার কি হইবে মোর অঙ্গে।
অশ্রু কম্প পুলকে পূরিবে সব তনু।
ভূমিতে পড়িব প্রেমে অগেয়ান জনু।
যে সে কর প্রভু তুমি একমাত্র গতি।
কহয়ে বৈষ্ণব দাস তোমায় রহু মতি॥ ১৭॥

—•—

ঐ—৪/৩৫/৭৫ পদ সুহিনী

নীলাচলে যব মঝু নাথ।
দেখিব আপনে জগন্নাথ।
রামরায় স্বরূপ লইয়া।
নিজ ভাব করে উঘারিয়া।
মোর কি হইবে হেন দিনে।
তাহা কি মুঞি শুনিব শ্রবণে।
পুনঃ স্নিয়ে জগন্নাথ দেবে।
গুণ্ডিচা মন্দিরে চলি যাবে।
প্রভু মোর সাত সম্প্রদায়।
করিবে কীর্ত্তন উচ্চরায়॥
মহানৃত্য কীর্ত্তন বিলাস
সাত ঠাঞি হইবে প্রকাশ।
মোর কি এমন দশা হয়
সে মুখ কি নয়নে হেরব।

সকল ভকত গণ মেলি।
উদ্যানে করিবে নানা কেলি।
বৈষ্ণব দাসের অভিলাষ।
দেখি মোর পূরব আশ। ১৮॥

—•—

গৌঃ পঃ ৩ :—১/১/৫ পদ—

এত শুনি বিধুমুখী, মনে হয়ে অতি সুখী
কহে শুন প্রাণনাথ তুমি।
কহিলে সকল তত্ত্ব, বুঝিনু স্বপন সত্য,
সেই রূপ দেখিব হে আমি।
আমারে যে সঙ্গে লবে, দুই দেহ এক হবে
অসম্ভব হইতে কেমনে।
চূড়া ধরা কোথা থোবে, বাঁশী কোথা লুকাইবে
কাল গৌর হইবে কেমনে।
এত শুনি কৃষ্ণচন্দ্র, কৌস্তুভের প্রতিবিম্বে
দেখাওল শ্রীরাধায় অঙ্গ।
আপনি তাহে প্রবেশিলা, দুই দেহ এক হৈলা
ভাব প্রেমময় সব অঙ্গ।
নিধুবনে এই কয়ে, দুহুঁ তনু এক হয়ে,
নদীয়াতে হইলা উদয়
সঙ্গেতে যে ভক্তগণে, হরিনাম সংকীর্ত্তনে
প্রেমবন্যায় জগত ভাষায়॥
বাহিরে জীব উদ্ধারণ, অন্তরে রস আস্বাদন
ব্রজবাসী সখাসখী সঙ্গে।

বৈষ্ণব দাসের মন, হেরি রাঙ্গা শ্রীচরণ
না ভাসলাম সে সুখ তরঙ্গে ॥ ১৯ ॥

—০—

ঐ—৪।২।৪০ পদ—কামোদ

ময়ি আলো নদীয়া মাঝারে ও না রূপ।
কেবল মূরতি নব পিরীতের কূপ ॥ ধ্রু ॥

বদন মণ্ডল, চাঁদ ঝলমল
কনক দরপন নিন্দিতে।
চাঁদমুখে হরি, বোলে ভাব ভরে
প্রেমে কান্দিতে কান্দিতে।
তেজি সুখময়, শয়ন আসন
নাম ডোরগলে শোভিতে।
সুগন্ধি চন্দন, অঙ্গেতে লেপন
সংকীর্ত্তন রসে ভূষিতে ॥
ভাবে গর গর, না চিনে আপন পর
পুলক আবলী অঙ্গেতে।
'রা' বলিয়া গোরা, 'ধা' বোল না পারে
ভাব ভরে আর বলিতে।
বাজহি মাদল, করহি করতাল
কলি কলুষ ভয় নাশিতে।
ভকতগণ মেলি, দেই করতালি
ফিরয়ে চৌদিকে নাচিতে।
চরণ পল্লব, দিতে ভক্তগণে
হরিনাম জীবে প্রকাশিতে
দয়াল গৌরাঙ্গ, আসিলা অবনী
বৈষ্ণব দাসেরে ভবে তারিতে ॥ ২০ ॥

পদমেরু

অনাদর পেয়ে গোরা অভিমানে চলে।
পথ নাহি নিরখই নয়নের জলে॥
বিষাদিত হয়ে সদা বলে হরি হরি।
দয়া নাহি প্রকাশিল রাই কিশোরী॥
ভাবের আবেশে গোরা চলিতে না পারে।
রাধা রাধা বলি ভূমে ঢলে ঢলে পড়ে॥
রোখে চলিল অতি দুঃখিত হইয়ে।
বৈষ্ণব দাসের হৃদে সতত জাগয়ে॥ ২১॥

—০—

ঐ

দেখিলাম গোরাচাঁদের মলিন বদন।
মান ভরে কিছু নাহি কহয়ে বচন॥
কেহ যদি নিয়ড়হি পুছই যাই।
রোখে চলিয়া পুনঃ বৈঠয়ে আন ঠাঞি॥
ক্ষণে আন ভাব গোরা করয়ে উদয়।
রসরাজ মূর্ত্তি তাঁতে সদা রসময়॥
প্রিয় সখাস্থানে কভু যুগতি ডরাই।
কৈছে মিলিবে মোহে রসময়ী রাই॥
নিজ মান করে কত বাড়ায় আরতি।
তহি মান ভাঙ্গাইতে করয়ে যুকতি।
আজু দেখি গোরাচাঁদের নৌতুন বিলাস।
হৃদয়ে ভাবয়ে তাহা বৈষ্ণব দাস॥ ২২॥

—০—

ঐ

গোরামুখ বিমল, কমল হেম জিনি
তাহে রুচি মলয়জ বিন্দু।
পরিমলে ধায়ই, কতহু ভ্রমরা কুল
চকোর শোভিত বলি ইন্দু॥
নিরজনে বসি গোরা রায়।
রাই ভাবাবেশে, ষটপদে বোলত
কাহে মোঝে নিঙড়ে উদয়।
শ্যাম ভ্রমরা তুহুঁ, কুসুমিত কাননে
যঁহি অব মকরন্দ পানে।
মন্দির মাঝে, কাহে ভেল গুঞ্জসি
না বুঝিয়ে চরিত বিধানে।
এবে আন কাজে, কাহে সে বিঘটন
বোলত পূরব আবেশে।
গোরাপ্রেমে সুখসিন্ধু, না পায়ল একবিন্দু
ভাবয়ে বৈষ্ণব দাসে। ২৩॥

—॰—

ঐ

ব্রজভাব ভাবি গোরা প্রেমাবিষ্ট হৈল।
ভাবাবেশে অর্ধবাহ্য দশা প্রকাশিল।
শ্রবণে শুনিল যেন মুরলীর ধ্বনি
ব্রজভাব দড়াইয়া হইলেন ভাবিনী।
নিতি নিতি বাজে বাঁশী রাধা রাধা বলি।
আজ কেনে বলে বাঁশী রাধা চন্দ্রাবলী।

কোপেতে ভরল তনু অরুণ নয়ান।
চন্দ্রাবলী নাম শুনে বাঢ়ল মান॥
লম্পট কানুর রীত কভু নাহি যায়।
এত বলি গোরাচাঁদ নিশবদে রয়॥
ভক্তগণ ভাবে একি নূতন বিলাস।
হৃদয়ে ভাবিতে চায় বৈষ্ণব দাস॥ ২৪।

—০—

ঐ

লয়ে ভক্তগণে, গদাধর সনে
বিলাসে গৌর রায়।
প্রেমে গরগর, হইয়ে বিভোর
কত না বদনে কয়॥
গদাধর গুণ, কহে ক্ষণ ক্ষণ
গৌর রসিক রাজ।
ক্ষেণে ক্ষেণে বলে, করি উতরোল
সদাশিব কবিরাজ॥
শুনি গদাধর, মানে গর গর
অবনত করি মাথ।
মনে দুঃখী হয়ে, রহয়ে বসিয়ে
কছু না কহয়ে বাত।
সে ভাব বুঝিয়ে, নিকটেতে যাইয়ে
পহুঁ হাসি হাসি কয়
পূরব স্মরণে, হইলে বিমনে
এহো ত উচিত নয়॥

তোমার বদন, দেখিয়ে মলিন
সুখী নহে মোর অঙ্গ।
বৈষ্ণব দাস, এই অভিলাষ
করহ সঙ্গীর সঙ্গ ॥ ২৫।

—•

ঐ

নিদাবেশে দেখে গোরা জাগর সমান।
আন ঠাঞি বিহরয়ে শঠ মঝু কান।
দেখিতে দেখিতে পহুঁ পাওল চেতন।
সপনহি বিলাসই মানয়ে বিপন।
কোপে ভরল তনু না কহল বাত।
অভিমানে বৈঠল অবনত মাথ॥
অপরূপ দেখি আজু গৌরাঙ্গ বিলাস।
চরণ ভাবিয়ে বলে বৈষ্ণব দাস। ২৬॥

—•—

ঐ—কামোদ

পূরবহি রাসে, মগন গোরা নটবর
প্রিয় গদাধর করি বামে।
পারিষদগণ তাহে, চৌদিগে মণ্ডিত
নাচত অঙ্গ বিঠামে॥
যৈছে বিভাবিত, নায়িকা নায়ক
স্মরিয়া ব্রজের মাধুরী
মণ্ডলী ছোড়ি, চলত প্রভু অলখিত
গদাধর সঙ্গহি করি।

হেরি অদর্শন, গৌর সুন্দর
সহচর চমকিত ভেল।
আকুল জীবন, পুনঃ পুনঃ বোলত
কীর্ত্তন ছোড়ি কাঁহা গেল॥
ঢোরত নিকরহি, সকল ভকত মিলি
তবু নাহি পাও উদ্দেশে।
বিরহ উন্মাদে, তরুগণ পুছই
কহতহি বৈষ্ণব দাসে॥ ২৭॥

—০—

ঐ

ভাবের আবেশে কহে গৌরাঙ্গ রায়।
পূরব প্রেমের ভরে গদ গদ কয়॥
বচন চাতুরী হাম কিছু নাহি জানি।
কাহে প্রিয়ে রোখ ভার কহ তছু বাণী॥
হরি গুণ কীর্ত্তনে জাগিয়াছে নিশি।
না জানি কি দোষে আমি হইলাম দুষী॥
কহয়ে বৈষ্ণব দাস ব্রজভাব জানি।
কত ছলা জানে গোরা রসিক শিরোমণি॥ ২৮

—০—

ঐ

রাধা প্রেমোদয়ে গোরায় স্থির নাহি হয়
সেই ভাবে খেণে খেণে করয়ে উদয়॥

অভিসারে সাজই সময় সুজানি।
মত্তমাতঙ্গ চলে যথা সুরধুনী।
জিনি জম্বুনদ হেম অঙ্গের কিরণ।
দশদিশ আলো করে জিমি শশীগণ॥
শ্রীমুখ মণ্ডল সিংহগ্রীব ভুজদ্বয়।
কিসে বা তুলনা দিব তুলনা না হয়।
কুন্তল অতুল নাসাশ্রুতি যুগাধর।
কুণ্ডল মঞ্জুল বিম্ব নিন্দি খগবর।
ভাঙ্গ বিভঙ্গি আঁখি নাহি পক্ষিমান।
নীল পঙ্কজ জিনি কামের কামান।
ঘন বাসো অঙ্গে যেন বিজুরি সঞ্চারে।
মদন বিজয়ী মালা উরো পরিসরে।
প্রেম ধারা অবিরত বহে নিরন্তরে।
বৈষ্ণবদাস রূপ ভাবিয়ে বিভোরে॥ ২৯।

—•—

ঐ

সুরধুনী তীরে বসি গৌরাঙ্গ সুন্দর।
রাধাভাবে ভাবি সদা হুইয়ে বিভোর।
প্রভু মুখে কৃষ্ণকথা অবিরত বহে।
পশুপাখী শুনি সভে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে॥
কৃষ্ণ ভাবযোগে গোরা সদাই বিভোলা।
হেনকালে পাখি বলে কৃষ্ণ কোথা গেলা।
পূরুবের অভিমান মনেতে স্মরিয়ে।
অভিমানে পহু তহি রহিল বসিয়ে।

মান ভরে বলে গোরা আমারে ছাড়িয়ে।
কি লাগিয়ে আন ঠাঞি বিহরয়ে গিয়ে॥
কোপেতে মলিন মুখ কিছু নাহি কয়।
বৈষ্ণব দাস মাগে সেই পদদ্বয়। ৩০॥

—০—

পঃ কঃ তঃ—৪/৩৮/১১১ পদ

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় দীনবন্ধু।
পতিত পাবন জয় করুণার সিন্ধু॥
জয় জয় পরম দয়াল নিত্যানন্দ।
জয় জয় সীতানাথ শান্তিপূর চন্দ্র॥
শ্রীবাস শ্রীগদাধর আদি ভক্তবৃন্দ।
জয় জয় সবাকার চরণার বিন্দ॥
এইবার করুণা কর গৌর ভক্তগণ।
তোমা সবার শ্রীচরণ হউক প্রাণ-ধন॥
যাঁহার স্মরণে হৈল গ্রন্থ সংগ্রহ।
সে চরণ ধূলি দেহ করি অনুগ্রহ॥
দন্তে তৃণ ধরি পড়ি দণ্ডবং হৈয়া।
করযুড়ি নিবেদিয়ে শুন মন দিয়া॥
অদোষ-দরশী তোমরা গৌর ভক্তগণ।
অপরাধ ক্ষমি শুন মোর নিবেদন॥
আচার্য্য প্রভুর বংশ শ্রীরাধামোহন।
কে কহিতে পারে তার গুণের বর্ণন।
যাহার বিগ্রহে গৌর প্রেমের নিবাস।
হেন শ্রীআচার্য্য প্রভুর দ্বিতীয় প্রকাশ।

গ্রন্থ কৈলা পদামৃত সমুদ্র আখ্যান।
জন্মিল আমার লোভ তাহা করি গান॥
নানা পর্য্যটনে পদ সংগ্রহ করিয়া।
তাঁহার যতেক পদ সব তাহা লৈয়া॥
সেই মূল-গ্রন্থ অনুসারে ইহা কৈল।
প্রাচীন প্রাচীন পদ যতেক পাইল॥
এই গীত-কল্পতরু নাম কৈনু সার।
পূর্ব্ব রাগাদি ক্রমে চারি শাখা যার॥
প্রথম শাখার করি পল্লব গণনা।
শুন গৌরভক্ত-বৃন্দ করিয়া করুণা॥

প্রথম পল্লবে কৈলা মঙ্গলাচরণ।
সপ্তবিংশতি পদ তাহাতে ঘটন॥

দ্বিতীয় শ্রীরাধিকার পূর্ব্বরাগ বর্ণন।
ষড় বিংশতি পদ তাহে আছয়ে যোটন॥

তৃতীয় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পূর্ব্বরাগ গাইল।
ত্রয়োদশে পদে তাহা সমাপণ কৈল॥

চতুর্থে শ্রীরাধাকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ বর্ণনা।
পঞ্চত্রিংশ পদ তাহে আছয়ে ঘটনা॥

পঞ্চম পল্লবে পূর্ব্বরাগ এক প্রকার।
বয়ঃসন্ধি রূপ-পঞ্চদশ পদ তার॥

ষষ্ঠে পূর্ব্বরাগ প্রকারান্তর গাইল।
পঞ্চদশ পদে তাহা সমাপণ কৈল॥

সপ্তমে পূর্ব্বরাগ বিস্তার কিছু আছে।
ঊন ষষ্টি পদ তাহা গাইয়াছি পাছে॥

অষ্টমে কৃষ্ণের পুন পূর্ব্বরাগ গান।
চতুস্ত্রিংশ পদে তাহা কৈল সমাধান॥
নবমে সংক্ষিপ্ত সম্ভোগের রসোদ্গার।
সপ্তদশ পদ তাহে গাইয়াছি সার॥
এই রস প্রকারান্তরে দশম একাদশে।
ছয় পদ আঠর পদ জানিবে বিশেষে॥
এই কহিল প্রথম শাখার গণন।
পূর্ব্বরাগ সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ বর্ণন॥
একাদশ পল্লব প্রথম শাখায় হইল।
দুই শত পঞ্চষষ্টি পদে সমাপিল। ৩১॥

—০—

শুনহ বৈষ্ণব গোসাঞি করিয়া করুণা।
দ্বিতীয় শাখার করি পল্লব গণনা॥
প্রথমে রূপানুরাগ অভিসার মিলন।
একাদশ পদে তাহা কৈল সমাপণ॥
দ্বিতীয়ে রূপানুরাগ বাসক সজ্জাদি।
একাদশ পদ তাহে মিলন অবধি॥
তৃতীয়ে রূপাভিসার মিলন গাইল।
ষোড়শ পদেতে তাহা সমাপন কৈল॥
চতুর্থ পল্লবে সে বসন্ত কালোচিত।
বাসক সজ্জাদি একবিংশতি পদ গীত॥
পঞ্চমে বাসক সজ্জা শীত কালোচিত।
সেহো ত ষোড়শ পদ মিলন সহিত॥
ষষ্ঠে বর্ষা কালোচিত বাসক সজ্জাদি।
একাদশ পদ তাহে মিলন অবধি॥

সপ্তমে অভিসারাদি খণ্ডিতা পর্য্যন্ত।
সর্ব্ব কালোচিত গান ছাব্বিশ পদে অন্ত॥
অষ্টম নবম আর দশম পল্লবে।
খণ্ডিতা বর্ণন ধীরা মধ্যাদি স্বভাবে॥
দ্বাদশৈকাদশ আর সপ্ত পদ তায়।
ক্রমে সে গাইল তোমা সবার কৃপায়॥
একাদশে হয় অধীরা-মধ্যার কথন।
ত্রয়োদশ পদ তাহে খণ্ডিতা বর্ণন॥
দ্বাদশেতে ধীরাধীরা মধ্যার খণ্ডিতা।
একাদশ পদে সব গাইয়াছি তথা॥
ত্রয়োদশ পল্লবে গাই কলহান্তরিতা।
একোনবিংশতি পদ অপরূপ কথা॥
পুন প্রকারান্তরে সে কলহান্তরিতা।
চতুর্দ্দশ পঞ্চদশ পল্লবে সে কথা॥
দ্বাদশ আর ত্রয়োদশ পদ আছে ক্রমে।
মিলন পর্য্যন্ত সেই সব অনুপমে॥
ষোড়শে আর সপ্তদশে দুর্জ্জয় মান।
নয় পদে চল্লিশ পদে দুই সমাধান॥
অষ্টাদশ পল্লব আর উনবিংশতিতে।
দ্বাদশ ত্রয়োদশ পদ মান বহুমতে॥
বিংশতি পল্লবে মান বিবিধ প্রকার।
পঞ্চবিংশতি পদ হয়ত তাহার॥
একবিংশতি পল্লবে শুন সেই মান।
একাদশ পদে সহেতু মান সমাধান॥

দ্বাবিংশতি পল্লবে নির্হেতু মান হয়।
প্রতিবিম্ব-দৃষ্টি আদি তের পদ তার॥
ত্রয়োবিংশে অকারণ মানের প্রকার।
নানামত ভেদ তাহে নয় পদ তার॥
চতুর্ব্বিংশে সংকীর্ণ সম্ভোগ রসোদ্গার।
দ্বিতীয় শাখার শেষ নয় পদ তার॥
চব্বিশ পল্লবে দ্বিতীয় শাখা সমাপিল।
তিনশত একান্ন পদ তাহে হৈল॥ ৩২॥

—০—

শুন গৌরভক্তবৃন্দ করিয়া করুণা।
তৃতীয় শাখার করি পল্লব গণনা॥
প্রথম সে স্বয়ং দৌত্য সম্ভোগ মিলন।
দশপদ গান সেই অতি বিলক্ষণ॥
দ্বিতীয়ে অষ্টপদে পুনঃ স্বয়ং দূতী গান।
তৃতীয়েত স্বয়ং দূতীর বিবিধ বিধান॥
একাদশ পদ তৃতীয়ে চতুর্থে সে দশ।
স্বয়ং দূতী সম্পূর্ণ সম্ভোগ খ্যান রস॥
মানাদিতে স্বয়ং দূতী সে এক প্রকার।
তাহা নহে এই হয়ে বড় চমৎকার।
পঞ্চমে সে সম্ভোগান্তে রসালস গান।
গৃহে আগমন অষ্টপদে সমাধান।
ষষ্ঠে রসোদগার হয় ত্রিবিধ প্রকার।
অষ্ট প্রকরণে ঊন আশি পদ তার॥
সপ্তমে রসোদগার পরে শ্রীকুণ্ডে মিলন।
চারি পদ গান করি কৈল সমাপণ॥

অষ্টমে সে অনুরাগে কুঞ্জেতে মিলন।
সপ্তদশ পদ সম্ভোগাদি প্রকরণ॥
নবমে প্রেম বৈচিত্র্য হয়ে তৃতীয় প্রকার।
আশ্চর্য্য চরিত্র ত্রয়োদশ পদ তার॥
দশমৈকাদশে অনুরাগ বহু গাইল।
রূপ আক্ষেপ অভিসার স্থল ভিন কৈল॥
আক্ষেপের নানাভেদ মুখ্য নয় প্রকার।
একশত যন্নবতি পদ হয়ে তার॥
দ্বাদশ পল্লবে হয় অভিসারানুরাগ।
দশ পদ সম্ভোগ পর্য্যন্ত সমভাগ॥
ত্রয়োদশে অভিসারোৎকণ্ঠা আদি করি।
অভিসারে ছয় চল্লিশ পদ তাহে ধরি॥
চতুর্দ্দশে রূপোল্লাস সম্ভোগ মিলন।
চতুস্ত্রিংশ পদ তাহে করিল যোটন॥
পঞ্চদশে নিত্য রাস সর্ব্ব কালোচিত।
ঊনত্রিংশ পদ তাহে মধুর সঙ্গীত॥
তারি মধ্যে বিপরীত সম্ভোগ বিস্তার।
ষোড়শ বিংশতি পদে তারি রসোদগার॥
এক নিবেদন শুন করি অবধান।
জন্মতিথি পূজাদিনে যে করিয়ে গান॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দ চৈতন্যের জন্মলীলা।
ঠাকুর বৈষ্ণবগণ যেমত কহিলা॥
সপ্তদশ পল্লবে পঞ্চদশ পদে গাই
অষ্টাদশে নন্দোৎসব আনন্দ বাধাই।

তারি মধ্যে এক ভাগে রাধিকার জন্মোৎসব।
দশ চারি চৌদ্দ পদে গাহিয়াছি সব॥
মাতার বাৎসল্য আর কৃষ্ণের বাল্যলীলা।
শুনি পশু পাখী কান্দে গলি যায় শিলা॥
সম্যক কি সাধ্য তার কোন কোন লীলা।
প্রাচীন বৈষ্ণবগণ যেমত গাইলা॥
তাহা শুনি কিছু কিছু যে হৈল সংগ্রহ।
তাহা শুন ভক্তগণ করি অনুগ্রহ॥
উনবিংশতি পল্লবে কৌমার কালোচিত।
মাতার বাৎসল্য সে বিংশতি পদগীত॥
বিংশতিতে বাৎসল্য আর গোষ্ঠাষ্টমী লীলা।
বৎস চারণাদি পঞ্চবিংশতি পদ হৈলা॥
এক বিংশতিতে আর দ্বাবিংশ পল্লবে।
সখ্য বাৎসল্য গোষ্ঠ গমন উৎসবে॥
যজ্ঞপত্নী অন্ন ভোজনাদি নানা খেলা।
ত্রিংশ আর ষড়বিংশতি পদ তাহে হৈলা॥
ত্রয়োবিংশে গোবর্দ্ধন ধারনাদি লীলা।
সাত চারি এগার পদ সংগ্রহ হইলা॥
চতুর্বিংশে শরৎকালে মহারাস লীলা।
পঞ্চাশৎ পদ তাহে সংগ্রহ হইলা॥
বৈষ্ণব গোসাঞি কৃপা যেমত করিলা।
পঞ্চবিংশে দানলীলা আর গোচারণ।
এক শত ছয় পদ সাত প্রকরণ॥
ষড়বিংশে রাধাকৃষ্ণের নৌকায় বিলাস।
অষ্ট ষষ্টি ষোড়শ পদে রসের উল্লাস॥

সপ্তবিংশে বসন্তলীলা বিস্তার বর্ণন।
শ্রীপঞ্চমী হোলি মধু রাসলীলাগণ।
ফুলদোল চৈত্রে মাধবী লীলা আর।
এক শত একাদশ পদ হয়ে তার॥
অষ্টবিংশে স্নানযাত্রা অষ্ট পদ হয়।
ঊনবিংশে রথযাত্রা ছয় পদ তায়।
ত্রিংশ পল্লবে বর্ষা ঝুলন বিহার।
একোনবিংশতি পদ হয় চমৎকার॥
একত্রিংশে অভিষেক তিন চারি প্রকার।
সপ্তদশ পদ তাহে গান সুবিস্তার
এইত কহিল তৃতীয় শাখার পল্লব
তোমা সবার শ্রীচরণ-কৃপা অনুভব।
একত্রিংশ পল্লবে তৃতীয় শাখা সমাপিল।
নয় শত পঞ্চ ষষ্টি পদ তাহে হৈল। ৬৩।

—০—

কৃপা করি শুন সব গৌরভক্তগণ।
চতুর্থ শাখার করি পল্লব গণন।
কালিয় দমন আদি নানান বিরহ।
প্রথমে দ্বাদশ পদ করিল সংগ্রহ।
দ্বিতীয় পল্লবে গোষ্ঠ অক্রূরাগমন।
দ্বাবিংশতি পদ ভাবি-বিরহ বর্ণন।
তৃতীয় পল্লবে কৃষ্ণের মথুরাগমন।
চতুর্দ্দশ পদ তাহে বিরহ ভবন্।
চতুর্থে ভুত বিরহ শ্রীমতীর বিলাপ।
ষোলপদে গাইয়াছি বিরহ সন্তাপ।

পঞ্চমেতে অর্দ্ধবাথে প্রলাপ বর্ণন।
দ্বাদশপদে তাহা কৈল সমাপণ॥
ষষ্ঠে দিব্যোন্মাদ প্রলাপ স্বপ্নবৎ মিলন।
পঞ্চ চল্লিশ পদ তাহে তিন প্রকরণ॥
সপ্তমে স্বপ্নে সঙ্গ রসোদ্গার কথন।
চারি পদ গান সেই এক প্রকরণ॥
অষ্টমে বসন্ত গ্রীষ্ম বর্ষা আদি করি।
ঋতু-ভেদে বিরহ চোয়ান্ন পদ ধরি॥
দ্বাদশ মাসের বিলাস নবম পল্লবে।
সপ্ত আশীপদ তাহে করি অনুভবে॥
দশম পল্লবে নানা বিরহ বর্ণন।
বিংশপদ হয় সেই চারি প্রকরণ॥
চিন্তাদি-দশা-বর্ণন হয় একাদশে।
সপ্ত আশী পদ-তাহে জানি যে বিশেষে॥
দ্বাদশে পঁচিশ পদ ভাবোল্লাস মিলন।
ত্রয়োদশে পঞ্চ তার রসোদ্গার কথন॥
চতুর্দ্দশে সমৃদ্ধি মান সম্ভোগ বিস্তার।
বিপরীত আনি উনবিংশতি পদ তার॥
সে সম্ভোগের রসোদ্গার ছয় পদ হয়।
পঞ্চদশ পল্লবে তাহা জানিহ নিশ্চয়॥
সমৃদ্ধিবান শ্রীজয়দেবের বসন্ত বর্ণন।
বিরহোৎকণ্ঠাকি মান দুই প্রকরণ॥
পঞ্চত্রিংশ পদ তাহে ষোড়শ পল্লবে।
কৃপা করি শুন গৌর-ভক্তগণ সবে॥

তারপর গাইয়াছি গৌরচন্দ্র লীলা।
প্রাচীন মহান্তগণ যে সব বর্ণিলা॥
সপ্তদশ পল্লবে প্রভুর নৃত্যাদি বর্ণন।
তাহাতে পঞ্চাশ পদ হয়ে বিলক্ষণ।
অষ্টাদশ আর ঊনবিংশতি পল্লবে।
গৌরাঙ্গের রূপাদি বর্ণন নানা ভাবে।
ঊনষষ্টি পদ আর ষোল পদ তায়।
রূপ গুণ ভাবাদি বর্ণন নদীয়ায়॥
বিংশতিতে ঐশ্বর্য্য মহিমা আদি করি।
দুই প্রকরণে সে চৌত্রিশ পদ ধরি॥
একবিংশে মহাপ্রভুর সন্ন্যাস করণ।
শান্তিপুর আদি পুনঃ নীলাদ্রি গমন।
নীলাচলে নৃত্যগীত কীর্ত্তনাদি ভাব।
মাতা ভক্তগণের নানা বিরহ-বিলাপ।
প্রভু নিত্যানন্দর গৌড় মণ্ডলাগমন
নীলাচলে গেলা অদ্বৈতাদি ভক্তগণ॥
ছিয়াত্তর পদ তাহে করিল সংগ্রহ।
শুন শুন ভক্তগণ করি অনুগ্রহ॥
দ্বাবিংশ পল্লবে নিত্যানন্দ প্রভুর লীলা।
অষ্টত্রিংশ পদ তাহে সংগ্রহ হইলা।
ত্রয়োবিংশে নিত্যানন্দ চৈতন্যের গুণ।
ষোড়শ পদেতে তাহা আছয়ে বর্ণন॥
চতুর্ব্বিংশে অদ্বৈত প্রভুর কিছু গুণ।
গাইয়াছি পঞ্চ পদ সংক্ষেপ বর্ণন॥

পঞ্চবিংশে গৌরভক্তগণের কিছু লীলা।
দ্বাত্রিংশ পদ তাহে সংগ্রহ হইলা॥
ষড়বিংশে বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস।
ইহা সবার গুণ কিছু আছয়ে প্রকাশ।
দশ পদে সংক্ষেপ করিয়া সে গাইল।
সপ্তবিংশে দশাবতারে তের পদ হৈল।
অষ্টাবিংশে কৃষ্ণচন্দ্রের রূপের বর্ণন।
পঞ্চাশ পদ তাহে করিল গায়ন॥
উনত্রিংশ শ্রীরাধিকার রূপ যে গাইল।
ষোলপদ গান তাহে সংগ্রহ হইল॥
ত্রিংশ পল্লবে অষ্টকালীয় বর্ণন।
দুইশত তেহাত্তোরি পদ সাত প্রকরণ॥
একবিংশে পুনঃ অষ্টকালী নিত্যলীলা।
একানব্বই পদ তাহে সংগ্রহ হইলা॥
দ্বাত্রিংশে সেই লীলা সংক্ষেপ বর্ণন।
একোনসপ্ততি পদ দুই প্রকরণ।
সেই নিত্যলীলা পুনঃ অত্যন্ত সংক্ষেপে।
একপঞ্চাশ পদ ত্রয়ত্রিংশ পল্লবে।
চতুস্ত্রিংশ পল্লবে হয় নাম সংকীর্ত্তন।
একবিংশতি পদ প্রাচীন বর্ণন।
পঞ্চত্রিংশে নিজাভীষ্ট-বিয়োগ বিলাপ।
ছয় পদ গান ভক্তগণের সন্তাপ।
ষট্‌ত্রিংশে সংপ্রার্থনা দৈন্য-বোধিকা।
লালসাময়ী আদি হৈল সমাধিকা॥
তারি মধ্যে সমাপ্তিতে বৈষ্ণব গোসাঞি।
এক শত অষ্টাদশ পদ তাহে গাই।

এইত কহিল চতুর্থ শাখার গণন।
ষটত্রিংশ পল্লব তাহে হইল ঘটন॥
ষট্‌ত্রিংশ পল্লবে চতুর্থ শাখা সমাধান।
এক সহস্র পঞ্চাশত বিংশতি পদ গান॥
চতুর্থ শাখাতে গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইল।
সংগ্রহ করিয়া পদ যতেক গাইল॥
এই গীত কল্পতরু তোমা সবাকার।
কৃপা মতে সংগ্রহ করিনু মুঞি ছার॥ ৩৪॥

—০—

একাদশ পল্লব হয় প্রথম শাখাতে।
পূর্ব্বরাগ সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ লীলা তাতে॥
দ্বিতীয় শাখাতে চতুর্ব্বিংশতি পল্লব।
মান আদি সংকীর্ণ সম্ভোগ লীলা সব॥
একত্রিংশ পল্লব হয় তৃতীয় শাখাতে।
সম্পূর্ণ সম্ভোগ আদি নানা রস তাতে॥
ষট্‌ত্রিংশ পল্লব হয় চতুর্থ শাখায়।
প্রবাসাদি সমৃদ্ধিমান সম্ভোষ তাহায়॥
এত শত দ্বিতীয় পল্লবে চারি শাখা।
তিন সহস্রে এক শত এক পদে লেখা॥
যত পদ তত পত্র পল্লব জানিবে।
নানা ছন্দ নানা বর্ণ বৃক্ষোপরি শোভে॥
পুষ্প ভাব-ফল প্রেম-বৃক্ষে আছে ভরি।
শ্রবণ কীর্ত্তনে ভক্তগণ খায় পাড়ি॥
যত পাড়ি খায় তত বাঢ়য়ে অপার।
ক্ষণে ক্ষণে স্বাদু নিত্য নূতন বিস্তার॥

এই কল্পতরু ভক্তগণে দিনু ভেট।
শ্রবণ কীর্ত্তন দ্বারে খাই ভরপেট॥
ওহে গৌরভক্তবৃন্দ এই করি আশ।
তোমা সবার ভুক্ত শেষ মোর হউ গ্রাস।
তোমা সবার শ্রীচরণ বিনে নাহি গতি।
এই লাগি পুনঃ পুনঃ করিয়ে মিনতি॥
দন্তে তৃণ ধরি প্রভু করিয়ে প্রার্থনা।
নিজ সঙ্গে রাখ করি অপরাধ মার্জ্জনা।
জয় জয় প্রভু মোর বৈষ্ণব গোসাঞি।
জীবনে মরণে মোর আর গতি নাই।
জয় জয় অদোষ দরশী ভক্তবৃন্দ।
অধম জনেরে দেহ চরণারবিন্দ॥
আরে মোর আরে মোর বৈষ্ণব ঠাকুর।
কৃপা করি কর তোমার উচ্ছিষ্টের কুক্কুর॥
জীবনে মরণে করি শ্রীচরণ আশ
দন্তে তৃণ ধরি কহে এ বৈষ্ণব দাস। ৩৫॥

—o—

শ্রীবৈষ্ণব দাসের পদাবলী

শ্রীকৃষ্ণলীলা বিষয়ক

পঃ কঃ ৩ঃ—৮/৩৫/৯৭ পদ—রাগ

শ্রীগুরুঃমঞ্জরী পদ, মোর প্রাণ সম্পদ
শ্রীমণি মঞ্জরী তার সঙ্গে
হেন দশা মোয় লব, সে পদ দেখিতে পাব
সখী সহ প্রেমের তরঙ্গে ঃ

মদন সুখদা নাম, কুঞ্জশোভা অনুপাম
তাহে রত্নসিংহাসন পরি।
চতুর্দ্দিকে সখীগণ, বসিবেন দুইজনে
রসাবেশে কিশোর কিশোরী।
সেই সিংহাসন বামে, দাঁড়াইয়া সাবধানে
গুণ-মণি মঞ্জরীর পাছে।
মালতী মঞ্জরী নাম, রূপে গুণে অনুপাম
আমারে ডাকিবে নিজ কাছে॥
মুঞি তাঁর কাছে যাঞা দুহুঁ রূপ নিরখিয়া
নয়নে বহিবে প্রেমধারা।
দোঁহার দর্শনামৃতে, মোর নেত্র চাতকে
রহিবে সে হইয়া বিভোরা॥
শ্রীরূপ মঞ্জরী সুখে, তাম্বুল নিবেন মুখে
রাই কানু করিবে ভক্ষণ।
পিক ফেলিবার বেরি, আলবাটি আন বলি
আমাকে ডাকিবে দুই জন।
সখীর ইঙ্গিত পাঞা, আলবাটি করে লয়া
ধরিব সে চন্দ্রমুখ পাশে।
তাহাতে ফেলিবে পিক, মুঞি লয়া একভিত
দাঁড়াইব মনের হরিষে।
কত বা কৌতুক কাজ হইবে সে কুঞ্জ মাঝ
তাহা মুঞি শুনিব শ্রবণে।
পূরিবে মনের আশা, পালটিবে মোর দশা
নিবেদয়ে বৈষ্ণব চরণে॥ ১॥

—০—

ঐ—৪।৩৫।৯৬ পদ—রাগ

মদীশ্বরী তুমি মোরে করিবে করুণা।
এইত তাপিত জনে তোমার সে শ্রীচরণে
দাসী করি করিবে আপনা। ধ্রু॥
দশদণ্ড রাত্রি পরে, হৈয়া তুয়া অভিসারে
ললিতাদি সহচরী সঙ্গে।
যাইয়া নিকুঞ্জ বনে, শ্রীনন্দকুমার সনে
মিলিবারে বিলাস তরঙ্গে॥
সেকালে সে গুণমণি, মঞ্জরী প্রেমের খনি
চন্দন কটোরি ফুলমালা।
দিবেন আমার করে, সঙ্গে লৈয়া ধীরে ধীরে
নিভৃতে চলিবে সব বালা॥
তুমি সশঙ্কিত হৈয়া, ইতি উতি নিরখিয়া
সখী মাঝে করিবে গমন।
রহিয়া রহিয়া যাবা, পাছে আমা নিরখিবা
মোর হবে সঙ্কুচিত মন॥
হেনমতে কুঞ্জ মাঝে, ভেটিবে নাগর রাজে
আগুসরি লৈয়া যাবে কান।
তুহুঁ রত্ন সিংহাসনে, বসিবা আনন্দ মনে
দেখি মোর জুড়াবে নয়ান॥
হেন দিন মোর হব, ইহা কি দেখিতে পাব
তুয়া দাসীগণ সঙ্গে রৈয়া
এ বড় বিচিত্র আশ, এ দীন বৈষ্ণব দাস
লেহ কৃপা তরঙ্গে বহাইয়া॥ ২।

—•

ঐ—৪/৩৫/৭৯ পদ—রাগ

যমুনাক তীর, সমীর ইহ মৃদু
পিকু পঞ্চম গানে।
তুহুঁ রসে ভোর, পর নাহি পাওব
বিলসব নটন বিধানে।
সদয়ে হেন কৃপা হবে তোর।
সো রস বৈভব, রাস মহোৎসব
দরশন হোয়ব মোর।
সহচরী সঙ্গে, রঙ্গে করি মণ্ডলী
যবহুঁ নাচায়বি শ্যাম।
তব সখী ইঙ্গিতে, তন্ত্র সোঙরিয়া
যন্ত্র দেয়ব তুয়া ঠাম।
হেন কিয়ে হোয়ব, মহতী সু বোলব
হরিষহিঁ হেয়বি মোয়।
হাম তব অমিয়া, সরোবরে ডুবব
শুনব মধুর সব সোয়॥
নাচব নটবর, শেখর নাগর
গায়বি তুহুঁ সখী সঙ্গে।
তুহুঁ নাচবি যব, নাগর গাওব
কত কত রাগ তরঙ্গে।
ঐছন অনুদিন, শ্রী বৃন্দাবন
বিলসবি রাস-বিলাস।
ইহ দুরভাগ জন, সো কিয়ে দরশন
পাওব বৈষ্ণব দাস॥ ৩॥

—•—

হা হা বৃষভানু সুতে
তোমার কিঙ্করী, শ্রীগুণ মঞ্জরী
মোরে লবে নিজ যূথে ॥ ধ্রু ॥
নৃত্য অবসানে, তোমরা দুজনে
বসিবার দিব পরে।
ঘামে টলমল, সে অঙ্গ অতুল
রাস-পরিশ্রম ভরে ॥
মুঞি তার কৃপা, ইঙ্গিত পাইয়া
শ্রীমণি মঞ্জরী সাথে।
দোঁহার শ্রীঅঙ্গে, বাতাস করিব
চামর লইয়া হাতে।
কেহু দুইজনে, বদন চরণ
পাখালি মুছবে সুখে।
শ্রীরূপ মঞ্জরী, তাম্বুল বাটিকা
দেয়ব দোঁহার মুখে।
শ্রম দূরে যাবে, অঙ্গ সুখী হবে
অলসে ভরিবে গা।
বৈষ্ণব দাসের, এ আশা পূরিবে
করিবেক মন্দ বা। ৪।

—০—

ঐ—৪/৩৫/৯৯ পদ বরাড়ী
কুঞ্জ ভবনে নব, কিশলয় আনি
শেজ বিছায়ব ইঙ্গিত জানি
শ্যাম গৌরী আলসে শুতব তায়
সখীগণ শুতব আনহি ঠাঁয়।

মদন মদালসে তুহুঁ ভই ভোর।
করবহি রতিরণ যুগল কিশোর ॥
কঙ্কন কিঙ্কিনী বলয় নিসান।
শুনইতে হামারি জুড়ায়ব কান ॥
ঝরবহি ঝাঁপি হেরব সখি মেলি।
তুহুঁ জন রতিরণ করু বহু কেলি ॥
বৈঠব শ্রমজলে পূরব গা।
রতি মঞ্জরী করু মৃদু মৃদু রা ॥
শ্রীগুণ মঞ্জরী দিবে সুবাসিত জল।
হেরি হোয়ব মঝু নয়ন সফল ॥
পূরব চিরদিনে ইহ মনে আশ।
নিবেদয়ে তুয়া পায়ে বৈষ্ণব দাস ॥ ৫ ॥

—•—

ঐ– ৪/৩৫/১০২ পদ—কেদার

হা নাথ গোকুলচন্দ্র, হা কৃষ্ণ পরমানন্দ
হা হা ব্রজেশ্বরীর নন্দন
হা রাধিকা চন্দ্রমুখী, গান্ধর্ব্বা ললিতা সখী
কৃপা করি দেহ দরশন।
তোমা দোঁহার শ্রীচরণ, আমার সর্বস্ব ধন
তাহার দর্শনামৃত পান
করাইয়া জীবন রাখ, মরিতেছি এই দেখ
করুণা কটাক্ষ কর দান।
তুহেঁ সহচরী সঙ্গে, মদনমোহন ভঙ্গে
শ্রীকুঞ্জে কল্পতরু ছায় ॥

আমারে করুণা করি, দেখাইবে সে মাধুরী
তবে হয় জীবন উপায়।
হা হা শ্রীদামাদি সখা, কৃপা করি দেও দেখা
হা হা শ্রীবিশাখাদি প্রাণসখী।
দোঁহে সকরুণ হৈয়া, চরণ দর্শন দিয়া
দাসীগণ মাঝে লেহ লিখি॥
তোমার করুণা রাশি, তেঁই চিতে অভিলাষী
কৃপা করি পূর মোর আশ।
দশনেন্তে তৃণ ধরি, ডাকিলাম উচ্চ করি
দীনহীন এ বৈষ্ণব দাস। ৮।

—০—

ঐ—৪ ৩৫।১০৩ পদ—রাগ

হরি হরি, কি কহিয়ে প্রলাপ বচন।
কাঁহা সে সম্পদ সার, কাঁহা এই মুঞি ছার
কিয়ে চিত্র বাউলের মন।
অনন্ত বৈকুণ্ঠ সার, বৃন্দাবন নাম যার
তাহে পূর্ণতম কৃষ্ণচন্দ্র
তার প্রিয়া শিরোমণি, শ্রীরাধিকা ঠাকুরাণী
বিলসয়ে সঙ্গে সখীবৃন্দ।
তার অনুচরী সঙ্গে, প্রেমসেবা পরবন্ধে
ব্রহ্মা শিব শেষের অগম্য।
কাঁহা এ পাপিষ্ঠ জন, পাপালয় মূর্ত্তিমান
আশা করি করে তাহা কাম্য॥
যথা বাওনের ইন্দু, পঙ্গুর লঙ্ঘন সিন্ধু
মূকের যেমন বেদধ্বনি।

পশ্চিমে উদয় সূর মলয়জ সু কর্পূর
পথের কঙ্কর চিন্তামণি।
এ সব যদিও হয়, কৃপা বিনে তবু নয়
শ্রীরাধা মাধব দরশন।
বৈষ্ণব দাসের মনে, দরিদ্র বিজয়া পণে
শুতি যেন দেখয়ে স্বপন ॥ ৭ ॥

—•—

পদমেরু ধানসী

ঝুলনা হইতে, নামিলা তুরিতে
রসবতী রসরাজ।
রতন আসনে, বসিলা যতনে
রতন মন্দির মাঝ।
সুচামর লেই, বীজন বীজই
সেবা পরায়ণ সখি।
সুবাসিত জলে, বদন পাখালে
বসনে মোছয়ে দেখি।
থারি ভরি কই, বিবিধ মিঠাই
ধরি দুহুঁ সম্মুখে।
সখীগণ সহে, কতেক কৌতুকে
ভোজন করল সুখে।
তাম্বুল সাজায়া, কোন সখি লৈয়া
দুঁহার বদনে দিল
একে সুই সমে, আপাদ বদনে
নিছিয়া নিছিয়া নিল।

কুসুম তলপে, অলপে অলপে
বসিলা রাধিকা শ্যাম।
আলসে ঈষত, নয়ন মুদিত
হেরিয়া মোহিত কাম।
দেখি সখিগণে, কতই যতনে
শুতায়ল দুহু তায়।
সখীর ইঙ্গিতে, চরণ সেবিতে
এ দাস বৈষ্ণবে যায়। ১০।

—০—

পদমেরু

ওহে রসরাজ, সাধ নিজ কাজ
ধরিয়া যোগীর বেশ।
তবে রাধার মান, হবে সমাধান
কহিলাম উপদেশ।
সুবলের বাণী, শুনি গুণমণি
ভাবিয়া হৃদয় মাঝে।
বান্ধি জটাভার, আঁটি বাঘাম্বর
শ্রবণে কুণ্ডল সাজে।
ডম্বুর বিষাণ, কণ্ঠে হাড়মাল
সিন্দুর মণ্ডিত ভালে।
ভস্ম বিভূষণ, অঙ্গের কিরণ
ঢাকিয়া নাগর ছলে।
মুখে বলে হরে, অন্তর বিদরে
মালিনী বিরহ জ্বরে।

বাধার নিভড়, চলিল নাগর
ভেটিল জটিলা দ্বারে ॥
বসিল তখন, করিয়া আসন
চতুর শেখর রায়।
বৈষ্ণব দাস, পূরাইতে আশ
তবহুঁ এ গুণ গায়। ১১।

—০—

পদমেরু

দুর্জ্জয় মানে, প্রবল বরসুন্দরী
প্রজ্জ্বলিত দহন সমান।
মরম সখীগণ, আন নাহি বৈঠল
ছোড়ি সব করল প্রয়াণ।
বাস কুন্তল, সবহু বিগলিত
তটিনী বহয়ে নয়ানে।
কোপে ভরল তনু, স্থির নহে ভামিনী
ভালহি কঙ্কন হানে ॥
রোই রোই ধনি, কণ্ঠ বধির সম
বদনে না নিকসই ভাষ।
মরমক দাহ, মরমে নাহি নিবারই
ছোড়ই দীঘ নিশ্বাস।
খেণে ক্ষিতিতলে, লুটত মানিনী
মানহি করম অভাগে।
কানু ইহা হেরি, দূরে অবনীক সোই
বৈষ্ণব দাস হিয়া জাগে। ১২।

দুহুজন মিলল কুঞ্জক মাহ।
রাইক বচনেই চিনিছি নাহ।
লখই না পারই ঘোর আন্ধিয়ায়।
কাহে ভেল গৌরী শ্যাম আকার।
শ্যামক বচনে কহে ধনি রাই।
তিমির ঝাপাই আয়ল তুয়া ঠাঁই॥
এতেক বচন কহি মনোরথ মাঁতি।
দুহুজন সাজল সোমরক ভাতি।
দোহ অধরামৃত দুহু করু পান।
নয়ানে নয়ান করি বয়ানে বয়ান॥
দুহু লুবধ, বর করতহি কেলি।
দুহু পুলকাইত অবসর ভেলি।
সুরত সমাধি বৈঠল দুহুজন
বৈষ্ণব দাস সেই মাগয়ে চরণ। ১৩॥

—•

পদমেরু—

শুন শুন সুন্দরী বচন আমার
নিবিড় তিমির কৈছে কৈলি অভিসার।
না জানি আমাতে তোমার কতই সুনেহ।
অব বিঘটন কাহে তেজলি গেহ।
চরণ সুকোমল যাঁহার
তুলি পরসে জানি নহে হিতকার।
দিগ নহে দরশন তিমির বেয়াপি।
ভুজঙ্গ কণ্টক কত বাট রহে ঝাপি।

ভয় নাহি উপজল রাজনন্দিনী।
কেমনে আইলি পথে কুরঙ্গ নয়ানি॥
বন্দী রহিলাম আমি তোমার প্রেমেতে।
সুধিতে নারিব বহু সহস্র যুগেতে॥
বৈষ্ণব দাস কহে প্রেম নিরুপমা।
দোঁহু প্রেমাধীন হয় দোঁহতেই সীমা॥ ১৪॥

—০—

পদমেরু

দূরে গেও মানিনী মান।
বিরহ জতি দুখ উতারল কান।
দোহুঁ জন তনু তনু মেলি॥
মদন সাগরে দোঁহে নিমগণ ভেলি॥
রাই গোরি জলদে মিশাই।
ঘন সৌদামিনী যেন মিলে এক ঠাঞি।
সখীগণ আনন্দ পুঞ্জে।
বৈষ্ণব দাস ভাবে হৃদি মহাকুঞ্জে। ১৫॥

—০—

পদমেরু—

দোহু লুবধ বড় মনসিজ জাগি।
মান বিরহ দুঃখ দূরে গেও ভাগি।
দুহু মুখ চুম্বন করে কত বেরি।
দুহু তনু লাগল ভুজলতা বেড়ি॥
মদনে মাতল দোহে না সহে বেয়াজ।
নবঘন ঝাপল তড়িত সমাজ।

বয়ানে বয়ানে-পর নয়নে নয়ন।
হিয়ায় হিয়ায় তাহে নিবিড় মিলন॥
রতিরণ স্পন্দিত দুহু শর বাণ।
সমাধিতে বৈঠল রাধা কান॥
ঘরমে ভিগল দোঁহার নীল পীতবাস।
হৃদয়ে ভাবয়ে তাহা বৈষ্ণব দাস॥ ১৬॥

—০—

পদমেরু—

দোঁহে নিবেদনে সুখী দোঁহু মনমান।
নিজ নিজ স্থানে দোঁহু করল পয়াণ॥
সখী সঙ্গে বৈঠে রাই কানুর প্রসঙ্গ।
যতহু করল সই রভস তরঙ্গ॥
শুন শুন রে সখি রসময় কাণ।
কতহু-সাধনে মোর ভাঙ্গল মান॥
চরণে ধরিয়ে চাহে পরাইতে হার।
ধরণী লোটল সোই কত-শতবার॥
মিনতি বচনে তার দরবে পাষাণ।
মানে কি গৌরব আছে দিতে হয় প্রাণ॥
সখীগণ কহে ধনি কত রস জান।
নিতি মান দেখি নিতি দেখি সমাধান॥
বৈষ্ণব দাস এই হৃদয় অভিযোগী।
দরশে মানিনী অদর্শনে বিয়োগী॥ ১৭॥

—০—

পদমেরু --

লিখিয়ে করজ-পাতি দিল শ্যামরায়।
গৌরবে রসবতী ধরিল হিয়ায়॥
নয়নের জলেতে ভাসিল নীলগিরি।
কোরে আগোরল ধনি ভুবাহু পসারি॥
শুন হে পরাণবন্ধু স্বরূপেতে কই।
তোমারি গরবে আমি মানিনী হোই॥
দুহু পরস ভেল দোঁহে পুলকাঙ্গ।
মনসিজ রসে দোহার বাঢ়িল তরঙ্গ॥
ভুজলতা বেরি দোঁহে চুম্বয়ে অধর।
রতিরণে দোহুঁজন হইল বিভোর॥
দুহু অবসর ভেল কেলি সমাধি।
বৈষ্ণব দাস হৃদে জাগে নিরবধি॥ ১৮॥

—•—

পদনেরু —

রতি রস সমাধিয়া কিশোর কিশোরী।
কিশোর কহেন শুন প্রাণের কিশোরী॥
পুরুষের বেশে যেমন কৈলে অভিসার।
মোর বেশ লেহ পুনঃ সাজ আর বার॥
যতন করিয়া আমি সাজাব তোমায়।
গৌর বরণে তোমায় কত শোভা পায়॥
এত বলি মোহনিয়া চূড়া যে উতারি।
রাই শিরে বান্ধল বামে টের করি॥
শ্রুতির ভূষণ হস্ত করিয়া সকল।
লুলিত করিয়া দিল সবার কুণ্ডল॥

নিজগলের বনমালা রাই গলে দিল।
পুরুষের ছান্দে পীতবাস পরাইল ॥
অলকে কাঞ্চিত ধনির মুখ শোভা করে।
নিজ করের বাঁশি দিল সুপি রাই করে ॥
আমারে সাজাইলে যেমন শ্রীবংশীবদন।
তুমিহ নারীর বেশ করহ ধারণ ॥
বৈষ্ণব দাসের সেই চরণে বাঞ্ছিত।
সাজাহ বন্ধুরে তোমার নিজ অভিমত ॥ ১৯ ॥

—০—

পদমেরু

রাইক বচন শুনিয়ে সহচরী।
মরমহি সমুঝল তবহু বিচারি ॥
জানল মান ইহ শৈল সমান।
বচনে না ভাঙ্গব ইহ মন মান ॥
এতহু ভাবিয়ে দূতী করল পয়াণ।
মিলল যাঁহা সোই নাগর কান ॥
বেথিত অন্তর সখী মলিন বদন।
বৈষ্ণব দাস কহে কুশল কেমন ॥ ২০ ॥

—০—

শুন শুন প্রাণবন্ধু নিবেদন করি।
ভুবন মোহিনী তোমায় সাজাইব নারী ॥
খুলিল মউলির ঝুটি রাই বিনোদিনী।
চাঁচর কুন্তলে করে মোহলিয়া বেণী ॥
মঞ্জুল কনক চাঁপা বাছিয়া লইল।
হেম ঝাঁপা একাকারে বেণীর আগে দিল ॥

সিন্দুর চন্দনের বিন্দু অতুল রচয়।
নব ভানু পূর্ণশশী নীরদ উদয়॥
কর্ণে কর্ণফুল দেই নাসাতে বেসর।
গলে গজমতি হারে করিল উজর॥
বলয়া কঙ্কন করে রঙ্গে সুবদনী।
নীল শাড়ি আঁটি দেয় তুসারি কিঙ্কিনী॥
বুঝিয়া দাঁড়ায় শ্যাম রাই বাম ভাগে।
বৈষ্ণব দাসের হৃদি সরোজেতে জাগে। ২১॥

—০—

পদমেরু

কি শোভা হয়াছে আজু নিকুঞ্জেতে হেরি।
রাই নব নাগর শ্যাম নতুন নাগরী।
রাই শিরে মোহন চূড়া শ্যাম পিঠে বেণী।
রাই সৌদামিনী বামে শ্যাম কাদম্বিনী॥
অলকে তিলকে শোভে রাই মুখ ইন্দু।
শ্যাম ভালে নব ভানু সিন্দুরের বিন্দু॥
কর্ণে শোভিত শ্যাম কনক কর্ণফুলে।
রাই শ্রুতে দোলে কিবে মকর কুণ্ডলে॥
শ্যামগলে মতিমালে ঘনে বকপাতি।
রাইওরে বনমালা অপরূপ ভাঁতি॥
নীল বাসে শোভে শ্যাম জিমিত তিমিরে।
নীলাম্বরী ছাড়ি রাই পীতবাস পরে॥
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা রাই শ্যাম মনোমোহিনী।
বৈষ্ণব দাস ভাবে রূপের নিছনি॥ ২২॥

—০—

পদমেরু—

ঝুলনা হইতে, নামিলা তুরিতে
রসবতী রসরাজ।
রতন আসনে, বসিলা যতনে
রতন মন্দির মাঝ॥
সুচামর লেই, বিজন বিজই
সেবা পরায়ণ সখী।
সুবাসিত জলে, বদন পাখালে
বসনে মুছায়ে দেখি॥
থারি ভরি কোই, বিবিধ মিঠাই
ধরি দুহু সনমুখে
সখীগণ সঙ্গে, কতহু কৌতুক
ভোজন করিলা সুখে॥
তাম্বুল সাজায়া, কোন সখি লঞা
দোহার বদনে দিল।
একে সুখ সমে, আপাদ বসনে
নিছিয়া নিছিয়া মিল।
কুসুম তলপে, অলপে অলপে
বসিলা রাধিকা শ্যাম
অলসে ঈষত, নয়ান মুদিত
হেরিয়ে মুদিত কাণ॥
দেখি সখীগণে, কতহু যতনে
শুতায়ল দুহু তায়।
সখির ইঙ্গিতে, চরণ সেবিতে
এ দাস বৈষ্ণব যায়। ২২॥

—০—

পদমেরু

দোঁহজন মাতল মনমথ জাগি।
হিমবাত নিকশল তনু লাগি॥

রাই নিচল করি শ্যাম অঙ্গ ধরি।
শ্যাম নিচল রাই ভুজলতা বেড়ি॥

শীতগত দোঁহ তনু সুরত সমরে।
শ্রমজল বরিখত দোঁহ অঙ্গ পরে॥

দোঁহ অধরামৃত দোঁহ করু পান।
কামরসে পণ্ডিত দোঁহ পরিমাণ॥

মদন জলধি জলে ভাসল দোঁহ।
দোঁহ অবসর ভেল রস নিরবাহ॥

বৈঠল দোঁহজনে সখীগণ মেলি।
বৈষ্ণবদাস হৃদে সরোজ করু কেলি॥ ২৩॥

—০—

গীতরত্নাবলী—ভুপালী

সুতিকা মন্দিরে যাইয়া আনন্দে বলাই।
ছ'নয়নে বহে ধারা ভাই পানে চাই॥
যশোমতি ধরিয়া দক্ষিণ কোলে নিল।
বসিয়া রাণীর কোলে দোলিতে লাগিল॥
ভাইয়ের চাঁদমুখ পানে এক দিঠে চায়।
আধ আধ বোলে কিছু না বুঝিল মায়॥
আনন্দে অচেতন ভেল সব ব্রজবাসী।
বিজুরি উজোর ভেল দুহুঁ মুখের হাসি॥
ক্ষণে অচেতন ভেল যশোমতি মাই।
পুন ডাকে যশোমতি আইস এথাই॥
এ বৈষ্ণব দাস কহে মনের হরিষে।
জন্ম নিত্যলীলা প্রভু করিলা প্রকাশে॥ ২৪॥

— সমাপ্ত —

শ্রীবৈষ্ণব রিসার্চ ইনষ্টিটিউট হইতে

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী

কর্তৃক সম্পাদিত

গবেষণামূলক ও অপ্রকাশিত প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী।

শ্রীচৈতন্যডোবা, পোঃ-হালিসহর, উত্তর চব্বিশ পরগণা।
ফোন ঃ ২৫৮৫০৭৭৫

১। শ্রীচৈতন্যডোবা মাহাত্ম্য—কুড়ি টাকা মাধবেন্দ্রপুরীর জীবনীসহ। ২। জগদ্‌গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর মহিমামৃত শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর জীবনী -চল্লিশ টাকা। ৩। গৌড়ীয় বৈষ্ণব লেখক পরিচয় ১০৮ জন লেখক পরিচিতি-দশ টাকা। ৪। গৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ পর্য্যটন-একশত পঁচিশ টাকা। ৫। গৌর ভক্তামৃত লহরী পঞ্চ শতাধিক গৌরাঙ্গ পরিকরগণের জীবনী দশ খণ্ড একত্রে—চারশত টাকা। ৬। শ্রীরাধাকৃষ্ণ গৌরাঙ্গ গণোদ্দেশাবলী শ্রীরাধাগোবিন্দের পার্ষদ পরিচয় ও গৌরাঙ্গ পার্ষদবর্গের পূর্বারতার বিষয়ক গ্রন্থাবলী—ত্রিশ টাকা। ৭। গৌরাঙ্গের ভক্তিধর্ম্ম ও চৈতন্য কারিকায় রূপ কবিরাজ শ্রীগৌরাঙ্গের উপদেশ ও শ্রীরূপ কবিরাজের ভাব আদর্শ—পঁচিশ টাকা। ৮। নিত্যানন্দ চরিতামৃত—ষাট টাকা। ৯। নিত্যানন্দ বংশবিস্তার-কুড়ি টাকা। ১০। সঙ্কল্প কল্পদ্রুমের পদ্যানুবাদ—ত্রিশ টাকা। ১১। ব্রজমণ্ডল পরিচয়—কুড়ি টাকা। ১২। অভিরাম লীলামৃত—ত্রিশ টাকা। ১৩। সখ্যভাবের অষ্টকালীন লীলা স্মরণ-দশ টাকা। ১৪। সাধক স্মরণ অষ্টক প্রণাম, সন্ধ্যারতি, ভোগারতি প্রভৃতি -কুড়ি টাকা। ১৫। গৌড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্র পরিচয়—দশ টাকা। ১৬। নিত্য ভজন পদ্ধতি বৈষ্ণবীয় পূজা পদ্ধতি, অষ্টক প্রণাম, ভোগারতি, সন্ধ্যারতি ও অধিবাসাদি কীর্ত্তন—আশি টাকা। ১৭। পাণিহাটীর দণ্ডোৎসব—পনের টাকা। ১৮। বিশুদ্ধ মন্ত্রস্মরণ পদ্ধতি—কুড়ি টাকা। ১৯। ধনঞ্জয় গোপাল চরিত ও শ্যাম চন্দ্রোদয় [ধনঞ্জয় গোপাল ও পানুয়া গোপাল মহিমা]—পঁচিশ টাকা। ২০। অষ্টকালীন লীলা স্মরণ—দশ টাকা ২১। গৌরাঙ্গ লীলা মাধুরী [গৌরাঙ্গ তত্ত্ববিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ]-কুড়ি টাক

২২। বৈষ্ণবতীর্থ শ্রীপাট অগ্রদ্বীপ—দশ টাকা। ২৩। গৌরাঙ্গ অবতার রহস্য [শ্রীকৃষ্ণের গৌরাঙ্গরূপ ধারণের বৈচিত্র্যময় রহস্যাদি]-কুড়ি টাকা। ২৪। শ্যামানন্দ প্রকাশ-পঁচিশ টাকা। ২৫। সপার্ষদ গৌরাঙ্গ লীলা রহস্য-আশি টাকা। ২৬। প্রার্থনা ও প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা-কুড়ি টাকা। ২৭। নিতাই অদ্বৈত পদমাধুরী [প্রভু নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের মহিমামূলক প্রাচীন পদ]-কুড়ি টাকা। ২৮। পদাবলী সাহিত্য সংগ্রহ কোষ, ১ম খণ্ড [নরহরি সরকারের পদাবলী]-কুড়ি টাকা, ২য় খণ্ড [নরহরি চক্রবর্ত্তীর গৌরলীলা পদ]-ষাট টাকা, ৩য় খণ্ড [নরহরি চক্রবর্ত্তীর কৃষ্ণলীলা পদ]-চল্লিশ টাকা, ৪র্থ খণ্ড [ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তীর পদাবলী] ত্রিশ টাকা, ৫ম খণ্ড [মুরারী গুপ্ত, গোবিন্দ মাধব, বাসুদেব ঘোষের পদাবলী]-পঁচিশ টাকা, ৬ষ্ঠ খণ্ড [বলরাম দাসের পদাবলী]—পঞ্চাশ টাকা, ৭ম খণ্ড [গোবিন্দ দাসের পদাবলী] — এক শত কুড়ি টাকা, ৮ম খণ্ড [জ্ঞানদাসের পদাবলী]—আশি টাকা। ২৯। অভিরাম বিষয় প্রকাশিত গ্রন্থদ্বয় [অভিরাম পটল ও অভিরাম বন্দনা]-কুড়ি টাকা। ৩০। জগদীশ চরিত্র বিজয় [জগদীশ পণ্ডিতের জীবন কাহিনী—পঁচিশ টাকা। ৩১। মহাতীর্থ চৈতন্যডোবা [ই : সাড টাকা। ৩২। বৈষ্ণব ইতিহাস সার সংগ্রহ-সত্তর টাকা। ৩৩। মনঃশিক্ষা-কুড়ি টাকা ৩৪। বিংশ শতাব্দীর কীর্ত্তনীয়া [কীর্ত্তনীয়াগণের পরিচয়], ১ম খণ্ড — চল্লিশ টাকা, ২য় খণ্ড-ত্রিশ টাকা, ৩য় খণ্ড-ত্রিশ টাকা। ৩৫। শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদবর্গের সূচক কীর্ত্তন-ত্রিশ টাকা। ৩৬। রসিক মঙ্গল [প্রভু রসিক নন্দের জীবনী]-পঞ্চাশ টাকা। ৩৭। চৈতন্য শতক [সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য কৃত]-সাত টাকা। ৩৮। অদ্বৈত প্রকাশ [অদ্বৈত প্রভুর জীবন কাহিনী]-চল্লিশ টাকা। ৩৯। বৈষ্ণবতীর্থ গ্রাম কাঁচরাপাড়া-পাঁচ টাকা। ৪০। বৈষ্ণবতীর্থ শ্রীপাট শ্রীখণ্ড-পঁচিশ টাকা। ৪১। চৈতন্য ভাগবত ও বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের রচনাবলী-দুইশত পঞ্চাশ টাকা। ৪২। চৈতন্য চন্দ্রামৃত (প্রবোধানন্দ সরস্বতী কৃত]-কুড়ি টাকা ৪৩। শ্রীখণ্ডের প্রাচীন কীর্ত্তনীয়া ও পদাবলী-কুড়ি টাকা। ৪৪। অদ্বৈত আচার্য্য বিষয়ক রচনাবলী (অদ্বৈতোদ্দেশ দীপিকা, অদ্বৈত স্বরূপামৃত, অদ্বৈত মঙ্গল, অদ্বৈত বিলাস প্রভৃতি)—একশত টাকা। ৪৫। গৌরাঙ্গের পিতৃবংশ পরিচয় ও

শ্রীহট্টলীলা-পঁয়ত্রিশ টাকা। ৪৬। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত (ব্যাখ্যাসহ)—তিনশত টাকা। ৪৭। নেড়ানেড়ি সৃষ্টি রহস্য-পনের টাকা। ৪৮। অষ্টকালীন লীলা স্মরণের ক্রম বিন্যাস (অষ্টকালীন লীলার সময় নির্দ্ধারণ)—দশ টাকা। ৪৯। শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী রজত জয়ন্তী সংখ্যা-কুড়ি টাকা। ৫০। বৈষ্ণবতীর্থ শ্রীপাট ঝামটপুর-কুড়ি টাকা। ৫১। শ্রীভক্তি রত্নাকর-তিনশত টাকা। ৫২। সপ্তগ্রামের গৌরাঙ্গ পার্ষদ-পনের টাকা। ৫৩। একাদশী ব্রত মাহাত্ম্য-পঁচিশ টাকা। ৫৪। শ্রীপাট কুলিয়া মাহাত্ম্য-পনের টাকা। ৫৫। গৌরাঙ্গ পার্ষদ ঝড়ু ঠাকুরের জীবন চরিত-দশ টাকা। ৫৬। পদাবলী সাহিত্যে গৌরাঙ্গ পার্ষদ (জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস সহ একশত পচাত্তর জন বৈষ্ণব পদাবলী লেখকের সবিস্তার জীবন কাহিনী)-ত্রিশ টাকা। ৫৭। শ্রীবংশীবদনের পদাবলী ও বংশীশিক্ষা—ত্রিশ টাকা। ৫৮। চৈতন্য মঙ্গল (শ্রীলোচন দাস বিরচিত)—একশত পঞ্চাশ টাকা। ৫৯। শ্রীরূপ সনাতনের রামকেলী লীলা—দশ টাকা। ৬০। প্রভু অদ্বৈতের শান্তিপুরলীলা ও রাসোৎসব—দশ টাকা। ৬১। জয়দেব ও গীতগোবিন্দ—কুড়ি টাকা। ৬২। তারকব্রহ্ম মহামন্ত্র নাম জপ ও কীর্ত্তন বিধান-কুড়ি টাকা। ৬৩। সপার্ষদ ঠাকুর নরোত্তমের পদাবলী—চল্লিশ টাকা। ৬৪। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্রোদয়াবলী (শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকের প্রেমদাস কৃত বঙ্গানুবাদ) ষাট টাকা। ৬৫। শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ লীলা—পঁচিশ টাকা। ৬৬। শ্রীক্ষেত্রে গৌরাঙ্গলীলা—পঁচিশ টাকা। ৬৭। শ্রীপ্রেমভক্তি (ব্যাখ্যা সহ)—ত্রিশ টাকা। ৬৮। নরোত্তম বিলাস—ষাট টাকা। ৬৯। শ্রীনিবাস আচার্য্য বিষয়ক রচনাবলী (শ্রীনিবাস আচার্য্য গুণলেশ সূচক : কর্ণানন্দ অনুরাগবল্লী প্রভৃতি)—একশত টাকা। ৭০। অদ্বৈত আচার্য্য পত্নী, সীতাঠাকুরাণী বিষয়ক গ্রন্থদ্বয় (শ্রীসীতা চরিত্র ও সীতাগুণ কদম্ব)-পঞ্চাশ টাকা। ৭১। ছোট হরিদাসের শ্রীপাট টগরা-কুড়ি টাকা। ৭২। শ্রীনিবাস নরোত্তমের ব্রজমণ্ডল ও নবদ্বীপ দর্শন-কুড়ি টাকা। ৭৩। শ্রীপ্রেমবিলাস (যন্ত্রস্থ)

গৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থ পর্য্যটন

(প্রথম খণ্ড)



শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী

শ্রীগৌর গোবিন্দের লীলারস আস্বাদনে

বৈষ্ণব পদাবলী গ্রন্থ পড়ুন

জীবনীসহ অদ্যাবধি প্রকাশিত গ্রন্থ।

১। নরহরি সরকারের পদাবলী (শ্রীগৌরলীলা ৬৩৭টি পদ) ভিক্ষা—ষাট টাকা। ২। নরহরি চক্রবর্ত্তীর পদাবলী (শ্রীগৌরলীলা ৬৩৭টি পদ) ভিক্ষা—ষাট টাকা। ৩। নরহরি চক্রবর্ত্তীর পদাবলী (শ্রীকৃষ্ণলীলা ৪৫৯ পদ) ভিক্ষা—চল্লিশ টাকা। ৪। ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তীর পদাবলী (শ্রীগৌরলীলা, শ্রীকৃষ্ণলীলা ২৬৫ পদ) ভিক্ষা—ত্রিশ টাকা। ৫। মুরারী গুপ্ত, গোবিন্দ ঘোষ, বাসুদেব ঘোষের পদাবলী ভিক্ষা—পঁচিশ টাকা। ৬। বলরাম দাসের পদাবলী (১৮৫ পদ) ভিক্ষা—পঞ্চাশ টাকা। ৭ শ্রীখণ্ডের প্রাচীন কীর্ত্তনীয়া ও পদাবলী (১১ জন পদকর্ত্তার পদাবলী) ভিক্ষা—কুড়ি টাকা। ৮। লোচন দাসের ধামালী ও পদাবলী (১৬৮ পদ) ভিক্ষা—কুড়ি টাকা। ৯। গোবিন্দ দাসের পদাবলী, ভিক্ষা—একশত কুড়ি টাকা

১০। সপার্ষদ নরোত্তমের পদাবলী, ভিক্ষা—কুড়ি টাকা।

১১। জ্ঞানদাসের পদাবলী—আশি টাকা।

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী

অপ্রকাশিত ও দুঃপ্রাপ্য বৈষ্ণবশাস্ত্র প্রচারমূলক পত্রিকাটি ত্রৈমাসিকভাবে আজ আটত্রিশ বৎসর যাবৎ প্রভৃত অপ্রকাশিত বৈষ্ণব শাস্ত্র ও গবেষণ মূলক তথ্যাদি পরিবেশিত হইয়া আসিতেছে। আপনি বার্ষিক চাঁদা ত্রিশ টাকা বা আজীবন সদস্য বাবদ এককালীন তিনশত টাকা পাঠিয়ে গ্রাহক হউন। প্রাচীন বৈষ্ণবশাস্ত্র প্রচারের সহায়ক হউন।

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য সংগ্রহ কোষ

এই ত্রৈমাসিক পত্রিকায় প্রাচীন পদাবলী ধারাবাহিকভাবে আঠারো বৎসর যাবৎ প্রকাশিত হইতেছে। বার্ষিক চাঁদা ত্রিশ টাকা বা আজীবন সদস্য বাবদ এককালীন তিনশত টাকা পাঠিয়ে গ্রাহক হউন।

যোগাযোগ—**শ্রীকিশোরীদাস বাবাজী**

শ্রীচৈতন্যডোবা; হালিসহর; উত্তর চব্বিশ পরগণা।

ফোন: ২৫৮৫-০৭৭৫ : মোবাইল: ৯৬৮১৭০৪৮০১